→ লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড

THE LINDE GROUP

Linde

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১

কোম্পানীর দর্শন

বাংলাদেশের যেসব ব্যবসায়িক খাতে আমরা নিয়োজিত, সেসব খাতে আমরা নেতৃস্থানীয় হিসেবে স্বীকৃত হবো ।

ক্রমাগত উদ্ভাবন,পরিচালন দক্ষতা, ব্যয় যথার্থতা ও আমাদের কর্মীদের প্রতিভার মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বিধানের উপর আমাদের সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হবে ।

আমরা সর্বদাই আমাদের কাজে সততা ও দায়িত্ববোধের উচ্চমান প্রয়োগ করবো ।

সূচীপত্র

০৬২ কোম্পানীর দর্শন

০৬৪ আর্থিক ইতিবৃত্ত
০৬৫ এক নজরে সারা বছর এবং মূল্য সংযোজিত বিবরণ
০৬৬ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
০৬৭ পরিচালকমন্ডলী
০৭০ সভাপতির বিবৃতি
০৭৫ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন
০৭৭ কমিটিসমূহ

০৮২ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি অডিটরদের প্রতিবেদন

০৮৩ আর্থিক অবস্থার বিবরণ
০৮৪ কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
০৮৫ ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
০৮৬ নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
০৮৭ কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ
০৮৮ কনসলিডেটেড কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
০৮৯ কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
০৯০ কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
০৯১ হিসাবের টীকাসমূহ

১১৪ কোম্পানীর অবস্থানসমূহ
১১৫ লিন্ডে বাংলাদেশের সাইটস্
১১৬ কোম্পানীর পণ্যসামগ্রী ও সেবাসমূহ

আর্থিক ইতিবৃত্ত

		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
রেভিনিউ	টাকা'০০০	২,০০০,১৭২	২,৪৯৮,৫৮৩	২,৭৪২,৮১৭	৩,১৯৯,৩৭৫	৩,৭২৯,৭৫৪
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৩৫০,১৫৫	৪৫৭,৭৪০	৭৭২,৬১১	৯০৩,২৫৬	৯৪০,১৩৬
কর বরাদ্দ	"	৮৯,১৭১	১১৬,১০৬	১৮১,৯৭২	২৪১,৩২০	২৩০,৫৮৪
বিলম্বিত কর	"	-২,৬৬৭	-১৭,৭০৮	-১৯,২৩১	-৬,১৩২	২৮,০৩৭
আয়	"	২৬৩,৬৫১	৩৫৯,৩৪২	৬০৯,৮৭০	৬৬৮,০৬৮	৬৮১,৫১৫
প্রস্তাবিত লভ্যাংশ	"	১০৬,৫২৮	১১৭,১৮১	১১৭,১৮১	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদাণ	"	-	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	৩৮০,৪৫৭	৩৮০,৪৫৭
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল*	"	১,১৯৫,৯১৪	১,৩১২,৫৪৬	১,৬৬৬,১৭৭	১,৮২৩,১৪১	১,৯৯৩,০৪৮
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	৪৬,১৮১	৪৬,১৮১	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি*	"	১,৩৯৪,২৭৮	১,৫১০,৯১০	১,৮৩৮,৫৩৪	১,৯৯৫,৪৯৮	২,১৬৫,৪০৫
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,০০৪,১২১	৯৬১,১৭৮	৯২২,৭৩৫	১,০৪৩,৫৫২	১,২৩৮,৮৩৪
অবচয়	"	১৩৪,৩৮৬	১৩৫,৪৬৬	১৩৬,৩২১	১৩২,৭৬৯	১৩১,৯১৫
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	১৭.৩২	২৩.৬১	৪০.০৮	৪৩.৯০	৪৪.৭৮
পি ই রেশিও	"	১৯.০০	১১.০০	১২.০০	১৬.০০	১৪.০০
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	"	৭.০০	১৭.৭০	১৭.৭০	৩৫.০০	৩৫.০০
লভ্যাংশ	(%)	৭০	১৭৭	১৭৭	৩৫০	৩৫০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি*	টাকা	৯১.৬২	৯৯.২৮	১২০.৮১	১৩১.১৩	১৪২.২৯
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ	"	২২.১৬	২৫.১১	৬৮.৪১	৪৫.৪৫	৩৪.৫৭

রেভিনিউ

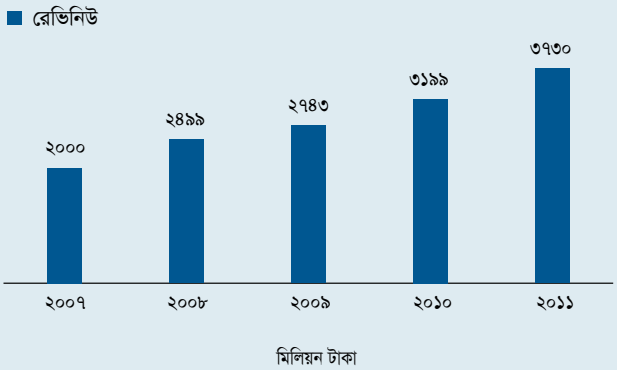

আয় ও লভ্যাংশ

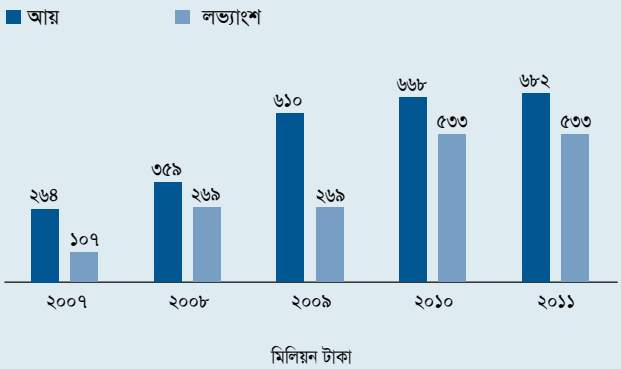

শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি

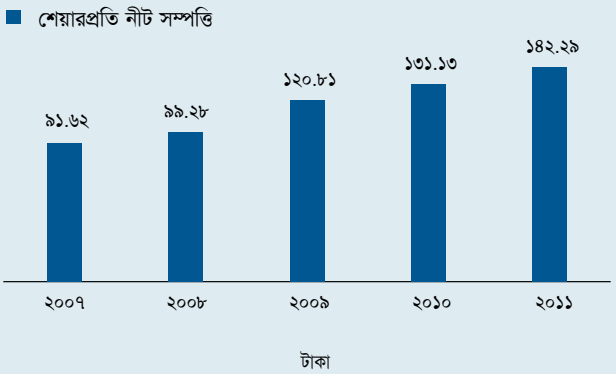

মূল্য আয়ের অনুপাত*

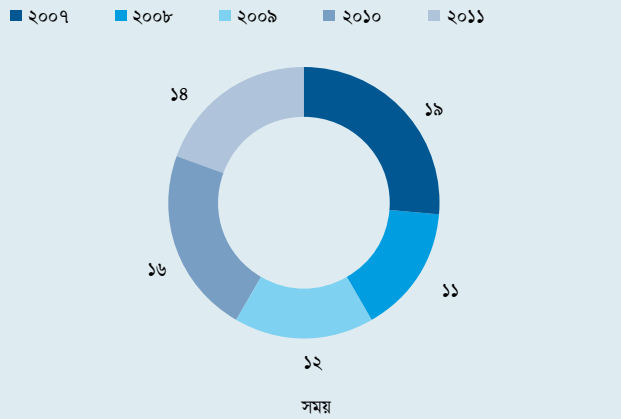

* উপস্থাপনের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবিত লভ্যাংশের সমন্বয় সাধন।

এক নজরে সারা বছর

		২০১১	২০১০	এর তুলনায় পরিবর্তন ২০১০
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৩,৭২৯,৭৫৪	৩,১৯৯,৩৭৫	১৬.৫৮%
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৯৪০,১৩৬	৯০৩,২৫৬	৪.০৮%
আয়	"	৬৮১,৫১৫	৬৬৮,০৬৮	২.০১%
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪৪.৭৮	৪৩.৯০	২.০১%

মূল্য সংযোজিত বিবরণ

	২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের			
		২০১১		২০১০
	টাকা ০০০	%	টাকা ০০০	%
মূল্য সংযোজন				
রেভিনিউ	৩,৭২৯,৭৫৪		৩,১৯৯,৩৭৫	
মালামাল ক্রয় এবং সেবাসমূহ	(২,১৪৩,৩৮৮)		(১,৭০৯,৬৩৮)	
	১,৫৮৬,৩৬৬		**১,৪৮৯,৭৩৭**	
অন্যান্য আয় ব্যাংকজমা বাবদ সুদসহ	৭৭,০৪৬		৮২,৯৪৬	
বিতরণযোগ্য	**১,৬৬৩,৪১২**	**১০০**	**১,৫৭২,৬৮৩**	**১০০**
বিতরণ				
কর্মচারীবৃন্দকে-পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা বাবদ	৪৩৮,৬৯৯	২৭	৪২১,২২৩	২৭
মূলধন সরবরাহকারীদেরকেঃ				
(ক) ঋণের উপর সুদ	৬,৩২১	-	১,৩৯৩	-
(খ) প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন ও চূড়ান্ত লভ্যাংশ	৫৩২,৬৪০	৩২	৫৩২,৬৪০	৩৪
সরকারকে কর, শুল্ক এবং অধিকর বাবদ	৪০৪,৯৬২	২৪	৩৪৯,২৩০	২২
পুনঃবিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য রক্ষিতঃ				
(ক) অবচয়	১৩১,৯১৫	৮	১৩২,৭৬৯	৮
(খ) সাধারণ সংরক্ষণ	১৪৮,৮৭৫	৯	১৩৫,৪২৮	৯
	১,৬৬৩,৪১২	**১০০**	**১,৫৭২,৬৮৩**	**১০০**

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১০ই মে ২০১২, রোজ বৃহস্পতিবার, সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে অফিসার্স ক্লাব, ২৬ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০-এ অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ

১. ৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ সমাপ্ত বছরের হিসাব, অডিটরদের এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
২. ৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।
৩. পরিচালক নির্বাচন।
৪. অডিটরদের নিয়োগদান ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব
০৮ই মার্চ ২০১২

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা-১২০৮

টীকাঃ

১. যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট ২০ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত কোম্পানীর সদস্য বহি কিংবা ডিপজিটরী বহিতে বৈধভাবে থাকবে তাদের হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহের জন্য উক্ত শেয়ার গ্রহীতা সাধারণ সভায় যোগদানের এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২. বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের যোগ্য সদস্য তার পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। নিজ অধিকারে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানে সক্ষম না হলে কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।
৩. যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রক্সি ফর্‌ম অবশ্যই ০৭ই মে ২০১২, সোমবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের মধ্যে কোম্পানীর রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

সচিব
এম নাজমুল হোসেন

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা-১২০৮

অডিটর
রহমান রহমান হক

ব্যাংকসমূহঃ
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোঃ লিঃ
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিঃ
সোনালী ব্যাংক লিঃ

আইন উপদেষ্টা
হক এ্যান্ড কোম্পানী
সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ্
এ্যান্ড এসোসিয়েটস

পরিচালকমন্ডলী

আইয়ুব কাদরি
২০১১ সাল হতে চেয়ারম্যান।

জনাব আইয়ুব কাদরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এম,এ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক এ্যাফেয়ার্সে-স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব কাদরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এর প্রশাসনিক একাডেমিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আই,এল,ও ইনিষ্টিটিউট জেনেভা, জাতিসংঘ ইনিষ্টিটিউট জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র ফিলিপাইনে, ইনিষ্টিটিউট অব পাবলিক সার্ভিস এবং ইউ,এস,এ,সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জনাব কাদরি ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে কর্মময় জীবন শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন; এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে স্থায়ী পদে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রনালয় গুলো হলোঃ শিল্প, পানি সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, খাদ্য, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন। তিনি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC) এর সভাপতি এবং পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (BRDB) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব কাদরি ২০০৫ সালে সরকারী চাকুরী হতে অবসর নেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাস হতে তিনি কেয়ার টেকার সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি একই বছরের ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন।

জনাব কাদরি বহু সরকারী, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও যৌথ-মালিকানাধীন কোম্পানী-এর বোর্ডের সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া তিনি বেসিক ব্যাংক লিঃ, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং (KAFCO), ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডিভেলাপমেন্ট কোং (IPDC) এবং বাংলাদেশ ইনিষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM)-এর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

ইরফান এস মতিন
২০১১ সাল হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি (বুয়েট), থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েশন করেন। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি বিওসিতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। জনাব মতিন কোম্পানীতে কর্মকালীন সময় বিভিন্ন গুরত্বপূর্ন উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন যার বেশীর ভাগটাই ছিল মার্কেটিং, বিক্রয়, কাস্টমার সার্ভিসেস, প্রকিউরমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশনস, কাস্টমার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস, ওয়েল্ডিং-অপারেশনস এবং প্রজেক্টস। তিনি ২০০৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

তিনি বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারস ইনষ্টিটিশন, ঢাকা-এর একজন আজীবন সদস্য।

বার্ণড হুগো ইউলিজ
২০১২ সালের মার্চ মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

জনাব বার্ণড হুগো ইউলিজ সিঙ্গাপুরস্থ দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া ভিত্তিক আঞ্চলিক ব্যবসায়ের ইউনিট হেড হিসেবে লিন্ডে গ্রুপ কর্তৃক নতুন মনোনয়ন প্রাপ্ত। তিনি এশিয়ার যে ১১টি দেশে লিন্ডে কোম্পানির দ্রুত বর্ধিষ্ণু ব্যবসায় দেখাশোনা করেন সেগুলো হলঃ বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

জনাব বার্ণড জার্মানীর কার্লশ্রুহে (karlsruhe) বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি ২০০৪ সালে জার্মানীস্থ লিন্ডে এজি কোম্পানিতে পূর্ব রিজিওনের হেড অব সেলস হিসেবে যোগদান করেন; সেখানে তিনি পূর্ব জার্মান অঞ্চলে বিক্রয় এবং এ্যাপ্লিকেশনস টেকনোলজির দায়িত্বে ছিলেন। লিন্ডে এজি কোম্পানিতে তার চার বছর কার্যকালে তিনি পূর্ব জার্মানীতে ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি সাধন করেন এবং লিন্ডে গ্রুপের জন্য ব্যাপক আকারের প্রকল্পসমূহে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৮ সালের এপ্রিলে বার্ণড প্যান গ্যাস এজি নামক সুইজারল্যান্ডস্থ লিন্ডে গ্রুপের একটি ইউনিটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ৩৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত প্যান গ্যাস কোম্পানি শিল্প গ্যাস এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে সুইজারল্যান্ডের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি।

২০১১ সালের অক্টোবরে বার্ণড দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে রিজিওনাল বিজনেজ ইউনিট হেড হিসেবে তার নতুন নিয়োগে যোগদান করার জন্য সিঙ্গাপুর গমন করেন।

লিন্ডে কোম্পানিতে তার কর্মজীবন শুরু হবার পূর্বে বার্ণড জার্মানীতে গ্যাস শিল্প কারখানায় সেলস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ও লজিস্টিক দায়িত্বে চার বছর অতিবাহিত করেন এবং আরো চার বছর জার্মানী, ইউকে এবং ফ্রান্সে এ.টি. কেয়ার্নে (AT Kearney) কোম্পানিতে কনসাল্টিং কাজের দায়িত্ব পালন করেন। কনসাল্টিং ফার্মটিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্টদের সাথে নির্মাণ, রিসাইক্লিং, টেলিকমিউনিকেশন এবং কেমিক্যাল খাতসমূহের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেন।

অধিকন্তু, তিনি নিম্নলিখিত কোম্পানির বোর্ডের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেনঃ লিন্ডে গ্যাস এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, লিন্ডে গ্যাস সিঙ্গাপুর প্রাইভেট লিমিটেড, লিন্ডে মালয়েশিয়া হোল্ডিংস বিএইচডি, লিন্ডে পাকিস্তান লিমিটেড।

ডেজাইরি বাচের
২০১২ সালের মার্চ মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

মিস ডেজাইরি বাচের লিন্ডে গ্রুপের একটি সহযোগী সংস্থা, লিন্ডে গ্যাস এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ফিন্যান্স এন্ড কন্ট্রোল বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পশ্চিমে পাকিস্তান হতে শুরু করে পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়া অবধি ১১টি দেশব্যাপী প্রসারিত লিন্ডে গ্রুপের ব্যবসায়ের ফিন্যান্স এন্ড কন্ট্রোল বিষয়ক কার্যক্রম দেখাশোনা করেন। সিঙ্গাপুরস্থ আঞ্চলিক সদর দপ্তরে তার কার্যালয় অবস্থিত।

মিস বাচের ১২ বছরেরও অধিককাল লিন্ডে গ্রুপের সাথে কর্মরত। তিনি ১৯৯৯ সালের অগাস্ট মাসে লিন্ডে ফিলিপাইনস কোম্পানিতে ফিন্যান্স কার্যক্রম বিভাগে প্রথমে ফিন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার হিসেবে যোগদান করেন। তারপর তিনি কমার্শিয়াল ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০০১ সালে ফিন্যান্স বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার হন। ২০০৩ সালে তিনি এশিয়া অঞ্চলের সার্ভিস কোয়ালিটি ম্যানেজার হিসেবে আঞ্চলিক দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে ফিলিপাইন হতে সিঙ্গাপুরে চলে আসেন; সেখানে তিনি সারবেইন্স অক্সলের ফিন্যান্স অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট-এর পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ সালে দ্যা বিওসি গ্রুপ এবং লিন্ডে এজি একীভূত হয়ে দ্যা লিন্ডে গ্রুপ গঠিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মিস বাচের দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের এ্যাকাউন্টিং এন্ড রিপোর্টিং ডাইরেক্টর-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১০ সালে তিনি পুনরায় ফিলিপাইনস্থ কার্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে তিনি দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার জন্য এ্যাকাউন্টিং সেন্টার অব এক্সেলেন্সের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ অঞ্চলের শেয়ার্ড সার্ভিস সেন্টারের ধারণা বাস্তবায়নের ভূমিকা রাখেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি তার বর্তমান পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং বর্তমানে সিঙ্গাপুরে তার কার্যালয় অবস্থিত।

মিস বাচের ম্যানিলাস্থ সেইন্ট স্কলাস্টিকাজ কলেজের মেগনা কাম লড (Magna cum Laude) হতে এ্যাকাউন্ট্যান্সিতে ব্যাচেলার অব সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ফিলিপাইনের একজন সার্টিফাইড পাবলিক এ্যাকাউন্ট্যান্ট।

শ্রিকুমার মেনন
২০১২ সালের মার্চ মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

জনাব শ্রিকুমার মেনন লিন্ডে গ্রুপের সদস্য কোম্পানি বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর কান্ট্রি হেড ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত। তিনি ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকায় ব্যবসায়ের ক্লাস্টার হেড হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি হেড অব ফিন্যান্স হিসেবে ২০০১ সালে বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ যোগদান করেন এবং ঐ বছরই কোম্পানির ফিন্যান্স ডাইরেক্টর হন। ২০০৮ সালে জনাব মেনন বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন এবং ২০১২ সালের জানুয়ারীতে ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার ক্লাস্টার হেড হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীলংকাস্থ কলম্বোতে শীলন অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেডের পাশাপাশি ভারতস্থ কোলকাতা ভিত্তিক লিন্ডে গ্লোবাল সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

নয়াদিল্লির মাথুরা রোডে অবস্থিত দিল্লি পাবলিক স্কুল হতে পড়াশোনা শেষ করে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হিন্দু কলেজ হতে ব্যাচেলর অব কমার্স-এ অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব মেনন ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া হতে চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৭৮ সালে বালমের লোরি এন্ড কোম্পানিতে ফিন্যান্স এক্সিকিউটিভ হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর হতে তিনি বেশ কতগুলো বড় মাপের ইন্ডিয়ান কর্পোরেশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালে বিওসি ইন্ডিয়াতে যোগদানের পূর্বে জনাব মেনন পিডিলাইট ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেডের ফিন্যান্স বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মেনন বেশ কতগুলো ব্যবসায়িক, পেশাদার ও সামাজিক সংস্থার কমিটির মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ইন্দো-জার্মান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রির একজন কাউন্সিল মেম্বার এবং গ্যাস ইন্ড্রাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও কমিটি মেম্বার।

মোঃ ফায়েকুজ্জামান
২০১০ সাল হতে পরিচালক।

জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICB)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট-এর সভাপতি।

তিনি বাংলাদেশ ইনিষ্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (BICM) - এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যও। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, ইন্ডাসট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভোলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোঃ লিঃ (IIDFC), বাংলাদেশ ডেভোলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ (BDBL), ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোঃ লিঃ (BATBC), গ্ল্যাক্সো স্মীথক্লাইন বাংলাদেশ লিঃ, রেনেটা লিঃ, এডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাসট্রিস লিঃ (ACI), ন্যাশনাল টি কোঃ লিঃ (NTC), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিঃ (CDBL), ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (DSE), দি ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংকারস বাংলাদেশ, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী অব বাংলাদেশ লিঃ (CRAB), ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ (CRISL) এবং এপেক্স ট্যানারী লিঃ-এর পরিচালক।

জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান ১৯৫৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি স্নাতক (সম্মান) এবং ব্যবস্থাপনাতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের ব্রাডফোর্ড-এর ব্রাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অর্থনীতি ইনষ্টিটিউটশন হতে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং, এপ্রাইজাল এবং ম্যানেজমেন্ট-এ পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছেন। জনাব জামানের ৩৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারমধ্যে বানিজ্যিক ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং-এ ২৬ বছরের। তিনি বর্তমান কর্মস্থলে আসার পূর্বে ২০০৭ সাল হতে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি তার পূর্বে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICB)-এর মহা ব্যবস্থাপক ছিলেন।

লতিফুর রহমান
২০০৬ সাল হতে পরিচালক।

জনাব লতিফুর রহমান ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সিইও যার বাৎসরিক বিক্রয় প্রায় ৩০ বিলিয়ন টাকা এবং কর্মরত এমপ্লয়ীদের সংখ্যা ১০,০০০-এর বেশী। ১৮৮৫ সালে চা গাছ রোপনের মাধ্যমে এই গ্রুপের উদ্ভব ঘটে।

এই গ্রুপের অধীন কোম্পানীসমূহ পানীয়, ইলেক্ট্রনিক্স, ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্যাদি,ফাস্ট ফুড, পরিবেশন, প্রিন্টেড মিডিয়া এবং চায়ের ব্যবসায় পরিচালনা করে এবং এ গ্রুপের কোম্পানীসমূহ হলো ট্রান্সকম বেভারেজ লিঃ, ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ, এসকেএফ বাংলাদেশ লিঃ, ট্রান্সকম ফুডস লিঃ, ট্রান্সকম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, মিডিয়াস্টার লিঃ, মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিঃ এবং টী হোল্ডিংস লিমিটেড। গ্রুপ রিলায়েন্স ইনসিওরেন্স লিঃ এবং ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেষ্টমেন্টস লিঃ-এর বেশীরভাগ স্টেকহোল্ডারের অধিকারী।

তিনি নেসলে বাংলাদেশ লিঃ, হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ এবং ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেষ্টমেন্টস লিঃ-এর চেয়ারম্যান।

জনাব রহমান বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ।

তিনি মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ড্রাষ্ট্রি, ঢাকা, ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ টী এসোসিয়েশন-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ছিলেন।

জনাব লতিফুর রহমান সরকারের অর্থ এবং বাণিজ্য নীতিমালা গঠনকারী বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ট্রেড বডি রিফর্মস কমিটি-এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম, ডব্লিউটিও-এর এ্যাডভাইজারী কমিটি, এক্সপোর্ট প্রমোশন-এর ন্যাশনাল কমিটি এবং জুট-এর কনসাল্টেটিভ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক (কেন্দ্রীয় ব্যাংক)-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

পারভীন মাহমুদ
২০১১ সালের মে মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

মিস পারভীন মাহমুদ ২০১১ সালে পরিচালকমণ্ডলীতে যোগদান করেন এবং বর্তমানে নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি বিওসি বাংলাদেশের পরিচালকমণ্ডলীতে যোগদানকারী প্রথম মহিলা সদস্য।

বাংলাদেশ ও ইউকেতে শিক্ষা গ্রহণকারী মিস মাহমুদ তার বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সাথে কাজ করেছেন এবং একজন পেশাদার চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। মিস মাহমুদ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উপ-ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পিকেএসএফ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় তহবিল যোগানদারী প্রতিষ্ঠান, যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জেন্ডার শক্তিশালীকরণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মিস পারভীন মাহমুদ ACNABIN চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর অংশীদার। তিনি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রথম মহিলা কাউন্সিল মেম্বার (২০০৭-২০০৯ এবং ২০১০-২০১৩ কাউন্সিল) তিনি ২০১১ সালের জন্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। তিনি সার্কের শীর্ষস্থানীয় এ্যাকাউন্টিং পেশাদারী সংস্থা সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব এ্যাকাউন্ট্যান্টস (এসএএফএ)-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রথম মহিলা সদস্য।

তিনি কনসালটেটিভ গ্রুপ অব সোশ্যাল ইন্ডিকেটরস, UNCTAD/ ISAR-এর একজন ওয়ার্কিং গ্রুপ মেম্বার। তিনি এসএমই ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশের ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি প্যানেলের একজন সদস্য ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন পাশাপাশি তিনি এসএমই উইমেন্স ফোরামের একজন কনভেনর ছিলেন।

তার বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্র হল, সুশাসন ও নারীর ক্ষমতায়ন উৎসাহিত করার মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধির সহায়ক দারিদ্র বিমোচন উদ্যোগসমূহ জোরালো করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

মিস মাহমুদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতে দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, এ্যাকশন এইড ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, মাইডাস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)। তিনি আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেন এডুকেশনাল প্রোগ্রাম (ইউসিইপি) বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এম নাজমুল হোসেন
২০১১ সাল হতে পরিচালক।

জনাব এম নাজমুল হোসেন পেশায় একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং শিল্প কারখানাতে তাঁর বহু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ১৯৮২ সালে কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং কোম্পানীতে পরিচালকমন্ডলীর সদস্য নিযুক্ত হবার পূর্বে বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কোম্পানী সচিবের দায়িত্বও পালন করছেন।

তিনি বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস-এর একজন সদস্য।

সভাপতির বিবৃতি

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

আপনাদের কোম্পানি 'লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আপনাদের স্মরণে রয়েছে যে, বিগত বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনারা দু'টো বড় ধরণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, যার প্রেক্ষিতে আপনাদের কোম্পানির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এর একটি হল জনাব এম সায়েদুজ্জামানের বিদায়, যিনি ২০ বছর আমাদের কোম্পনির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, আর অপরটি হচ্ছে জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়ার বিদায়, যিনি বহু বছর আমাদের কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ, নতুন টীমের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা ছিল খুব সরল ও স্বাভাবিক ঃ আপনারা চেয়েছিলেন, আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের ভাল কাজকে অব্যাহত রাখি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সদ্য সমাপ্ত হিসাব বছরে বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখেও আপনাদের কোম্পানির ব্যবসায়ে সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করার জন্য আমি আপনাদের সাথে আমার সুখানুভূতি ভাগাভাগি করতে পেরে আনন্দ বোধ করছি। ব্যবসায়ে সন্তোষজনক ফলাফলের পাশাপাশি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশের মাঝেও ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে পারার জন্য আসুন আমরা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাই।

আপনাদের কোম্পানির নাম পরিবর্তন বিগত বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লিন্ডে গ্রুপের বিশ্বব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং এক্সট্রাঅর্ডিনারি সাধারণ সভায় (EGM) গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ২০১১ সালের নভেম্বরে আপনাদের কোম্পানির নাম বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড হতে পরিবর্তিত হয়ে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলই এ পরিবর্তনকে বেশ ভালভাবে গ্রহণ করেছেন। আপনাদের কোম্পানি এর পুরোপুরি মালিকানাধীন একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে যা বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড নাম পরিগ্রহ করেছে। প্রধানত কোম্পানিটির সাবেক নামের সাথে যে সুনাম জড়িত রয়েছে তা সংরক্ষণ করার পাশাপাশি আপনাদের কোম্পানির আওতায় একে ধরে রাখা ও একটি গ্রুপ কাঠামোর কার্যক্রমের নমনীয়তা বজায় রাখার লক্ষ্যেও এটি করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বিগত অর্থবছরে (২০১১ সালে সমাপ্ত) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়া অনুকূল থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবার সময়োচিত সরবরাহ, ব্যয়সহনশীল সেচ ব্যবস্থা ও উৎপাদিত পণ্য উচ্চ মূল্যে সংগ্রহের সুবিধাসহ সরকারের তরফ হতে জোরালো সহযোগিতা প্রদানের ফলশ্রুতিতে কৃষিখাতে টানা দ্বিতীয় বছরও প্রভূত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। প্রস্তুতকৃত পোশাক খাতের ত্বরিৎ প্রবৃদ্ধির ফলে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। বাংলাদেশের নীট ওয়্যার ও ওভেন ফ্রেব্রিকস-এর নতুন বাজার সৃষ্টির পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেনারালাইজড্ সিস্টেম অব প্রেফারেন্স-এর আওতাধীন মৌলিক নীতিমালা বা রুলস্ অব অরিজিন শিথিল করার ফলে রপ্তানির ত্বরিৎ প্রসারের পথ সুগম হয়। জনগণের আয় বৃদ্ধি ও ব্যাংক ঋণের সহজলভ্যতার ফলে ঘরোয়া বাজারের উপর নির্ভরশীল শিল্পখাতে ব্যবসায় ভাল হয়েছে। বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য, জ্বালানি, ক্যাপিটাল মেশিনারি বা শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ফলে আমদানি খাত বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যালেন্স অব পেমেন্ট চাপের মুখে পড়ে। রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ ভাল হলেও বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ছিল কম।

ইউরোপে ঋণ সংকট অব্যাহত থাকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ধীরগতিতে মন্দা কাটিয়ে উঠার পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে যায়; ফলে পঞ্জিকা বছরের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনীতি চাপের মুখে পড়ে। সার্বিক আমদানির পরিমান হ্রাস পেলেও, বিদ্যুৎ স্বল্পতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে স্থাপিত ভাড়ায় চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির ফলে আমদানি বাবদ অর্থ পরিশোধের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ হতে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক শ্রমিক দেশের বাইরে কাজ পাওয়ার সুবাদে বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। টাকার অবমূল্যায়নের ফলেও বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতির উর্ধ্বমূখীতা বজায় ছিল।

শিল্প-ভিত্তিতে বৈচিত্র্য আনয়ন ও ক্রমবর্ধিষ্ণু শ্রম শক্তির জন্য আরো বেশি জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নির্মাণখাতের সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যুৎ, গ্যাস, সড়ক ও বন্দর সুবিধার স্বল্পতার ফলে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করা গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানি নির্ভর ভাড়ায় চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো সমস্যার সাময়িক সমাধান দিলেও উৎপাদন সামর্থ্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং প্রেরণ ও বিতরণ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ স্বল্পতার অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়সাশ্রয়ী সমাধান প্রয়োজন। প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতা বড় ধরণের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল; গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক গ্যাসের কার্যকর বিকল্প হিসেবে সহজলভ্য, ব্যয় অনুকূল ও পরিশোধিত প্রধান জ্বালানির ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ বাড়াতে হবে। সড়ক ও বন্দর সুবিধাসমূহও বৃদ্ধি করতে হবে। প্রযুক্তির প্রসার এবং অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আরো বেশি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে।

সামাজিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার পথে বড় ধরনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খাদ্যের মূল্য কিছুটা কমে এলেও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যসমূহের মূল্য অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত বাবদ বড় অংকের ভর্তুকির সাথে সার বাবদ বড় অংকের অর্থ ব্যয়ের কারণে একদিকে যেমন সরকারের বাজেটে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি অপরদিকে এর ফলে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানি খাতের অব্যাহত জোরালো বৃদ্ধি এবং রপ্তানি খাতে শ্লথ প্রবৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলের উপর চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরবরাহের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদার ফলেও মুদ্রার বিনিময় হারের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

কোম্পানীর ২০শে অক্টোবর ২০১১ অনুষ্ঠিত এক্সট্রাঅর্ডিনারী সাধারন সভায় পরিচালকবৃন্দ

কোম্পানীর ১২মে ২০১১ অনুষ্ঠিত ৩৮তম বার্ষিক সাধারন সভায় পরিচালকবৃন্দ

ব্যবসায়িক পরিবেশ ও আর্থিক সাফল্য

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে ভাল সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে ২০১১ সালের সূচনা হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর তেমন জোরালো বিরূপ প্রভাব ফেলেনি। অন্যান্য দেশগুলোতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে তা অপেক্ষা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ ভাল প্রতিভাত হয়েছে। বিদ্যুতের ট্যারিফ ও জ্বালানির মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে শিল্পজাত ও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ২০১১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সি এন্ড এফ-এর মূল্য বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের উর্দ্ধমূখী উঠানামার ফলে প্রধান কাঁচামালের আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় উপরোক্ত নিয়ামকসমূহের বিরূপ প্রভাব আরো বেড়ে যায়। পণ্য উৎপাদন ও শিল্প খাতে উর্ধ্বমূখী প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় ছিল। বিগত বছরের তুলনায় কাঁচামালের মূল্য বেশি ছিল। কাঁচামাল ও সেবাসমূহের ব্যয় বৃদ্ধির কারনে মূল্যবৃদ্ধি জনিত ব্যয়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য আপনাদের কোম্পানি প্রধান পণ্যগুলোর বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে গত বছরে কোম্পানির আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৭ শতাংশ; এর মধ্যে কোম্পানির কার্যক্রম বাবদ মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ এবং কর পরবর্তী মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে ২ শতাংশ। বাজারে প্রতিযোগিতার চাপ থাকায় বিপণন এবং কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের উপর মূল্যস্ফীতিজনিত ব্যয়ের প্রভাব মূল্য পুনঃনির্ধারনের মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়নি। কর আইনের পরিবর্তনের কারনে ২০১১ সালে কর বাবদ অধিকতর বেশি মাশুল প্রদান করতে হয়েছে যার ফলে কর পরবর্তী মুনাফা আরো হ্রাস পেয়েছে। ব্যাংকের সুদ হতে প্রাপ্ত অর্থ কোম্পানির আয়কে বৃদ্ধি করেছে।

আলোচ্য বছরের জন্য ২৫০ শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ বাবদ অর্থ পরিশোধের পাশাপাশি প্রধান কাঁচামাল বাবদ ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির তারল্যের সন্তোষজনক অবস্থা বজায় রাখার জন্য উক্ত বছরে চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোডের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল রুটাইল (rutile); নির্মাণ শিল্পে এর ব্যবহারের ফলে বিশ্ববাজারে এই পণ্যটির স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল। ভবিষ্যতের ঘাটতি পূরণের লক্ষে পরবর্তী ছয় মাসের চাহিদা বিবেচনা করে আগাম রুটাইল ক্রয় করা হয়েছে। অধিকন্তু, এমএস ওয়্যারের মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাশায় ভবিষ্যত ব্যয় সুবিধার লক্ষে অতিরিক্ত পরিমাণ এমএস ওয়্যার ক্রয় করা হয়। শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট লভ্যাংশ বাবদ অর্থ পরিশোধ, ভবিষ্যত ব্যয় সুবিধা পাওয়ার জন্য কাঁচামাল ক্রয় এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু ঘরোয়া চাহিদা পূরণ ও প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার লক্ষে বিভিন্ন বড় আকারের প্রকল্পে, বিশেষ করে এএসইউ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানায় ভবিষ্যত বিনিয়োগের জন্য সম্পদ সংরক্ষণের মাঝে সমতা বজায় রাখার মাধ্যমে আপনাদের কোম্পানির তারল্য সম্পদের সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষে আপনাদের বোর্ড ক্রমবর্ধিষ্ণু নগদ অর্থের অবস্থা ঘনিষ্টভাবে পরিবীক্ষণ করেছেন।

২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য পরিচালকবৃন্দ শেয়ার প্রতি ১০ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছেন। এতে লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত টাকার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫২,১৮২,৮০০ টাকা। অতএব শেয়ার প্রতি ২৫ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশসহ আলোচ্য বছরে লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত টাকার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৩২,৬৩৯,৮০০ টাকা এবং শতাংশ হিসেবে সামগ্রিক লভ্যাংশ দাঁড়াবে ৩৫০% টাকা। গত বছরেও সমপরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছিল।

ব্যবসায়ের সাফল্য সম্বন্ধে আরো ভাল উপলব্ধির জন্য ব্যবসায় তথ্যসমৃদ্ধ অংশ যেমনঃ বাল্ক, পিজি এন্ড পি (প্যাকেটজাত মালামাল ও পণ্য) এবং হসপিটাল কেয়ার-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বাল্ক

এই অংশে শিল্পজাত তরল গ্যাসের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। গত বছরের তুলনায় ব্যবসায়ের এই দিকটিতে সাফল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত পরিবেশ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে জাহাজভাঙ্গা শিল্পে অস্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকায় ২০১১ সালে তরল অক্সিজেন ব্যবসায় ভাল হয়নি। জাহাজ আমদানির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অনাপত্তিনামা (NOC) সংগ্রহ করার আবশ্যকতার ফলে বিগত বছরব্যাপী জাহাজভাঙ্গা শিল্পে তরল অক্সিজেনের চাহিদা হ্রাস পায়। জাহাজভাঙ্গা ও জাহাজ রিসাইক্‌ল আইন ২০১১ বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ার ফলেও জাহাজভাঙ্গা ব্যবসায়ের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। স্টেইনলেস স্টীল তৈরি ও ফেব্রিকেশন শিল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ২০১১ সালে আর্গন গ্যাসের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে দুটি নতুন কোম্পানির সাথে সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে গত বছরের তুলনায় তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বিক্রয় পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন পরিশোধনের ফলে আলোচ্য বছরে তরল নাইট্রোজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

পিজি এন্ড পি (প্যাকেটজাত মালামাল ও পণ্য)

এই অংশে শিল্পজাত কমপ্রেসড গ্যাস ও ওয়েল্ডিং পণ্যের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। গত বছরের তুলনায় এই খাতে ব্যবসায়িক সাফল্য ছিল ২২ শতাংশ বেশি। মাইল্ড স্টীল ইলেক্ট্রোড ছিল ব্যবসায়ের এই খাতের মূল চালিকা শক্তি, যার প্রবৃদ্ধি ছিল গত বছরের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেশি। প্রতিযোগিদের হাতে বাজার হারানোর পাশাপাশি গ্রাহকবৃন্দের পছন্দনীয় উচ্চতর ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সিলিন্ডারের ঘাটতি থাকার ফলে বিগত বছরে কমপ্রেসড শিল্পজাত অক্সিজেন ব্যবসায় ১৪ শতাংশ কম হয়েছিল। জাহাজভাঙ্গা খাতের কার্যক্রম হ্রাস পাওয়ার ফলেও কমপ্রেসড শিল্পজাত অক্সিজেনের ব্যবসায়ের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এই খাতে অধিকতর বিক্রয় ধরে রাখার ক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্পজাত গ্যাসের বিক্রয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শেয়ারহোল্ডারগণ ২০১১ সালে মে মাসে কোম্পানীর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায়

কোম্পানীর ২০শে নভেম্বর ২০১১ অনুষ্ঠিত ব্র্যান্ড লন্স অনুষ্ঠান

হসপিটাল কেয়ার

হসপিটাল কেয়ার ব্যবসায়ের জন্য ২০১১ সাল ছিল একটি খারাপ বছর। মেডিক্যাল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড সরবরাহের বাজারে প্রতিযোগিতার কারণে হসপিটাল কেয়ার ব্যবসায়ের উপর বেশ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও সিলিন্ডার ব্যবসায়ে আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও কম হয়। অবশ্য, মেডিক্যাল পাইপ লাইনের ব্যবসায়ের পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে মেডিক্যাল অক্সিজেনের নতুন গ্রাহক প্রাপ্তি সরকারি চুক্তি হাতছাড়া হওয়ার ফলে উদ্ভূত ক্ষতি কমিয়ে আনায় সহায়ক হয়েছে।

উন্নয়ন

একটি বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবেশে আপনাদের কোম্পানি গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন গ্যাস প্ল্যান্টের সামর্থ্য ব্যবহার ছিল গত বছরের কাছাকাছি। ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড ফ্যাক্টরির তৃতীয় লাইনটি ২০১১ সালের ১৯ মে হতে উৎপাদনে গিয়েছে। ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড ফ্যাক্টরি দিনে তিন শিফটে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আমরা আপনাদেরকে সর্বশেষ যে তথ্য জানাতে চাই তা হল ইলেক্ট্রোড ফ্যাক্টরীর উৎপাদন সামর্থ্য বৃদ্ধি করার লক্ষে রূপগঞ্জে আরেকটি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মানাধীন রয়েছে। এর ফলে ইলেক্ট্রোড উৎপাদন সামর্থ্য প্রতি বছর আরো ৭,৭০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পাবে। আপনাদের কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের জন্য নতুন ধরনের সমাধানের পাশাপাশি সর্বোত্তম প্রযুক্তি যোগান দিতে বদ্ধপরিকর।

নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম

লিন্ডে গ্রুপের অন্যান্য স্থানের কার্যক্রমের মতই এই কোম্পানিতে আমাদের সকল স্টেকহোল্ডার, বিশেষত আমাদের কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ ও গ্রাহকদের জন্য নিরাপত্তা হল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি বিষয়। ২০১১ সালে আপনাদের কোম্পানি তার নিরাপত্তা সূচকের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে এবং পিছিয়ে পড়া সুচকগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে; এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল তিনটি বড় দুর্ঘটনা, যাদের একটি ঘটেছিল উৎপাদন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং অপর দুটি ঘটেছিল পরিবহন কার্যক্রম পরিচালনার সময়। পরিবহন কার্যক্রম এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ নেই অথবা নেই বিগত সাফল্যের উপর নির্ভর করার সুযোগ। আপনাদের কোম্পানি এর বড় সাইটগুলোতে সপ্তাহব্যাপী রোড শো-এর আয়োজন করেছে; সেখানে আঞ্চলিক কার্যালয় এবং কান্ট্রি লিডারশিপ টিম হতে সিনিয়র ম্যানেজারদের নিয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মহোদয় কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন। পরিবহন দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে এবং গাড়িচালকের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষে গণপরিবহনের গাড়ি চালকদের জন্য কোম্পানি পরিবহন নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ কর্মসূচির আয়োজন করে। এই কর্মসূচিতে দুই দফায় ১৮০ জন গাড়িচালককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বড় দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনার পাশাপাশি নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি করার লক্ষে "লিড সেইফ", "সাইট সেইফ", "এ্যাক্ট সেইফ" কর্মসূচিসমূহ এবং গোল্ডেন রুল অব সেইফটি বিষয়ক কার্যক্রম আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারিসমূহ ও গ্রাহকগণ যে সমস্ত বড় লোকেশনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সেই সমস্ত লোকেশনে পরিচালনা করা হয়।

মানব সম্পদ

কোম্পানির সকল পর্যায়ে সারা বছরব্যাপী চমৎকার কর্মপরিবেশের পাশাপাশি শিল্প কারখানায় শান্তি বজায় ছিল। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কার্যকর উৎপাদনশীলতার পূর্বশর্ত হল বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা ও পদ্ধতি। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উন্নয়নের উপর অব্যাহত গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি ই-লীভ ব্যবস্থা, এমপ্লয়ি সেলফ সার্ভিস (ESS) ও ম্যানেজার সেলফ সার্ভিস (MSS)-বিষয়ক গ্রুপ কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; স্থানীয় এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরিচালিত বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজনও অব্যাহত থাকে। এ্যালাইনড্ কর্পোরেট আইডেন্টিটি প্রোগ্রাম বিষয়ক বৈশ্বিক নির্দেশনার আওতায় আপনাদের কোম্পানি বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড হতে পরিবর্তিত হয়ে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড নাম পরিগ্রহ করে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রণোদনা ও কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এক্সেলেন্স এ্যাওয়ার্ড, স্পট রিকগনিশন, কী এমপ্লয়ি বোনাস স্কীম এবং সেকেন্ডমেন্ট প্রোগ্রামস টু আদার কান্ট্রিজ-এর মত বিভিন্ন কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তথ্য সেবাসমূহ

আমাদের তথ্য সেবা (IS) বিভাগ লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-কে একটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সংস্থায় (HPO) পরিণত হওয়ার পাশাপাশি ASSERT প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ২০১১ সালে আপনাদের কোম্পানি ই-মেইল ব্যবস্থা (MS Exchange) হতে লোটাস নোটস- এ প্রচলন করার মাধ্যমে আমাদের বৈশ্বিক অংশীদারদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষে আমাদের ম্যাসেজিং প্ল্যাটফর্মে বড় ধরণের পরিবর্তন সাধন করেছে। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে কার্যকর সহযোগিতার পাশাপাশি আরো বেশি পারস্পরিক যোগাযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা, যা বর্তমানের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজন।

২০১১ সালে আমাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বড় ধরণের ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস চালান হয়। ২০১১ সালে আগস্ট মাসে চালু হওয়া আট মাসব্যাপী এই প্রয়াসের মাধ্যমে SAP R/3 ভিত্তিক আমাদের এন্টারপ্রাইজ এ্যাপ্লিকেশন পরিবর্তন করে SAP ECC6 ভিত্তিক অভিন্ন আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্ম প্রচলন করা হয়। পুরো দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে রিজিওনাল সিস্টেম চালু করা হয়। সিস্টেমের এই পরিবর্তন আমাদের ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বোত্তম বৈশ্বিক চর্চার প্রচলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ২০১২ সালের ১লা এপ্রিল এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের গতি বাড়াতে আমাদের দূরবর্তী সাইটগুলোর মধ্যে ছয়টি WAN-ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। আমরা http://www.linde.com.bd ঠিকানায় পরিবর্তিত ব্র্যান্ড শিরোনাম হিসেবে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট চালু করেছি। স্থানীয় কিছু কিছু কার্যক্রম রিজিওনাল সিস্টেমে স্থানান্তর করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হল ICR ভিত্তিক প্রোডাকশন ডাটা ক্যাপচারিং সিস্টেম, যা অঞ্চলব্যাপী একটি সম্ভাবনাময় সর্বোত্তম চর্চা হিসেবে স্বীকৃত।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

লিন্ডে গ্রুপ-এর অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা টীম তাদের বাছাইকৃত ক্ষেত্রগুলোতে বেশ কতগুলো নিরীক্ষা পরিচালনা করেছেন। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং পরবর্তীতে গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা হয় এবং নিরীক্ষা কমিটিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। ডাটা ক্যাপচারিং-এর জন্য ব্যবহৃত এ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার পুরোপুরিভাবে সমন্বিত, যা কেবল একটি পদ্ধতিগতভাবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য ডাটা ক্যাপচার করে না, বরং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হিসাবরক্ষণ ও বাজেট সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা বা উপাত্ত সরবরাহ করে, যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। মানসম্মত চর্চার মাধ্যমে হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আনয়ণের লক্ষ্যে কোর এ্যাকাউন্টিং ও ডাটা প্রসেসিং কার্যক্রম ফিলিপাইনের এ্যাকাউন্টিং সেন্টার ফর এক্সেলেন্স-এ (ACE) স্থানান্তর করা হয়েছে, যা ২০১১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হতে কার্যকর হয়েছে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়দায়িত্বসমূহ (সিএসআর)

RSE কর্পোরেট দায়-দায়িত্ব বিষয়ক কর্মসূচি "HELP"-এর (স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষা) নির্দেশনার আওতায় বৃক্ষরোপন, শহরের স্কুলে কম্পিউটার দান, আন্তঃজেলা মহাসড়কে চলাচলকারী বাস ড্রাইভার ও হেলপারদের জন্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন সম্পর্কিত আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে এনেছে। কোম্পানির আরেকটি কর্মসূচি হল ব্যবস্থাপনা ও লিডারশিপ সম্পর্কিত দক্ষতা অর্জন করার লক্ষে শিক্ষানবীশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় হতে সদ্য স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ওয়েল্ডিং পণ্য নিয়ে কাজ করে এমন ব্যক্তিদের এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহির্ভূত স্টাফদের মেধাবী শিশুদের কোম্পানি বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

বোর্ড বিষয়ক

আমরা সর্বশেষ যখন সভায় মিলিত হয়েছিলাম তখন বোর্ডের গঠন যেরকম ছিল আলোচ্য বছরেও সেরকমই ছিল; তবে ব্যতিক্রম এই যে, আমরা জনাব সঞ্জীভ লাম্বা, জনাব বিনোদ পাটোয়ারী ও জনাব লী বন হিয়ানকে হারিয়েছি, যারা ছিলেন লিন্ডে গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত পরিচালক এবং তাঁরা পাঁচ বছর ও তিন বছর করে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব লাম্বা, জনাব পাটোয়ারী এবং জনাব লী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বে পরিবর্তনের ফলে বোর্ড হতে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আজ সভায় উপস্থিত আমাদের সকলের পক্ষ হতে এবং আমার নিজের পক্ষ হতে আমি জনাব লাম্বা, জনাব পাটোয়ারী ও জনাব লী-র প্রতি কোম্পানিতে তাঁদের মূল্যবান অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তাদের স্থলে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের লিন্ডে গ্রুপের প্রধান জনাব বার্নড হুগো ইউলিটজ, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অর্থায়ন ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান মিস ডেজাইরী বাচের এবং ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার ক্লাস্টার হেড জনাব শ্রিকুমার মেনন গ্রুপ মনোনীত পরিচালক হিসেবে বোর্ডে যোগদান করেছেন। আসুন আমরা সবাই তাদেরকে স্বাগত জানাই। আমরা কোম্পানিতে তাদের মূল্যবান অবদানের প্রত্যাশায় রইলাম।

তেজগাও ফ্যাক্টরিতে ২০শে নভেম্বর ২০১১ ব্র্যান্ড লন্স-গ্রুপ ফটো

লিন্ডে এমপ্লয়িদের ২০শে নভেম্বর ২০১১ ব্র্যান্ড লন্স অনুষ্ঠানে যোগদান

ভবিষ্যত সম্ভাবনা

এশিয়ার সকল দেশের জন্য সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয়। বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশ সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ঘটছে যার ফলে পরবর্তী দশকের মধ্যে এটি একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছে। আমাদের বিশাল মানব সম্পদ রয়েছে যা ধীরে ধীরে অদক্ষ শ্রমশক্তি হতে দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এবং এই কর্মশক্তি আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শক্তি যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সংক্রান্ত আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে সহায়তা করতে পারে। আঞ্চলিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ বাংলাদেশের জন্য ব্যবসায়ের নতুন নতুন সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে। পাশাপাশি এক্সপ্রেসওয়ে এবং বিশেষত বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের উদ্যোগের মত বড় আকারের প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম আপনাদের কোম্পানির জন্য ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। "প্রজেক্ট এ্যাসার্ট" নামক গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ইতোমধ্যে সূচিত হয়েছে, যা আপনাদের সংস্থার মান বৃদ্ধি করেছে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ধীরগতিতে কাটিয়ে ওঠা এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর, বিশেষ করে খাদ্য ও জ্বালানি মূল্য, প্রবাসে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (FDI) উপর এর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও আমি দেশের ব্যবসায় পরিবেশের উন্নতির ব্যাপারে আশাবাদী। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়াস চালাচ্ছেন। আপনাদের কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের ফলে উদ্ভূত সুবিধা কাজে লাগানোর ব্যাপারে যথেষ্ট প্রস্তুত রয়েছেন।

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

বোর্ড সদস্য ও শেয়ারহোল্ডারগণকে তাঁদের সমর্থনের জন্য এবং কোম্পানির সাফল্য অর্জন সম্ভব করে তোলার জন্য কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমরা সাফল্যের জন্য আমাদের গ্রাহক, সরবরাহকারী, ব্যাংকের কর্মকর্তা, সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহের নিকট ঋণী। আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁদের এই অবদান স্বীকার করি।

ধন্যবাদ,

আইয়ুব কাদরি
০৮ মার্চ ২০১২

পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

পরিচালকমণ্ডলী ২০১১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পনির নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত।

কোম্পানি শিল্প ও চিকিৎসা খাতে ব্যবহৃত গ্যাস, ওয়েল্ডিং যন্ত্রপাতি ও পণ্য এবং কিছু কিছু চিকিৎসা পণ্য ও সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে দেশের প্রধান সরবরাহকারী হিসেবে তার অবস্থান অক্ষুণ্ন রেখেছে।

ব্যবসা কার্যক্রম

গত বছর কোম্পানির প্ল্যান্টসমূহের যে উৎপদন ক্ষমতা ছিল তা দ্বারা শিল্পে ব্যবহৃত প্রধান গ্যাসমূহের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে বিধায় বছরটিতে কোম্পনির ব্যবসা কার্যক্রম বড় ধরনের কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। সবগুলো প্ল্যান্টই সাবলীলভাবে চলেছে তবে, ASU প্ল্যান্ট ও ইলেক্ট্রোড প্ল্যান্টস-এ রক্ষণাবেক্ষণের কিছু রুটিন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১১ সালের ১৯শে মে হতে ইলেক্ট্রোড প্ল্যান্ট-এর তৃতীয় লাইনটি চালু করা হয়েছে। তখন হতে এতে দিনে তিন শিফটে কার্যক্রম চলছে। ২০১১ সালের ১৯শে নভেম্বর হতে কার্যকর হওয়া গ্রুপ সুপারিশ অনুযায়ী নিরাপত্তার কারণে নাইট্রাস অক্সাইড প্ল্যান্টের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বছরের শেষ চতুর্থাংশ হতে নাইট্রাস অক্সাইড আমদানি করা হচ্ছে।

এমএস ইলেক্ট্রোডের বর্ধিষ্ণু চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে রূপগঞ্জে ৭,৭০০ মেট্রিক টন বার্ষিক সামর্থ্য সম্পন্ন আরেকটি উৎপাদন লাইন স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। ২০১২ সালের শেষ চতুর্থাংশ হতে প্ল্যান্টটি চালু হবে বলে আশা করা যায়। কোম্পানি বাৎসরিক ২৫ হাজার রিম উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি এ্যাব্রেসিভ ক্লথ প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেছে। ২০১২ সালের প্রথম চতুর্থাংশ হতে এ্যাব্রেসিভ ক্লথ প্ল্যান্ট কার্যক্রম শুরু করেছে।

আর্থিক ফলাফল

কোম্পানির অর্জিত বিক্রয় বা ব্যবসায় ১৭% বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ববর্তী বছরের ৩,১৯৯,৩৭৪,৬৪৭ টাকা হতে আলোচ্য বছরে দাঁড়িয়েছে ৩,৭২৯,৭৫৪,৩৫৭ টাকায়। এ বৃদ্ধি ঘটেছে মূলত এমএস ইলেক্ট্রোডের বিক্রয় বৃদ্ধির কারণে।

২০১১ সালে কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ। কাঁচামালের আমদানি ব্যয়ের বৃদ্ধির ফলে মুনাফা কিছু হ্রাস পেয়েছে। অর্থনীতিতে উচ্চ মাত্রার মুদ্রাস্ফীতির কারণে কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য বছরে অবসরে যাওয়া সিনিয়র ব্যবস্থাপনা স্টাফদের এককালীন অর্থ পরিশোধ, সন্দেহজনক দেনা পরিশোধ ব্যবস্থা এবং কোম্পানির নাম পরিবর্তন বাবদ ব্যয় এর কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ ব্যয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কোম্পানির কর পূর্ব মুনাফা সর্বকালের সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌঁছে হয়েছে ৯৪০,১৩৫,৭৯৫ টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যা ছিল ৯০৩, ২৫৬,৪৪৬ টাকা। ইলেক্ট্রোড খাত করপূর্ব মুনাফার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ফিক্সড ডিপোজিট হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ আয়ও করপূর্ব মুনাফার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা

গত বছর চলতি মূলধনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক ছিল। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় গত বছর কোম্পানির হাতে এবং আমদানী পথে অধিক পরিমাণে ওয়েল্ডিং কাঁচামাল থাকায় এই কাঁচামালের মজুদ ৮২% বৃদ্ধি পায়। বাজারে ইলেক্ট্রোডের বর্ধিষ্ণু চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে কাঁচামালের অপেক্ষাকৃত বেশি মজুদ রাখা হয়। অপেক্ষাকৃত বেশি মজুদের আরেকটি কারণ হল, বৈশ্বিক বাজারে রুটাইলের ঘাটতি থাকায় এর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে রুটাইল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারি হাসপাতাল হতে বকেয়া ঋণ পরিশোধ করার ফলে বিগত বছর ঋণগ্রহীতার বকেয়ার মাত্রা হ্রাস পায়। অতিরিক্ত নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমমূল্যের সম্পত্তি ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে তফসিলি ব্যাংকে সারা বছরব্যাপী গচ্ছিত রাখা হয়েছে। উচ্চতর লভ্যাংশ বাবদ অর্থ পরিশোধ, মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি ও পণ্য তালিকা বৃদ্ধি বাবদ ব্যয়ের ফলে নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমমূল্যের সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেলেও ফিক্সড ডিপোজিট হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ আয় বিগত বছরের তুলনায় ১০% বেশি ছিল।

লভ্যাংশ

আলোচ্য বছরের জন্য শেয়ার প্রতি ২৫.০০ টাকা (২৫০%) অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ ৩৮০,৪৫৭,০০০ টাকা। অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ গত বছরের অনুরূপ।

পরিচালকমণ্ডলী আলোচ্য বছরের জন্য, বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে, শেয়ার প্রতি ১০.০০ (১০০%) টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছেন, যার মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ ১৫২,১৮২,৮০০ টাকা (২০১০ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৫২,১৮২,৮০০ টাকা)। সে অনুসারে আলোচ্য বছরের জন্য শেয়ার প্রতি মোট লভ্যাংশ দাঁড়াবে ৩৫০% এ। এবং লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত মোট অর্থের পরিমাণ হবে ৫৩২,৬৩৯,৮০০ টাকা (২০১০ সালের জন্য যা ছিল ৫৩২,৬৩৯,৮০০ টাকা)।

সংরক্ষিত তহবিল

পরিচালকমণ্ডলী আলোচ্য বছরে অর্জিত মুনাফা থেকে ৬৮১,৫১৫,৬০৯ টাকা সাধারণ সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাব করেছেন। অবসর ভাতা বাবদ অর্থ পরিশোধের পর একচুয়ারিয়াল লাভ ও ক্ষতি বিষয়ক এ্যাকাউন্টে ২১০,৩২,৮৮৭ টাকা অতিরিক্ত হওয়ায় তা সাধারণ সংরক্ষিত তহবিলে অবমুক্ত করা হয়েছে।

পরিচালকবৃন্দ

কোম্পানির বর্তমান পরিচালকবৃন্দের নাম এই প্রতিবেদনের ০৬৭ পৃষ্ঠা থেকে ০৬৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জনাব আইয়ুব কাদরি, মিস ডেজাইরী বাচের এবং জনাব লতিফুর রহমান কোম্পানি সংঘবিধির ৮১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবসরগ্রহণ করেছেন।

জনাব আইয়ুব কাদরি, মিস ডেজাইরী বাচের এবং জনাব লতিফুর রহমান, যোগ্য বিধায়, পুনঃনিয়োগ পাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

কর্পোরেট শাসনব্যবস্থা

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিজ্ঞপ্তি নম্বর SEC/CMRRCD/2006-158/Admin/02-08, তারিখ ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর উপর নিয়ন্ত্রণমূলক/আইনগত তথ্যাদি প্রদান করা হয়।

পরিচালকবৃন্দ এই মর্মে প্রতিবেদন প্রদান করেন যেঃ

- কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী কোম্পানীর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সার্বিক অবস্থা, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থের প্রবাহ এবং ইক্যুইটির পরিমাণ পরিবর্তন- এই সকল বিষয়ে একটি সঠিক ও নিরপেক্ষ চিত্র তুলে ধরেছে ।
- আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ বই সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে এবং হিসাবরক্ষণ বিষয়ক আনুমানিক হিসাবাদি ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং বিজ্ঞজনোচিত।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ বাংলাদেশে প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ বিধি (আইএএস)-এর মান ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিকল্পনাগতভাবে ছিল সুষ্ঠু ও সঠিক, এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি এর পরিবীক্ষণও করা হয়েছে।
- একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানীর টিকে থাকার সামর্থ্য নিয়ে উখেল্লযোগ্য কোন সন্দেহ বা সংশয় নেই।
- পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলের তুলনায় আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের বিষয়গুলো হিসাবরক্ষণ বিষয়ক উপস্থাপনা ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ববর্তী তিন বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক বিষয়ক প্রধান প্রধান উপাত্তসমূহ, বোর্ডের সভা সংক্রান্ত তথ্য, নিরীক্ষা কমিটির সভাসমূহ সম্বন্ধে তথ্য, শেয়ারহোল্ডিং-এর ধরণ, ও আইনগত নির্দেশনা পালন বিষয়ক প্রতিবেদন পরিশিষ্ট ১ হতে ৪-এ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষক নিয়োগ

কোম্পানীর Statutory অডিটর্স KPMG, এর সদস্য রহমান রহমান হক, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অবসর গ্রহণ করবেন অত্র বার্ষিক সাধারণ সভাতে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিজ্ঞপ্তি নম্বর SEC/CMRRCD/2009-193/104/Admin, তারিখ ২৭ জুলাই, ২০১১ অনুযায়ী কোন অডিট ফার্ম কোন কোম্পানীর পরপর তিন বছর এর বেশী Statutory অডিটর হিসেবে থাকতে পারবে না। ১৯৭৬ সাল হতে রহমান রহমান হক কোম্পানীর Statutory অডিটর্স হিসেবে কাজ করছেন। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ এর আদেশের বলে কোম্পানীতে নতুন Statutory অডিটর্স নিয়োগের প্রয়োজন অত্যাবশ্যকিয় হয়ে পড়েছে। হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড - এর Statutory অডিটর্স হিসেবে নিয়োগে পাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। পরিচালনা পর্ষদ ২০১২ সাল এবং যাহা পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত তাদের নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করেছেন (বার্ষিক সাধারণ সভাতে শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদন সাপেক্ষে) ফি বাবদ ৪,৭৫,০০০ টাকা।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে,
০৮ মার্চ ২০১২

ইরফান এস মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আইয়ুব কাদরি
পরিচালক ও সভাপতি

কমিটিসমূহ

অডিট কমিটি

সভাপতি	মিস পারভীন মাহমুদ	পরিচালক
সদস্য	মিস ডেজাইরি বাচের	পরিচালক
সদস্য	জনাব শ্রিকুমার মেনন	পরিচালক
সদস্য	জনাব লতিফুর রহমান	পরিচালক
সচিব	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন	পরিচালক
	জনাব ইন্দ্রজিত মিত্র	কান্ট্রি প্রধান, ইন্টারনাল অডিট ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশ, ইন্টারনাল অডিট এশিয়া/প্যাসিফিক

কান্ট্রি লীডারশীপ টীম

সভাপতি	জনাব ইরফান এস মতিন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সদস্য	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন	ফিন্যান্স ডিরেক্টর এবং কোম্পানী সচিব
সদস্য	জনাব ফিরোজ এ সিদ্দিকী	হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস
সদস্য	জনাব আবু শায়ের	ম্যানেজার,আই এস
সদস্য	জনাব ইফতেখার করিম	হেড অব সাপ্লাই
সদস্য	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন	ম্যানেজার, শিকিউ

পরিশিষ্ট ১

২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ববর্তী তিন বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক প্রধান প্রধান উপাত্তসমূহ

আর্থিক ইতিবৃত্ত

		২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
রেভিনিউ	(টাকা'০০০)	২,৪৯৮,৫৮৩	২,৭৪২,৮১৭	৩,১৯৯,৩৭৫	৩,৭২৯,৭৫৪
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৪৫৭,৭৪০	৭৭২,৬১১	৯০৩,২৫৬	৯৪০,১৩৬
কর বরাদ্দ	"	১১৬,১০৬	১৮১,৯৭২	২৪১,৩২০	২৩০,৫৮৪
বিলম্বিত কর	"	(১৭,৭০৮)	(১৯,২৩১)	(৬,১৩২)	২৮,০৩৭
আয়	"	৩৫৯,৩৪২	৬০৯,৮৭০	৬৬৮,০৬৮	৬৮১,৫১৫
লভ্যাংশ	"	১১৭,১৮১	১১৭,১৮১	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	৩৮০,৪৫৭	৩৮০,৪৫৭
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	"	১,৩১২,৫৪৬	১,৬৬৬,১৭৭	১,৮২৩,১৪১	১,৯৯৩,০৪৮
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	৪৬,১৮১	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	"	১,৫১০,৯১০	১,৮৩৮,৫৩৪	১,৯৯৫,৪৯৮	২,১৬৫,৪০৫
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	৯৬১,১৭৮	৯২২,৭৩৫	১,০৪৩,৫৫২	১,২৩৮,৮৩৪
অবচয়	"	১৩৫,৪৬৬	১৩৬,৩২১	১৩২,৭৬৯	১৩১,৯১৫
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	২৩.৬১	৪০.০৮	৪৩.৯০	৪৪.৭৮
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	"	১৭.৭০	১৭.৭০	৩৫.০০	৩৫.০০
লভ্যাংশ	(%)	১৭৭	১৭৭	৩৫০	৩৫০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	টাকা	৯৯.২৮	১২০.৮১	১৩১.১৩	১৪২.২৯
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ	"	২৫.১১	৬৮.৪১	৪৫.৪৫	৩৪.৫৭

পরিশিষ্ট ২

শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন

পরিচালকবৃন্দের নামঃ			হোল্ডিংস
	২০০৯	২০১০	২০১১
জনাব আইয়ুব কাদরি -সভাপতি (জনাব এম সাইদুজ্জামান-এর স্থলে সভাপতি হিসেবে ২০১১ সালের মে মাসে যোগদান করেন)	১০	১০	১০
জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন- প্রধান নির্বাহী অফিসার (জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া OBE -এর স্থলে প্রধান নির্বাহী অফিসার হিসেবে ২০১১ সালের মে মাসে যোগদান করেন) এবং	১২	১২	১২
স্ত্রী (ফলিও # এন০০১৮)	১২	১২	১২
জনাব লতিফুর রহমান (স্বতন্ত্র পরিচালক)	১০	১০	১০
জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন - প্রধান ফাইনান্সসিয়াল অফিসার এবং কোম্পানী সচিব	৩	৩	৩
মিস পারভীন মাহমুদ(স্বতন্ত্র পরিচালক-২০১১ সালের মে মাসে যোগদান করেন)	-	-	৫০
নির্বাহীবৃন্দের নামঃ			
জনাব মোহাম্মদ আবু শায়ের	৩৭	৩৭	৩৭
স্ত্রী (ফলিও # এফ০৩৩৫)	১০০	১০০	১০০
১০% বা তার চেয়ে বেশী শেয়ারহোল্ডিং			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮

পরিশিষ্ট ৩

বোর্ড সভাসমূহ

এ সময়ে বোর্ড ৫ বার সভাতে মিলিত হন।

	পরিচালকবৃন্দের নামঃ	উপস্থিতির সংখ্যা
১	জনাব এম সাইদুজ্জামান-সভাপতি (পদত্যাগ করেন ২০১১ সালের মে মাসে)	২
২	জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (অবসর গ্রহণ করেন ২০১১ সালের মে মাসে)	৩
৩	জনাব আইয়ূব কাদরি- সভাপতি	৫
৪	জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন- প্রধান নির্বাহী অফিসার	৫
৫	জনাব লী বন হিয়ান	৫
৬	জনাব সঞ্জীভ লাম্বা	-
৭	জনাব বিনোদ পাটওয়ারী	২
৮	জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান	৩
৯	জনাব লতিফুর রহমান	৩
১০	মিস পারভীন মাহমুদ	৩
১১	জনাব আজিজুর রশিদ (অবসর গ্রহণ করেন ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে)	১
১২	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন	৪

অডিট কমিটি সভাসমূহ

এ সময়ে ৩ বার সভা অনুষ্ঠিত হয়। লিন্ডে গ্রুপের গ্লোবাল বিজনেস কন্ট্রোলস-এর প্রধান তিনটি সভাতে অংশগ্রহণ করেন।

	সদস্যবৃন্দের নামঃ	উপস্থিতির সংখ্যা
১	জনাব আইয়ূব কাদরি- সভাপতি (স্বতন্ত্র পরিচালক- পদত্যাগ করেন ২০১১ সালের মে মাসে)	১
২	মিস পারভীন মাহমুদ- সভাপতি (স্বতন্ত্র পরিচালক-জনাব আইয়ূব কাদরী -এর স্থলে সভাপতি হিসেবে ২০১১ সালের মে মাসে যোগদান করেন)	২
৩	জনাব লী বন হিয়ান- পরিচালক, কর্পোরেট ইনভেষ্টর হতে মনোনিত	৩
৪	জনাব বিনোদ পাটওয়ারী- পরিচালক, কর্পোরেট ইনভেষ্টর হতে মনোনিত	-
৫	জনাব লতিফুর রহমান (স্বতন্ত্র পরিচালক)	১

পরিশিষ্ট ৪

সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিজ্ঞপ্তি # SEC/CMRRCD/2006-158/এডমিন/০২-০৮ তারিখ ২০শে ফেব্রুয়ারী , ২০০৬ অনুযায়ী পরিপালনীয় বিষয়গুলি ।

শর্ত নং	নাম	পরিপালনীয় অবস্থা
১.১	বোর্ড সদস্যের সংখ্যাঃ বোর্ড সদস্যের সংখ্যা ৫ (পাঁচ) জনের কম নয় এবং ২০ (বিশ) জনের বেশী নয়	পালিত হয়েছে
১.২ (i)	স্বতন্ত্র পরিচালকঃ ১০ জনের মধ্যে কমপক্ষে ১ (একজন) জন	পালিত হয়েছে
১.২ (ii)	নির্বাচিত পরিচালকদের দ্বারা স্বতন্ত্র পরিচালকের নিয়োগদান	পালিত হয়েছে
১.৩	আলাদা আলাদা ভাবে বোর্ডের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহীর দায়দায়িত্ব ও ভূমিকা পরিস্কারভাবে লিখিত হতে হবে	পালিত হয়েছে
১.৪	**পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়ঃ**	
ক)	আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচছতা	পালিত হয়েছে
খ)	সঠিক হিসাবরক্ষণ বইয়ের পরিপালন	পালিত হয়েছে
গ)	সঠিক হিসাব বইয়ের পলিসির মূল্যানুমানের অবলম্বন	পালিত হয়েছে
ঘ)	আন্তর্জাতিক প্রযোজ্য হিসাবের মান (আইএএস) অনুযায়ী পরিপালনীয়	পালিত হয়েছে
ঙ)	সঠিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	পালিত হয়েছে
চ)	সামর্থ্যের সাথে ব্যবসায়ের চলমানধারা বজায় রাখা	পালিত হয়েছে
ছ)	গতবছরের উল্লেখযোগ্য চ্যুতি	পালিত হয়েছে
জ)	গত তিন বছরের তথ্য উপস্থাপন	পালিত হয়েছে
ঝ)	লভ্যাংশ ঘোষণা	প্রযোজ্য নহে
ঞ)	বোর্ড সভাসমূহের বিবরণ	পালিত হয়েছে
ট)	শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন	পালিত হয়েছে
২.১	প্রধান ফাইনান্সসিয়াল অফিসার, অভ্যন্তরীণ অডিট প্রধান এবং কোম্পানী সচিব প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাবে দায়দায়িত্ব ও ভূমিকা পরিস্কারভাবে লিখিত হতে হবে	পালিত হয়েছেঃ প্রধান ফাইনান্সসিয়াল অফিসার এবং কোম্পানী সচিব একই ব্যক্তি নিয়োগদান পেয়েছেন
২.২	প্রধান ফাইনান্সসিয়াল অফিসার এবং কোম্পানী সচিব-এর পরিচালকবৃন্দের সভায় যোগদান	পালিত হয়েছে
৩.০	**অডিট কমিটি**	পালিত হয়েছে
৩.১ (i)	কমিটির গঠণ	পালিত হয়েছে
(ii)	বোর্ডের সদস্য ও একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের মাধ্যমে কমিটির গঠণ	পালিত হয়েছে
(iii)	কমিটিতে আকস্মিক সদস্যের শূন্যপদ পূরণ করা	পালিত হয়েছে
৩.২ (i)	কমিটির সভাপতি	পালিত হয়েছে
(ii)	কমিটির সভাপতির পেশাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা	পালিত হয়েছে
৩.৩.১ (i)	বোর্ড সদস্যদের কাছে প্রতিবেদন পেশ করা	পালিত হয়েছে
(ii) ক)	বোর্ড সদস্যদের কাছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেষ্ট প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
(ii) খ)	বোর্ড সদস্যদের কাছে যে কোন জাঁলিয়াতি বা অনিয়ম বিষয়ক প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
(ii) গ)	বোর্ড সদস্যদের কাছে আইন ভংগ বিষয়ক প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
(ii) ঘ)	বোর্ড সদস্যদের কাছে অন্যান্য যে কোন বিষয়ক প্রতিবেদন পেশ করা	পালিত হয়েছে
৩.৩.২	কমিশনের যোগ্য বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
৩.৪	শেয়ারহোল্ডার এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের উপর প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
৪.০	**বহিঃস্থ/সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকবৃন্দ**	
(i)	এপ্রাইজাল বা মূল্যায়নে সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
(ii)	আর্থিক তথ্য তৈরি বিষয়ে সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
(iii)	হিসাবরক্ষণ তৈরি বিষয়ে সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
(iv)	ব্রোকার/ডিলার সার্ভিসের সহিত সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
(v)	একচুরিয়াল সার্ভিসের সহিত সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
(vi)	অভ্যন্তরীণ অডিট বিষয়ে সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
(vii)	অন্যান্য যে কোন সার্ভিসের সহিত সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি অডিটরদের প্রতিবেদন

ভূমিকা

আমরা এতদসঙ্গে যুক্ত লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর (এরপর 'কোম্পানি' নামেও অভিহিত) আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করেছি। আর্থিক বিবরণীগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিবরণী, এবং সেই তারিখে সমাপ্ত বছরের কমপ্রিহেনসিভ আয় বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তন বিবরণী এবং নগদ অর্থ প্রবাহ বিবরণী। প্রতিবেদনে আরো সন্নিবেশিত হয়েছে এই প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক টীকা এবং লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ও এর সাবসিডিয়ারির সকল সম্পর্কযুক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহের একত্রিত রূপ (related consolidated financial statements)।

আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত মানসমূহ (Bangladesh Financial Reporting Standards বা সংক্ষেপে BFRS), কোম্পানি আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ বিধিমালা ১৯৮৭ (Securities and Exchange Rules 1987) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুসরণে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করা এবং সেগুলো নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এই দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ঃ প্রতারণা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য (material misstatement) থেকে মুক্ত আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ; যথাযথ হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহ নির্বাচন ও প্রয়োগ; এবং পরিস্থিতি অনুসারে যুক্তিসঙ্গত হিসাবরক্ষণমূলক প্রাক্কলন প্রণয়ন।

নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

আমাদের দায়িত্ব হলো নিরীক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির উপরোক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রদান করা। আমরা বাংলাদেশ নিরীক্ষাকর্ম পরিচালনা মানসমূহ (Bangladesh Standards on Auditing বা সংক্ষেপে BSA) অনুসরণে আমাদের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেছি। এইসব মান অনুযায়ী আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট নৈতিক শর্তসমূহ পরিপালন করতে হয় এবং উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য রয়েছে কি না সেই মর্মে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা পাওয়ার লক্ষ্যে আমাদেরকে নিরীক্ষা কাজ পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করতে হয়।

কোনো আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করার কাজে, সেই বিবরণীতে অর্থের যেসব পরিমাণ উল্লেখিত থাকে এবং যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় সেগুলো নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আবশ্যক প্রমাণাদি পেতে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। নিরীক্ষায় কোন কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার নির্বাচন নির্ভর করে নিরীক্ষকদের বিবেচনার উপর এবং, সেই সাথে, আর্থিক বিবরণীতে প্রতারণা কিংবা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য থাকার ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর। এই ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নেই যাতে করে পরিস্থিতি অনুসারে আমরা যথাযথ নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারি; উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর সে বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশের জন্য আমরা তা বিবেচনায় নেই না। প্রতিষ্ঠান যেসব হিসাবরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে সেগুলোর যথার্থতা এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যেসব হিসাবরক্ষণমূলক প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্যতা মূল্যায়নও নিরীক্ষা কাজের অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে, নিরীক্ষায় আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনও মূল্যায়ন করা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার জন্য যেসব প্রমাণাদি আমরা পেয়েছি সেগুলো আমাদের প্রদত্ত নিরীক্ষা মতামতের ভিত্তি গঠনে যথেষ্ট ও যথার্থ।

মতামত

আমাদের মতে, বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRS) প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ ২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি এবং সে সময়ের মধ্যে সমাপ্ত বছরের কোম্পানীর কার্যক্রম ও নগদ প্রবাহের ফলাফলের আলোকে প্রাপ্ত কোম্পানী এবং ইহার সাবসিডিয়ারীর বিষয়ক অবস্থার একটি সত্য এবং নিরপেক্ষ প্রতিবেদন এবং এই বিবরণী কোম্পানী আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমাদের প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করছি যে,

১. আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।
২. আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণকার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানীর ইহার সাবসিডিয়ারীর থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই কোম্পানীর রয়েছে।
৩. প্রতিবেদনে প্রকাশিত কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিবরণ (ব্যালান্সশিট) এবং কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ (লাভ ও লোকসান)-এর বিবরণ, হিসাব ও বিবরণী বই-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং
৪. যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা কোম্পানীর এবং ইহার সাবসিডিয়ারী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ০৮ মার্চ ২০১২

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১১	২০১০
	টীকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
সম্পত্তিসমূহ			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহেঃ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	৫	১,২৩৮,৮৩৪	১,০৪৩,৫৫২
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	৬	৩,৬৭৬	৪,৭৬৬
সাবসিডিয়ারী কোম্পানীতে বিনিয়োগ	৭	২০	২০
মোট যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		**১,২৪২,৫৩০**	**১,০৪৮,৩৩৮**
চলতি সম্পত্তিসমূহঃ			
মজুদ সামগ্রী	৮	৬৫৭,৩১৫	৩৬১,৪৭৮
বাণিজ্যিক দেনাদারসমূহ	৯	১৮৬,৫৯৩	২০০,১০৩
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১০	১৩৪,৪৮৬	১১৭,৬৪১
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১১	৭৭৯,৩০৬	১,০৭৪,৪১৪
মোট চলতি সম্পত্তিসমূহ		**১,৭৫৭,৭০০**	**১,৭৫৩,৬৩৬**
মোট সম্পত্তিসমূহ		**৩,০০০,২৩০**	**২,৮০১,৯৭৪**
ইক্যুইটি ও দায়সমূহ			
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটিঃ			
শেয়ার মূলধন	১২	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ		২০,১৭৪	২০,১৭৪
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	১৩	১,৯৯৩,০৪৮	১,৮২৩,১৪১
মোট ইক্যুইটি		**২,১৬৫,৪০৫**	**১,৯৯৫,৪৯৮**
যে দায়সমূহ চলতি নহেঃ			
কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধাদি	১৪	৮৫,৫৩৮	১১৪,৩৯২
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৫	৯২,৯৭৬	৬৪,৯৩৯
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৬	১৭৩,৩৬৪	১৬৫,৬৪৬
মোট যে দায়সমূহ চলতি নহে		**৩৫১,৮৭৮**	**৩৪৪,৯৭৭**
চলতি দায়সমূহঃ			
বাণিজ্যিক পাওনাদার	১৭	৬৮,৭৯০	৫৯,৩৬০
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	১৮	২১০,১৫৭	২০৬,৮০১
বিবিধ পাওনাদার	১৯	১১৫,১১১	৫৫,২৩৭
কর বরাদ্দ (নীট আগাম কর পরিশোধ)	২০	৮৮,৮৮৯	১৪০,১০১
মোট চলতি দায়সমূহ		**৪৮২,৯৪৭**	**৪৬১,৪৯৯**
মোট দায়সমূহ		**৮৩৪,৮২৫**	**৮০৬,৪৭৬**
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		**৩,০০০,২৩০**	**২,৮০১,৯৭৪**

১-৪০ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঢাকা, ০৮ মার্চ ২০১২

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরি
সভাপতি

ইরফান এস মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১১	২০১০
	টাকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
রেভিনিউ	২১	৩,৭২৯,৭৫৪	৩,১৯৯,৩৭৫
বিক্রিত পণ্যের খরচ	২২	(২,২৭৯,৮০৬)	(১,৮৫৭,৫৩১)
মোট মুনাফা		**১,৪৪৯,৯৪৮**	**১,৩৪১,৮৪৪**
পরিচালনা ব্যয়	২৩	(৫৮২,৪১৫)	(৫২০,১৪১)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		**৮৬৭,৫৩৩**	**৮২১,৭০৩**
অন্যান্য বাবদ আয়	২৪	২,০২৭	১৭,৬০২
সুদ বাবদ আয়, নীট	২৫	৭০,৫৭৬	৬৩,৯৫১
কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা		**৯৪০,১৩৬**	**৯০৩,২৫৬**
কর বরাদ্দ	২৬	(২৫৮,৬২১)	(২৩৫,১৮৮)
এ বছরের নীট মুনাফা		**৬৮১,৫১৫**	**৬৬৮,০৬৮**
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ঃ			
নির্ধারিত কল্যান প্ল্যানসমুহে একচুয়ারিয়াল আয়/(ক্ষতি)	১৪.১.৪	২১,০৩২	(১৩,৪৬৬)
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)		২১,০৩২	(১৩,৪৬৬)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		**৭০২,৫৪৭**	**৬৫৪,৬০২**
শেয়ারপ্রতি আয়ঃ			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	২৭.১	৪৪.৭৮	৪৩.৯০

১-৪০ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঢাকা, ০৮ মার্চ ২০১২

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরি
সভাপতি

ইরফান এস মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

	২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের			
	শেয়ার মূলধন	পূনঃমূল্যায়ন খাত	সংরক্ষিত তহবিল	মোট
	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
১লা জানুয়ারী ২০১০-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	২০,১৭৪	১,৬৬৬,১৭৭	১,৮৩৮,৫৩৪
লভ্যাংশ প্রদান	-	-	(৪৯৭,৬৩৮)	(৪৯৭,৬৩৮)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়ঃ				
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬৬৮,০৬৮	৬৬৮,০৬৮
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)	-	-	(১৩,৪৬৬)	(১৩,৪৬৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১০-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	**১,৮২৩,১৪১**	**১,৯৯৫,৪৯৮**
লভ্যাংশ প্রদান	-	-	(৫৩২,৬৪০)	(৫৩২,৬৪০)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়ঃ				
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬৮১,৫১৫	৬৮১,৫১৫
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)	-	-	২১,০৩২	২১,০৩২
৩১শে ডিসেম্বর ২০১১-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	**১,৯৯৩,০৪৮**	**২,১৬৫,৪০৫**

নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

		২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১১	২০১০
	টীকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
বিক্রয় হতে গ্রহণ		৩,৭৪৩,২৬৪	৩,১৫৩,৬৮১
অন্যান্য গ্রহণ/(প্রদান)		১৭,৯৯৯	(৩,২১৬)
মালামাল, সেবা এবং পরিচালনা ব্যয় সরবরাহের জন্য প্রদান		(৩,০২০,৫২৬)	(২,২৯৯,৬৯৮)
নীট সুদ গ্রহণ		৬৭,১৫১	৭১,৭২৯
আয়কর প্রদান	২০	(২৮১,৭৯৬)	(২৩০,৮২২)
		৫২৬,০৯২	**৬৯১,৬৭৪**
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
* সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান		(৩১৯,৮৯৫)	(২৬০,৪০৮)
একীভুত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান	৬	(৫২১)	(৪৯৮)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা	৩২	৪,৪৫৬	২৪,৪২৪
		(৩১৫,৯৬০)	**(২৩৬,৪৮২)**
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
সাবসিডিয়ারী কোম্পানীকে প্রদান		(৪৩)	(১৫)
লভ্যাংশ প্রদান		(৫০৫,১৯৭)	(৪৯৭,৬৩৮)
		(৫০৫,২৪০)	**(৪৯৭,৬৫৩)**
আলোচ্য বছরে নীট নগদ বৃদ্ধি		(২৯৫,১০৮)	(৪২,৪৬১)
প্রারম্ভিক নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ		১,০৭৪,৪১৪	১,১১৬,৮৭৫
সমাপনী নগদ অবস্থা এবং নগদ সমতুল্যসমুহ	**১১**	**৭৭৯,৩০৬**	**১,০৭৪,৪১৪**
*** সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান**			
চলতি বছরে সংযোজন	৫	৭৯৩,৭৯৩	৩৫২,৪৫১
নির্মাণাধীন ব্যয়ে মূলধন হতে স্থানান্তর	৫.১	(৪৬৪,১৬৮)	(৯২,০৪৩)
মুলধনী বিষয়ে ভেন্ডরদেরকে প্রদান	১৯	(৯,৭৩০)	-
		৩১৯,৮৯৫	**২৬০,৪০৮**

কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১১	২০১০
	টীকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
সম্পত্তিসমূহ			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহেঃ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	৫	১,২৩৮,৮৩৪	১,০৪৩,৫৫২
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	৬	৩,৬৭৬	৪,৭৬৬
মোট যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		**১,২৪২,৫১০**	**১,০৪৮,৩১৮**
চলতি সম্পত্তিসমূহঃ			
মজুদ সামগ্রী	৮	৬৫৭,৩১৫	৩৬১,৪৭৮
বাণিজ্যিক দেনাদারসমূহ	৯	১৮৬,৫৯৩	২০০,১০৩
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১০	১৩৪,৪৮৬	১১৭,৬৪১
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১১(এ)	৭৭৯,৩০৪	১,০৭৪,৪১২
মোট চলতি সম্পত্তিসমূহ		**১,৭৫৭,৬৯৮**	**১,৭৫৩,৬৩৪**
মোট সম্পত্তিসমূহ		**৩,০০০,২০৮**	**২,৮০১,৯৫২**
ইক্যুইটি ও দায়সমূহ			
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটিঃ			
শেয়ার মূলধন	১২	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ		২০,১৭৪	২০,১৭৪
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	১৩(এ)	১,৯৯৩,৫২৪	১,৮২৩,৬৫৪
মোট ইক্যুইটি		**২,১৬৫,৮৮১**	**১,৯৯৬,০১১**
যে দায়সমূহ চলতি নহেঃ			
কর্মচারীদের কল্যান সুবিধাদি	১৪	৮৫,৫৩৮	১১৪,৩৯২
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৫	৯২,৯৭৬	৬৪,৯৩৯
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৬	১৭৩,৩৬৪	১৬৫,৬৪৬
মোট যে দায়সমূহ চলতি নহে		**৩৫১,৮৭৮**	**৩৪৪,৯৭৭**
চলতি দায়সমূহঃ			
বাণিজ্যিক পাওনাদার	১৭	৬৮,৭৯০	৫৯,৩৬০
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	১৮(এ)	২০৯,৬৫৪	২০৬,২৬১
বিবিধ পাওনাদার	১৯	১১৫,১১১	৫৫,২৩৭
কর বরাদ্দ (নীট আগাম কর পরিশোধ)	২০(এ)	৮৮,৮৯৪	১৪০,১০৬
মোট চলতি দায়সমূহ		**৪৮২,৪৪৯**	**৪৬০,৯৬৪**
মোট দায়সমূহ		**৮৩৪,৩২৭**	**৮০৫,৯৪১**
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		**৩,০০০,২০৮**	**২,৮০১,৯৫২**

১-৪০ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঢাকা, ০৮ মার্চ ২০১২

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরি
সভাপতি

ইরফান এস মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১১	২০১০
	টীকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
রেভিনিউ	২১	৩,৭২৯,৭৫৪	৩,১৯৯,৩৭৫
বিক্রিত পণ্যের খরচ	২২	(২,২৭৯,৮০৬)	(১,৮৫৭,৫৩১)
মোট মুনাফা		**১,৪৪৯,৯৪৮**	**১,৩৪১,৮৪৪**
পরিচালনা ব্যয়	২৩(এ)	(৫৮২,৪৫২)	(৫২০,১৮৫)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		**৮৬৭,৪৯৬**	**৮২১,৬৫৯**
অন্যান্য বাবদ আয়	২৪	২,০২৭	১৭,৬০২
সুদ বাবদ আয়, নীট	২৫	৭০,৫৭৬	৬৩,৯৫১
কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা		**৯৪০,০৯৯**	**৯০৩,২১২**
কর বরাদ্দ	২৬	(২৫৮,৬২১)	(২৩৫,১৯৩)
এ বছরের নীট মুনাফা		**৬৮১,৪৭৮**	**৬৬৮,০১৯**
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ঃ			
নির্ধারিত কল্যান প্ল্যানসমুহে একচুয়ারিয়াল আয়/(ক্ষতি)	১৪.১.৪	২১,০৩২	(১৩,৪৬৬)
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)		২১,০৩২	(১৩,৪৬৬)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		**৭০২,৫১০**	**৬৫৪,৫৫৩**
শেয়ারপ্রতি আয়ঃ			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	২৭(এ)	৪৪.৭৮	৪৩.৯০

১-৪০ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঢাকা, ০৮ মার্চ ২০১২

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরি
সভাপতি

ইরফান এস মতিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

	২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের			
	শেয়ার মূলধন	পূনঃমূল্যায়ন খাত	সংরক্ষিত তহবিল	মোট
	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
১লা জানুয়ারী ২০১০-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	২০,১৭৪	১,৬৬৬,৭৩৯	১,৮৩৯,০৯৬
লভ্যাংশ প্রদান	-	-	(৪৯৭,৬৩৮)	(৪৯৭,৬৩৮)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়ঃ				
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬৬৮,০১৯	৬৬৮,০১৯
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)	-	-	(১৩,৪৬৬)	(১৩,৪৬৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১০-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	**১,৮২৩,৬৫৪**	**১,৯৯৬,০১১**
লভ্যাংশ প্রদান	-	-	(৫৩২,৬৪০)	(৫৩২,৬৪০)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়ঃ				
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬৮১,৪৭৮	৬৮১,৪৭৮
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)	-	-	২১,০৩২	২১,০৩২
৩১শে ডিসেম্বর ২০১১-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	**১,৯৯৩,৫২৪**	**২,১৬৫,৮৮১**

কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

		২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১১	২০১০
	টীকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
বিক্রয় হতে গ্রহণ		৩,৭৪৩,২৬৪	৩,১৫৩,৬৮১
অন্যান্য গ্রহণ/(প্রদান)		১৭,৯৯৯	(৩,২১৬)
মালামাল, সেবা এবং পরিচালনা ব্যয় সরবরাহের জন্য প্রদান		(৩,০২০,৫৬৯)	(২,২৯৯,৭০৮)
নীট সুদ গ্রহণ		৬৭,১৫১	৭১,৭২৯
আয়কর প্রদান	২০(এ)	(২৮১,৭৯৬)	(২৩০,৮২৭)
		৫২৬,০৪৯	**৬৯১,৬৫৯**
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
* সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান		(৩১৯,৮৯৫)	(২৬০,৪০৮)
একীভুত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান	৬	(৫২১)	(৪৯৮)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা	৩২	৪,৪৫৬	২৪,৪২৪
		(৩১৫,৯৬০)	**(২৩৬,৪৮২)**
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
লভ্যাংশ প্রদান		(৫০৫,১৯৭)	(৪৯৭,৬৩৮)
		(৫০৫,১৯৭)	(৪৯৭,৬৩৮)
আলোচ্য বছরে নীট নগদ বৃদ্ধি		(২৯৫,১০৮)	(৪২,৪৬১)
প্রারম্ভিক নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ		১,০৭৪,৪১২	১,১১৬,৮৭৩
সমাপনী নগদ অবস্থা এবং নগদ সমতুল্যসমুহ	**১১(এ)**	**৭৭৯,৩০৪**	**১,০৭৪,৪১২**
*** সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান**			
চলতি বছরে সংযোজন	৫	৭৯৩,৭৯৩	৩৫২,৪৫১
নির্মাণাধীন ব্যয়ে মূলধন হতে স্থানান্তর	৫.১	(৪৬৪,১৬৮)	(৯২,০৪৩)
মুলধনী বিষয়ে ভেন্ডরদেরকে প্রদান	১৯	(৯,৭৩০)	-
		৩১৯,৮৯৫	**২৬০,৪০৮**

হিসাবের টীকাসমূহ

২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

১. প্রতিবেদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

১.১ কোম্পানীর পরিচিতি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানী এবং কোম্পানীজ এ্যাক্ট ১৯১৩-এর আওতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে কোম্পানীটি শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কোম্পানীটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) উভয়েরই শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এর নিবন্ধীকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা হলো ২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ। শুরু হতেই লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড এর একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী। জার্মান কোম্পানী লিন্ডে এজি (Linde AG) যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড- এর সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী।

২০১১ সালের ২০শে নভেম্বর থেকে গ্লোবাল প্রোগ্রাম হিসেবে সকল লিন্ডে কোম্পানীকে লিন্ডে ব্র্যান্ড- এর আওতায় আসার উদ্দেশ্যে বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড- এর নাম পরিবর্তন করে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড করা হয়েছে। রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্ম- এ কোম্পানীর নাম পরিবর্তনের যাবতীয় কার্যক্রম নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

১.২ ব্যবসার প্রকৃতি

কোম্পানীর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত ও চিকিৎসা, গ্যাস, ওয়েল্ডিং সরঞ্জামাদি ও পণ্যসমূহ, এ্যানেসথেসিয়া ও সহায়ক সরঞ্জামাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। সিলিন্ডার ভাড়া ও গ্রাহকদের কর্মস্থলে ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটর স্থাপন কার্যক্রম হতেও কোম্পানী আয় করে থাকে।

২. প্রস্তুতের ভিত্তি

২.১ অনুসৃত বিধির বিবরণ

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ (কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণসহ) চলমান নীতি অনুসরনে হিসাবরক্ষণ কার্যের বাংলাদেশী মান অনুযায়ী (BAS) এবং বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRS), এবং এই বিবরণী কোম্পানীর আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ এবং বাংলাদেশর প্রযোজ্য অন্যান্য আইন মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.২ আর্থিক বিবরণীসমূহের অনুমোদনের তারিখ

পরিচালকবৃন্দ এই আর্থিক বিবরণীসমূহ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ০৮ মার্চ ২০১২-এ অনুমোদন দান করেন।

২.৩ পরিমাপের ভিত্তি

চলমান নীতি অনুসরনে এই আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে যাহা ঐতিহাসিক ব্যয় সংক্রান্ত কনভেনশন অনুযায়ী। এক্ষেত্রে পুনঃমূল্যায়নে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কোন কোন সম্পদ, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামাদি এবং পেনশন প্ল্যানকে সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে করার লক্ষে উপরোক্ত কনভেনশনের পরিবর্তিত ধরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৪ আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপন এবং ব্যবহারিক মুদ্রা

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশীয় মুদ্রায় (টাকা) যাহা কোম্পানীর ব্যবহারিক ও উপস্থাপন উভয়ই মুদ্রায়। বর্নিত ব্যাতিত এই আর্থিক বিবরণীসমূহের সংখ্যাগুলি নিকটতম হাজার টাকার হিসাবের অংক দেখানো হয়েছে।

২.৫ আনুমানিক হিসাবাদি ও বিবেচনাসমূহের (judgements) ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের লক্ষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগের পাশাপাশি সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়সমূহের প্রতিবেদিত পরিমানকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের বিবেচনা আনুমানিক হিসাব ও ধারণাকে কাজে লাগাতে হয়। আনুমানিক হিসাবাদি এবং তৎসম্পর্কিত ধারণাসমূহ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের নিয়ামকের উপর নির্ভর করে যেগুলো পরিস্থিতির বিচারে যৌক্তিক হিসাবে ধরা হয়; এই ধরনের অভিজ্ঞতা ও নিয়ামকের ফলাফল অন্যান্য উৎস হতে তাৎক্ষনিকভাবে আলাদা করা যায় না এমন ধরনের সম্পদ ও দায়সমূহের পরিবাহী মূল্য সম্বন্ধে বিবেচনা করার ভিত্তি গঠন করে। এই ধরনের আনুমানিক হিসাবাদি হতে প্রকৃত ফলাফলসমূহ ভিন্ন হতে পারে।

আনুমানিক হিসাবাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ চলমান ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করা হয়। হিসাবরক্ষণ বিষয়ক আনুমানিক হিসাবাদি পুনর্বিবেচনা বিষয়টি ঐ সময়ের জন্য গণ্য করা হয় যে সময়ের মধ্যে আনুমানিক হিসাবাদি পুনর্বিবেচনা করা হয়, যদি এ পুনর্বিবেচনা কেবলমাত্র সেই সময়কে, অথবা যদি উক্ত পুনর্বিবেচনা চলতি ও ভবিষ্যত উভয় সময়কেই প্রভাবিত করে, সেক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার সময়ে ও ভবিষ্যত সময়ে প্রভাবিত করে।

বিশেষ করে, আর্থিক বিবরণীসমূহে স্বীকৃত পরিমানের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে এমন ধরনের হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আনুমানিক হিসাব ও বিবেচনাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো সম্বন্ধে তথ্য নিম্নলিখিত টীকাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

টীকা ৯.১	সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দ
টীকা ১৪.২	গ্র্যাচুইটিবাবদ বরাদ্দ
টীকা ১৫	বিলম্বিত কর দায়সমূহ
টীকা ১৮	খরচ বাবদ পাওনাদার ও প্রদেয় খরচ
টীকা ২০	কর বরাদ্দ

২.৬ প্রতিবেদনের সময়

কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে এক বছরের, যাহা জানুয়ারী মাসের ১ তারিখ হতে ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত সময়ের।

৩. গুরুত্বপূর্ণ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা

আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপিত সকল সময়ের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩.১ বৈদেশিক মুদ্রা

বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তর করা হয় লেনদেনের দিনের হার অনুযায়ী। আর্থিক সম্পদ এবং দেনাগুলো পুনঃপরিবর্তিত হয় প্রতিবেদনের তারিখের মুদ্রার হার অনুযায়ী। আর্থিক বিনিময়ের তারিখে বিনিময়ের হার ব্যবহার করে অর্থসংশ্লিষ্ট নয় এমন সম্পদ ও দায়সমূহের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। মুদ্রার রূপান্তরের পার্থক্যকে কমপ্রিহেনসিভ বিবরন হিসাব-এ আয় অথবা ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়।

৩.২ সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

৩.২.১ স্বীকৃতি ও পরিমাপ

লাখেরাজ ভূমি, লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালান ব্যতিরেকে সম্পত্তি, প্ল্যান্ট, ও সরঞ্জাম পুঞ্জিভূত অবচয় ও অকার্যকারিতাপ্রসূত (impairment) পুঞ্জিভূত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভূমি পুনর্মূল্যায়িত পরিমান হিসাবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালানসমূহ পুঞ্জিভূত অবচয় ব্যতিরেকে পুনর্মূল্যায়িত পরিমান হিসেবে পরিমাপ করা হয়। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ (ট্রেড ডিসকাউন্ট ও রিবেটসমূহ বাদ দেয়ার পর) এবং সম্পত্তিসমূহকে প্রত্যাশিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষে যে ধরনের লোকেশন ও অবস্থা আবশ্যক সে ধরনের লোকেশন ও অবস্থায় সম্পত্তিটি আনয়ন বাবদ প্রত্যক্ষ যে কোন ব্যয়।

৩.২.২ পরবর্তীকালীন ব্যয়সমূহ

যদি এমন হয় যে, কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির কোন অংশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সুবিধা কোম্পানী পাবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিমাপ করা যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির প্রতিস্থাপনীয় বা উন্নয়ন অংশটি বাবদ ব্যয় এর চলতি মূল্যের মধ্যে গণ্য করা হবে। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরন বিষয়ক হিসাবাদির মধ্যে গণ্য করা হয়।

৩.২.৩ অবচয়

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামের জন্য প্রযোজ্য সেবা অবচয় বিষয়ক কনভেনশনে (service depreciation convention) উল্লেখিত মাস ব্যবহার করে।

এই কনভেনশন ব্যবহার করার মাধ্যমে যে মাসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয় সেই মাস থেকে অবচয় শুরু হয়; এক্ষেত্রে মাসের কোন দিবসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে তা গণ্য করা হয় না। সকল ক্রয়কৃত আইটেমকে সেবা প্রদানের জন্য চালু করতে হবে এবং যে মাসে এগুলোকে ব্যবহার করা শুরু হয় সে মাস হতে এদের অবচয় হিসাব করতে হবে। কোন আইটেম বিক্রয় করা হলে, যে মাসে বিক্রয় করা হয়েছে তার অব্যবহিত পূর্বের মাস অবধি অবচয় মূল্য আরোপ করা হয়।

লাখেরাজ জমি অথবা নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় এর উপর অবচয় নির্ধারণ করা হয়নি। অন্যান্য সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সুষম ভিত্তিতে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের শ্রেণী অনুযায়ী অবচয়ের হার বাস্তবিক গণনার ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে প্রতিয়মান হয়েছে। বর্তমান ও তুলনামূলক বছরের বাস্তবিক গণনার ভিত্তিতে নিম্নে নির্ধারণ করা হয়েছে যাহা ঃ

	বছর ২০১১	বছর ২০১০
লাখেরাজ দালান	৪০	৪০
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডার (স্টোরেসট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটরসহ)	১০-২০	১০-২০
মোটরগাড়ি	৫	৫
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	৫-১০	৫-১০
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৫	৫

৪০ বছর কম সময়ের জন্য ইজারাকৃত ভবনের মূল্য ইজারা বা লীজের সময়ব্যাপী অবচয় হয়ে থাকে।

৩.২.৪ বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান

বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান নির্নিত হয়ে থাকে পরিবাহী মূল্য ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের তুলনামুলক নীট হিসাবের ভিত্তিতে।

৩.৩ অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ

৩.৩.১ স্বীকৃতি এবং পরিমাপ

অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ দেনা পরিশোধ বাবদ পুঞ্জীভূত অর্থ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত অকার্যকারিতারপ্রসূত (impairment) ক্ষয়ক্ষতি, যদি থাকে, তা ব্যতিরেকে ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। যখন BAS ৩৮ঃ অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ শীর্ষক মানদন্ড অনুযায়ী স্বীকৃতির সকল শর্তাবলী পূরণ করা হয়, তখন অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ এবং এই সম্পত্তির প্রত্যাশিত ব্যবহারের লক্ষ্যে সম্পত্তিটি প্রস্তুত করা বাবদ যেকোন প্রত্যক্ষ ব্যয়।

৩.৩.২ পরবর্তীকালীন ব্যয়

পরবর্তী ব্যয়ের সুবিধা গ্রহণ করা যায় কেবল তখনই যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে, উক্ত অংশে নিহিত ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুফলসমূহ কোম্পানীর অনুকূলে আসবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে। ব্যয় আরোপিত হওয়ার পর অন্যান্য সকল ব্যয় কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে খাতায় দেখানো হয়।

৩.৩.৩ দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় (amortisation)

এন্টারপ্রাইজ রিসোর্চ প্ল্যান (ERP) সফটওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যারসমূহ বাবদ অর্থ পরিশোধের হার সরাসরি পদ্ধতিতে ছিল যথাক্রমে ১২.৫০% এবং ২৫%। দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় দেখানো হয়েছে কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে।

৩.৪ ইজারাকৃত সম্পত্তি

যেসব লীজের সুবাদে কোম্পানী সকল ধরনের ঝুঁকি মালিকানাস্বত্বের অধিকারী হয়, সেসব লীজ বা ইজারা আর্থিক ইজারার শ্রেণীভূক্ত। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর ইজারাকৃত সম্পত্তিটি এর ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য এবং ইজারা বাবদ পরিশোধনীয় অর্থের বর্তমান মূল্য বিবেচনা করে পরিমাপ করা হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পরে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পত্তিটির হিসাব করা হয়।

অন্যান্য ইজারাগুলো হলো কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারা এবং এদেরকে কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জাম হিসেবে গণ্য করা হয় না। কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার আওতায় গৃহীত অগ্রিম টাকার অর্থ অগ্রিম পরিশোধ হিসেবে দেখানো হয়।

৩.৫ আর্থিক দলিলাদি

কোনো আর্থিক দলিল হলো সেই চুক্তি, যে চুক্তির বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটিতে পরিণত হয়।

৩.৫.১ আর্থিক সম্পদ

যে তারিখে কোম্পানির পাওনা (receivables) ও জমার (deposits) উৎপত্তি ঘটে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে সে তারিখে পাওনা ও জমা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অন্যান্য সকল আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে, কোম্পানি যে তারিখে সেগুলোর লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখে প্রাথমিকভাবে সেগুলো আর্থিক সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

পক্ষান্তরে, কোম্পানি কোনো আর্থিক সম্পদের উপর থেকে সেই তারিখে আর্থিক সম্পদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় যে তারিখে ঃ চুক্তি থেকে উদ্ভূত কোম্পানির অধিকারের অথবা চুক্তির অধীনে থাকা সম্পদ থেকে কোম্পানির নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে; কিংবা কোম্পানি কোনো লেনদেনে কোনো আর্থিক সম্পদ থেকে চুক্তি জনিত নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার অধিকার হস্তান্তর করে, যে লেনদেনে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানা জনিত সকল ঝুঁকি ও প্রতিদান (rewards) প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

আর্থিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্য এবং বানিজ্যিক দেনাদার।

(ক) নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্য

নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্যসমূহের অন্তর্গত হলো, কোম্পানির তহবিলে থাকা নগদ অর্থ, ব্যাংকে থাকা নগদ অর্থ এবং মেয়াদ পূর্ণ হতে ৩ মাস বা তার কম সময় বাকী থাকা স্থায়ী আমানতসমূহ, যা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কোম্পানির ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে।

(খ) বাণিজ্যিক দেনাদার

গ্রাহককে মালামাল সরবরাহ করা বা সেবা প্রদান করা বাবদ তার নিকট থেকে কোম্পানির যে অর্থ পাওনা হয় তা-ই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা (trade and other receivables)। সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার জন্য যে ব্যয়মূল্যকে মালামাল বা সেবার বিনিময়ে ন্যায্য মূল্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই ব্যয়মূল্যকে প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর, এই ব্যয়মূল্য থেকে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অংশ বাদ যাওয়ার কারণে গ্রাহকের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ কম পাওয়া যাবে তা বাদ দিয়ে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার যে অর্থমূল্য নির্ধারিত হবে তা-ই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে কোম্পানির পাওনা হবে।

৩.৫.২ আর্থিক দায়

অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনার ফলে যখন কোম্পানির জন্য কোনো চুক্তি জনিত দায় নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যার নিষ্পত্তির ফলস্বরূপ কোম্পানি থেকে অন্যের কাছে অর্থনৈতিক সুফল প্রদানকারী সম্পদ হস্তান্তরের নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তখনই কোম্পানির জন্য একটি আর্থিক দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। যে লেনদেন তারিখে কোম্পানি দায় সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখেই দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে নেয়।

যখন কোম্পানি তার চুক্তির আওতাধীন দায়সমূহ পরিহার বা বাতিল করে বা এ সংক্রান্ত দায় বহনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন কোম্পানি আর্থিক দায়সমূহ পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। বাণিজ্যিক পাওনাদার, খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ, বিবিধ পাওনাদার এবং অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নয় এমন আর্থিক দায়সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

৩.৬ মজুদ সামগ্রী

ব্যয় ও আনুমানিক হিসাবকৃত নীট মুনাফাযোগ্য মূল্যের অপেক্ষাকৃত কম হিসেবে পণ্যের মজুদসমূহ পরিমাপ করা হয় (পরিবাহী পণ্য বাদে)। পণ্যের মজুদসমূহের ব্যয় পরিমাপ করা

হয় ওজনভিত্তিক গড় ব্যয় ফর্মুলা ব্যবহার করে এবং পণ্যের মজুদের ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে মজুদ সংগ্রহ বাবদ ব্যয়, উৎপাদন বা রূপান্তর বাবদ ব্যয় এবং বিদ্যমান লোকেশন ও অবস্থায় এগুলোকে আনয়ন বাবদ অন্যান্য ব্যয়। নীট মুনাফাযোগ্য মূল্য বলতে বোঝায় সমাপ্ত বাবদ আনুমানিক ব্যয় ও বিক্রয় বাবদ ব্যয়সমুহ ব্যতিরেকে সাধারন ব্যবসার ধারায় আনুমানিক বিক্রয়মূল্য।

পণ্যের মজুদসমূহ কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত (finished) পণ্যাদি, পরিবাহী পণ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবশ্যক বাড়তি যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত।

৩.৭ ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)

পণ্যাদি ও আসবাবের মজুত ব্যাতিরেকে কোম্পানীর সম্পত্তিসমূহের মূল্যের ক্ষেত্রে ইমপেয়ারমেন্ট-এর কোন লক্ষণ রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে এগুলো পর্যালোচনা করা হয়। যদি এ ধরনের আলামত পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের পুনরুদ্ধারের উপযোগী ইমপেয়ারমেন্ট-এর আনুমানিক হিসাব বের করা হয়। যদি কোন সম্পত্তির বা এর নগদ অর্থ বৃদ্ধিকারী ইউনিটের চলতি মূল্য উক্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারযোগ্য মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তা ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান হিসেবে ধরা হয়। ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান যদি হয়, সেগুলো কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়।

৩.৮ বরাদ্দসমূহ

অতীত ইভেন্টের ফলাফলের কারণে কোম্পানীর কোনো আইনগত বা গঠনমূলক বাধ্যবাধকতা থাকায় আর্থিক অবস্থার বিবরনে একটি বরাদ্দ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই বাধ্যবাধকতার নিষ্পত্তির জন্য আর্থিক সুফলের একটি বহিঃপ্রবাহ প্রয়োজন এবং বাধ্যবাধকতার পরিমাণের একটি নির্ভরযোগ্য আনুমানিক হিসাব করা যেতে পারে।

৩.৯ সম্ভাব্য ব্যয়

দাবী, মামলা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ব্যয় রেকর্ড রাখা হয়, যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে এতে একটি দায় আরোপিত হয়েছে এবং এর পরিমান যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে।

৩.১০ আয়কর

আয়করের খরচ বিন্যস্ত করা হয়েছে বর্তমান এবং বিলম্বিত করের সহিত। আয়করের খরচ কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়েছে।

৩.১০.১ বর্তমান কর

আলোচ্য বছরের জন্য করযোগ্য আয়ের উপর যে প্রত্যাশিত কর প্রদান করতে হয় সেই করই হলো বর্তমান কর, যা প্রতিবেদনের তারিখে আইন কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রকৃত অর্থে আইনসিদ্ধ কর হার অনুযায়ী প্রদেয়। কোম্পানীটি "পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী" হিসেবে যোগ্যতর বিবেচিত। আয়করের হার চলতি বছরে ২৪.৭৫% হারে বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঘোষিত লভ্যাংশ পরিশোধিত মূলধনের ২০% এর বেশি হওয়ায় ১০% কর রেয়াত পাওয়া গিয়েছে। ২০১১ সালের অর্থ অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই কর বরাদ্দের হার নির্ধারন করা হয়েছে।

ফিন্যান্স এ্যাক্ট ২০১১ অনুযায়ী কোম্পানিকে কোন নির্দিষ্ট বছরে সকল উৎস হতে প্রাপ্ত কোম্পানির মোট আয়ের পরিমাণের ০.৫ শতাংশ হারে প্রদেয় ন্যূনতম কর সাপেক্ষে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হারে কর প্রদান করতে হবে। যেহেতু আলোচ্য বছরে কোন উৎস হতে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কোন আয় ছিল না, সেক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারির জন্য কোন কর প্রদান করা হয়নি।

৩.১০.২ বিলম্বিত কর

আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য সম্পদ এবং দায়সমূহের চলতি পরিমান এবং শুল্কায়নের জন্য ব্যবহৃত পরিমানের মধ্যে সাময়িক পার্থক্য তৈরি করার মাধ্যমে BAS-১২ঃ আয়করের, পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলম্বিত কর বিবেচনা করা হয়। বিলম্বিত কর করের হারসমূহের আলোকে পরিমাপ করা হয়, যা সাময়িক পার্থক্যসমূহ বিপরীতভাবে প্রতিভাত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার প্রত্যাশা করা হয়; এক্ষেত্রে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে বা প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ দ্বারা বাস্তবিকভাবে প্রণীত হয়েছে সে সমস্ত আইনের উপর ভিত্তি করে বিলম্বিত কর পরিমাপ করা হয়। বিলম্বিত করারোপিত সম্পদ এবং দায়সমূহের সমতা বিধান করা হয় যদি চলতি করারোপিত দায় ও সম্পদসমূহের সমতা বিধান করার লক্ষে আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার থাকে এবং যদি সেগুলো একই ধরনের কর প্রদানযোগ্য প্রতিষ্ঠানে একই কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আয়করসমূহের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

একটি বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তি ঐ সীমা অবধি স্বীকৃত হয় যাতে, এমন সম্ভাবনা থাকে যে, ভবিষ্যতে যে করযোগ্য মুনাফাসমূহ পাওয়া যাবে তার বিপরীতে কর্তনযোগ্য সাময়িক পার্থক্য কাজে লাগানো যেতে পারে। বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তিসমূহ প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে পূনর্বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো এমন সীমা অবধি হ্রাস করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর বিষয়ক মুনাফা আর বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা থাকবে না।

৩.১১ শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিকদের মুনাফা অংশগ্রহণমূলক তহবিল বা WPPF বাবদ এই ধরনের ব্যয় আরোপ করার পূর্বে কোম্পানী এর মুনাফার ৫% যোগান দেয়।

৩.১২ কর্মচারীদের কল্যান সুবিধাদি

কোম্পানী-এর যোগ্য স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (defined contribution plan) এবং নির্ধারিত কল্যান প্ল্যান (defined benefit plan) উভয়ই পরিচালনা করেন। যেখানে প্রযোজ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব দলিলসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

৩.১২.১ নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (provident fund বা ভবিষ্যৎ তহবিল)

নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হলো কর্মসংস্থান প্রদানোত্তর একটি বেনিফিট বা কল্যান প্ল্যান যার আওতায় কোম্পানী এর সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য বেনিফিট বা কল্যানের ব্যবস্থা করে। স্বীকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভবিষ্যৎ তহবিল নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ, এটি এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্ধারিত স্বীকৃতিমূলক ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ডসমূহ পূরণ করে। সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারি তাদের মূল বেতনের ১২.৫% ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করেন এবং কোম্পানীও সমপরিমান অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এই তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করে।

যখন কোম্পানীতে কর্মরত ব্যক্তি অংশগ্রহণমূলক তহবিলের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে থাকেন, তখন কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তহবিলে অর্থ প্রদান ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানী তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সম্মত সে ব্যাপারে আইন এবং গঠনমূলক বাধ্যবাধকতার ভূমিকা সীমিত।

৩.১২.২ নির্ধারিত কল্যান প্ল্যানসমুহ

৩.১২.২.১ আনুতোষিক স্কীম

কোম্পানী তার স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য একটি তহবিল বিহীন আনুতোষিক স্কীম বা গ্র্যাচুইটি স্কীম পরিচালনা করে যার আওতায় একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারি তার চাকুরিকালীন সময় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের উপর নির্ভর করে ভাতাসমূহ প্রাপ্তির অধিকার লাভ করেন। কোম্পানী এর সকল যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য প্রতিবেদন তারিখ মোতাবেক সর্বাধিক অর্থ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাসমূহ গণনা করে। ২০০৭ সালের পর হতে এই প্ল্যানের জন্য কোন একচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হয়নি। অবশ্য, যেহেতু গ্র্যাচুইটি বাবদ অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অনিশ্চয়তা বা আনুমানিক হিসাবাদি নেই, সেহেতু ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিবেচনা করেন যে, একচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হলে এতে যদি কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে প্রতিভাত হবে না।

৩.১২.২.২ অবসর-ভাতা স্কীম (pension scheme)

কোম্পানী এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য পেনশন স্কীম পরিচালনা করে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদের চাকুরির বয়স দশ বছর হয়েছে, তারা অবসর-ভাতা বা পেনশন বেনিফিট স্কীমের সুবিধা ভোগ করবেন।

পেনশন স্কিম হলো একটি সংজ্ঞায়িত অবসরকালীন কল্যাণ সুবিধা পরিকল্পনা, যার অধীনে কর্মচারীদেরকে অবসরকালীন কল্যাণ সুবিধা হিসেবে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ তাদের আয় ও চাকুরির বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। পেনশন তহবিল 'স্বীকৃতির মানদন্ড' (recognition criteria) অনুসারে গঠিত বলে তাকে একটি সংজ্ঞায়িত কল্যাণ সুবিধা পরিকল্পনা হিসেবে

বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কোম্পানির দায় হলো, তহবিলের শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মচারীদেরকে সম্মত কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা।

সংজ্ঞায়িত কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহের বর্তমান মূল্যমান এবং পেনশন পরিকল্পনার অধীনে থাকা সম্পদসমূহের ন্যায্য মূল্যমান পেশাদার অ্যাকচুয়ারি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রজেক্টেড ইউনিট ক্রেডিট (পিইউসি) পদ্ধতির সাহায্যে সংজ্ঞায়িত কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহের এবং সংশ্লিষ্ট বর্তমান ও অতীত চাকুরি মূল্যের (service cost) বর্তমান মূল্যমান পরিমাপ করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের জনমিতিক ও আর্থিক চালকসমূহ (demographic and financial variables) পারস্পরিকভাবে সমর্থিত / সঙ্গতিপূর্ণ প্রাসঙ্গিক অ্যাকচুয়ারিয়াল পূর্বানুমানসমূহের (actuarial assumptions) ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অবসরকালীন কল্যাণ সুবিধা পরিকল্পনার অধীনে থাকা সম্পদসমূহের ন্যায্য মূল্যমান এবং এ সংক্রান্ত দায়সমূহের বর্তমান মূল্যমানের ব্যবধানকে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে বাস্তব অবস্থা অনুসারে দায় বা সম্পদ হিসেবে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

যে হারে চাকুরি পরবর্তী কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহ ডিসকাউন্ট করা হয় তা (সেই হার) ট্রেজারি বিলের উপর আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরির তারিখে বিদ্যমান থাকা বাজার মূল্যের (market yields) নিরিখে নির্ধারিত হয়। বাজার প্রত্যাশার (market expectation) উপর ভিত্তি করে পেনশন পরিকল্পনার অধীনে থাকা সম্পদসমূহের প্রত্যাশিত মুনাফা পরিমাপ করা হয়। সামগ্রিক আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত মোট ব্যয়ের অন্তর্গত অংশগুলো হচ্ছে, বর্তমান চাকুরি বাবদ ব্যয় (current service cost), সুদ বাবদ ব্যয় এবং পেনশন পরিকল্পনার অধীনে থাকা সম্পদসমূহের উপর প্রত্যাশিত মুনাফা। কোম্পানির নীতি হলো, অ্যাকচুয়ারিয়াল লাভ বা লোকসান ঘটার পর অবিলম্বে তা পূর্ণাঙ্গভাবে অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণীতে প্রদর্শন করা।

৩.১২.৩ স্বল্প-মেয়াদী কর্মচারীদের কল্যান সুবিধাদি

স্বল্প মেয়াদি কর্মচারী কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহকে আনডিসকাউন্টেড ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সেবা বাবদ ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। সারা বছরে কর্মচারীদের যে ছুটি জমা হয় তা তাদের ভোগ করার বিধান থাকলেও তারা তা গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক কর্মচারীদের সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ও অব্যবহৃত ছুটির ভিত্তিতে এই ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

৩.১৩ আয় বিষয়ক স্বীকৃতি

৩.১৩.১ পণ্যসমূহ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়

৩.১৩.১.১ বিক্রিত পণ্যসমূহ

গৃহীত বা গৃহীতব্য বিবেচনার নিরপেক্ষ মূল্য, রিটার্ণ ও ভাতা ও বাণিজ্য বিষয়ক ডিসকাউন্টসমূহের মোট পরিমান অনুযায়ী পণ্যাদির বিক্রয় হতে আয় পরিমাপ করা হয়। আয় স্বীকৃত হয় যখন ক্রেতার নিকট মালিকানা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তরিত হয়, বিবেচনাসমূহ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, পণ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও সম্ভাব্য রিটার্ন নির্ভরযোগ্যভাবে আনুমানিক হিসাব করা যায়, পণ্যের ক্ষেত্রে কোন অব্যাহত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমান নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। সাধারণত পণ্য তালিকার পাশাপাশি পণ্যের সরবরাহের সময় এগুলো সাধিত হয়।

৩.১৩.১.২ বিক্রয় সরবরাহ হতে নগদ প্রাপ্তি

যখন বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ডেলিভারী দেয়া হয় এবং নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন আয় স্বীকৃত হয়।

৩.১৩.২ সেবাসমূহ

প্রদত্ত সেবাসমূহ হতে প্রাপ্ত আয় প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে লেনদেন সমাপ্ত হওয়ার পর্যায় অনুপাতে কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী নির্দেশক হিসাবে স্বীকৃত হয়। সিলিন্ডার ভাড়া নগদ অর্থের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়।

৩.১৩.৩ কমিশন

যখন কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানী প্রিন্সিপাল না হয়ে বরং একটি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তখন কোম্পানী কর্তৃক গৃহীতব্য কমিশনের নীট পরিমাণ হিসেবে আয় স্বীকৃত হয়।

৩.১৪ ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ

ফাইন্যান্স বিষয়ক আয় বলতে বিনিয়োগকৃত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ আয় বোঝায়। সুদ বাবদ আয় ক্রমবর্ধিষ্ণু হিসাবের ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়।

ফাইন্যান্স বিষয়ক ব্যয় বলতে ওভার ড্রাফটজনিত সুদ বাবদ ব্যয়, ফিন্যান্স লীজ এবং ব্যাংক চার্জসমূহ বোঝায়। ফাইন্যান্স বিষয়ক সকল ব্যয় কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী বিষয়ক হিসাবে স্বীকৃত হয়।

৩.১৫ আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন

বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর পুরোপুরি অধিকৃত একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশ হিসাবরক্ষণ নীতিমালার (BAS) ২৭নং (কনসলিডেটেড এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ) বিধি অনুযায়ী সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীর সাথে একত্রিত করা হয়েছে। আন্তঃগ্রুপ ব্যালেন্সেস এবং আন্তঃগ্রুপ লেন-দেন হতে উদ্ভূত অহস্তান্তরিত আয় ও ব্যয়সমূহ একত্রীকৃত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সম্পুর্নভাবে বাদ দেয়া হয়েছে।

৩.১৬ শেয়ারপ্রতি আয়

কোম্পানী তার সাধারণ শেয়ারের জন্য শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়-এর (EPS) ডাটা উপস্থাপন করেছে।

৩.১৬.১ শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়

সাধারন শেয়ারহোল্ডাদের অর্জিত আয় বা লোকসান (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) এবং এ বছরের বকেয়া ওয়েটেড এভারেজ সাধারণ শেয়ারের সংখ্যার সহিত বিভাজনের মাধ্যমে শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) নির্ধারিত হয়।

৩.১৭ নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

সরাসরি ভিত্তিতে পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.১৮ প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ, যা প্রতিবেদন তারিখে কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে বাড়তি তথ্য প্রদান করে, সেই ইভেন্টসমূহ আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ম্যাটেরিয়াল ইভেন্টসমূহ, যেগুলো এ্যাডজাস্টিং ইভেন্ট নয়, সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে যা টীকা ৪০-এ দেখানো হয়েছে।

৪. আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও দেখাশোনা করার সার্বিক দায়-দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়। কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গঠন করা হয় যাতে কোম্পানির যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হয় সেগুলো শনাক্ত করা ও বিশ্লেষণ করা যায়, যথাযথ ঝুঁকির সীমা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায় এবং ঝুঁকি পরিবীক্ষণ করা ও ঝুঁকির সীমা মেনে চলা যায়। বাজার পরিস্থিতি ও কোম্পানি কার্যক্রমের পরিবর্তন তুলে ধরার লক্ষ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। আর্থিক দলিলাদি ব্যবহার হেতু কোম্পানির নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

- বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি (credit risk)
- তারল্য ঝুঁকি (liquidity risk)
- বাজার ঝুঁকি (market risk)

এই টীকাতে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো ঃ কোম্পানির উপরোক্ত প্রতিটি ঝুঁকির মুখে পড়া সংক্রান্ত তথ্য; ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোম্পানির যেসব উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্ম-প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো সম্পর্কিত তথ্য; এবং কোম্পানির মূলধন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য।

৪.১ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি (credit risk)

কোম্পানির কোনো গ্রাহক বা কোম্পানির আর্থিক দলিলের কোনো প্রতিপক্ষ তার চুক্তির দায়সমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে কোম্পানি যে আর্থিক লোকসানের ঝুঁকির মুখে পড়ে তা-ই হলো বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি।

প্রধানত গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কোম্পানির বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, যেসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হলো শিল্পের default ঝুঁকি ও গ্রাহকের আর্থিক ক্ষমতা। এসব উপাদান কোম্পানির জন্য বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। কোনো বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির আধিক্য নেই।

কোম্পানির ডেটরস ম্যানেজমেন্ট রিভিউ কমিটি (Debtors Management Review Committee) একটি 'বাকীতে বিক্রির নীতি' (Credit Policy) প্রণয়ন করেছে। কোম্পানির মূল্য পরিশোধ ও সরবরাহ সংক্রান্ত শর্তাবলী (payment and delivery terms & conditions) প্রস্তাব করার পূর্বে বাকীতে বিক্রি সংক্রান্ত এই নীতির অধীনে প্রত্যেক নতুন গ্রাহককে তার বাকীতে ক্রয়যোগ্যতার (creditworthiness) নিরিখে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য credit limit বা বাকীতে বিক্রির সীমা নির্ধারণ করা হয়। কোনো গ্রাহকের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা দ্বারা কমিটির অনুমোদন চাওয়া ছাড়াই বাকীতে মুক্তভাবে সেই গ্রাহকের নিকট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা যেতে পারে তা নির্দেশ করা হয়। গ্রাহকদের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা বছরে কমপক্ষে একবার পর্যালোচনা করা হয়। যেসব গ্রাহক কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত Benchmark Creditworthiness বা বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণে ব্যর্থ হয় সেসব গ্রাহক কোম্পানির সাথে কেবলমাত্র নগদ প্রদান / অগ্রিম নগদ জমা ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারে।

অনাদায়ী বকেয়া (doubtful debts) নিষ্পত্তির জন্য কোম্পানি একটি 'অনাদায়ী বকেয়া নিষ্পত্তি নীতি' (provision policy) প্রণয়ন করেছে। এই নীতির আলোকে trade debtors বা ব্যবসায়িক দেনাদারদের দেনা বাবদ কোম্পানির লোকসানের হিসাব পাওয়া যাবে। কোম্পানি ৯০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক দেনাদারদের ৫০% দেনা এবং ১৮০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক দেনাদারদের ১০০% দেনার নিষ্পত্তির বিধান করেছে।

২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্যের পরিমাণ ছিল ৭৭৯,৩০৬ হাজার টাকা (২০১০ঃ ১,০৯৯,৮১৯ হাজার টাকা), যা, এসব সম্পদের বিপরীতে, কোম্পানির বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ পরিমাণের সক্ষমতা নির্দেশ করে। কোম্পানির এই অর্থ ও অর্থের সমতূল্যসমূহ বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখা আছে। এসব ব্যাংক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ (সিআরএবি) এবং ক্রেডিট রেটিং ইনফর্মেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (সিআরআইএসএল)-এর রেটিং অনুসারে AA3 থেকে AAA পর্যন্ত রেটিংপ্রাপ্ত ব্যাংক।

আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রত্যেক আর্থিক সম্পদের চলতি মূল্য দ্বারা বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নির্দেশিত হয়েছে।

৪.২ তারল্য ঝুঁকি (liquidity risk)

কোম্পানির আর্থিক দায়সমূহ পরিশোধের সময় হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি সেগুলো পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়লে সেই ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলা হয়। কোম্পানির তারল্য (নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহ) ব্যবস্থাপনা কৌশল হলো, অগ্রহণযোগ্য লোকসান স্বীকার না করে কিংবা কোম্পানির সুনামকে ক্ষতির ঝুঁকিতে না ফেলে, স্বাভাবিক ও চাপযুক্ত উভয় অবস্থাতেই, পরিশোধের সময় হলেই যাতে কোম্পানি তার দায়সমূহ পরিশোধ করতে পারে সে জন্য যতদূর সম্ভব কোম্পানির কাছে সব সময় যথেষ্ট পরিমাণে তারল্য থাকা নিশ্চিত করা। সাধারণত, কোম্পানি যেরকম যথাযথ বিবেচনা করে সেরকম সময়কালের প্রত্যাশিত পরিচালন ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য থাকা নিশ্চিত করে; তবে এই ব্যয়ের মধ্যে পূর্বে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় না এমন চরম পরিস্থিতি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তদুপরি, আবশ্যক পাওনা পরিশোধে কোম্পানির নিকট যথেষ্ট নগদ অর্থ না থাকার ক্ষেত্রে দায়সমূহের অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করতে লিন্ডে গ্রুপ তফশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে স্বল্প মেয়াদি ঋণ গ্রহণ সুবিধা (Short Term Lines of Credit) বজায় রাখতে চায় (টীকা ১১.১)।

৪.৩ বাজার ঝুঁকি (market risk)

বাজার পরিস্থিতিতে যে কোনো পরিবর্তন ঘটার কারণে, যেমন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে, সুদের হারে ও পণ্যসামগ্রীর মূল্যে পরিবর্তন ঘটার কারণে কোম্পানির আয় কমে যাওয়ার বা কোম্পানির আর্থিক দলিলাদির হোল্ডিং থেকে পাওনা অর্থের মূল্যমান কমে যাওয়ার যে ঝুঁকি দেখা দেয় তা-ই বাজার ঝুঁকি। কোম্পানির বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো, কোম্পানির বাজার ঝুঁকিগ্রস্ততা ব্যবস্থাপনা ও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা, এবং সেই সাথে কোম্পানির বিনিয়োগ থেকে সর্বোত্তম মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করা।

ক) মুদ্রা সংক্রান্ত ঝুঁকি (currency risk)

কোম্পানির যেসব আয় ও ক্রয় বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন হয়ে থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে কোম্পানি মুদ্রা সংক্রান্ত ঝুঁকির শিকার হতে পারে। কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন হওয়া বেশির ভাগ কার্যক্রম চলে আমেরিকান ডলার (USD), ইউরো, সিঙ্গাপুরি ডলার (SGD) ও গ্রেট ব্রিটেনের পাউন্ডে (GBP) এবং বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনকৃত কোম্পানির বেশির ভাগ কার্যক্রম বিদেশ থেকে কাঁচামাল ও মূলধনি উপকরণ সংগ্রহের সাথে সম্পর্কিত। কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রেও কোম্পানিকে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করতে হয়। এ ছাড়া, কোম্পানি পণ্য ও সেবার রপ্তানি ও অনুমিত রপ্তানি থেকেও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে।

মুদ্রা সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে, কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন হবে তার এমন সব আসন্ন ক্রয়সমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে 'Forward Contract' চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যাতে করে কোম্পানির মুদ্রা সংক্রান্ত ঝুঁকিগ্রস্ততাকে গ্রহণযোগ্য নিম্ন মাত্রায় রাখা নিশ্চিত করা যায়।

খ) সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি (interest rate risk)

সুদের হারে পরিবর্তন ঘটার কারণে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি (interest rate risk)। সুদের হার বাড়া বা কমার কারণে কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট দায়সমূহে কোনো উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। প্রতিবেদনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে কোম্পানি derivative দলিল ভিত্তিক কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি।

গ) পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (commodity risk)

পণ্যের মূল্য ওঠানামা করার কারণে (কোম্পানির সম্পদ ও পণ্যের) ভবিষ্যৎ বাজার মূল্যমান এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ আয়ের পরিমাণ বা আকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় তাকে বলা হয় পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (commodity risk)। যেহেতু কোম্পানি উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য এমএস তার, ব্লেন্ডেড পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে তাই এসব উপকরণ ক্রয় করার ফলে কোম্পানি পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকির মুখে পড়ে। সরবরাহকারীদের সাথে 'সরবরাহ চুক্তি'র (supply contract) মাধ্যমে পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

৪.৪ মূলধন ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির কার্যক্রমকে একটি সচল কার্যক্রম হিসেবে বজায় রাখা নিশ্চিত করতে কোম্পানির যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অভ্যন্তরীণ মূলধন থাকা আবশ্যক তা নিরূপণ করার মাধ্যমে সেই মোতাবেক কোম্পানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের বাস্তবায়নই হলো মূলধন ব্যবস্থাপনা। শেয়ার মূলধন, সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল ও পূনর্মূল্যায়িত সংরক্ষিত তহবিলের সমন্বয়ে কোম্পানির মূলধন গঠিত। নির্ধারিত মাত্রার চাইতে উচ্চতর অংকের মূলধনের ক্ষেত্রে, সকল বড় ধরনের বিনিয়োগ ও পরিচালন সিদ্ধান্ত বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়িত ও অনুমোদিত হতে হয়। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণকে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় পরিচালকমন্ডলী তার মাত্রাও পরিবীক্ষণ করে থাকেন।

৫. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

ক) ক্রয় মূল্য

২০১১

বিবরণ	ক্রয় মূল্য				অবচয় খরচ				
	১লা জানুয়ারী ২০১১ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০১১	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ এ মূল্য	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের অবচয় বাদে পূনঃমূল্যায়নের মূল্য
	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
লাখেরাজ ভূমি	৩০,৫১১	৭,৩৯০	-	৩৭,৯০১	-	-	-	-	৩৭,৯০১
লাখেরাজ দালান	১৬১,৮৪২	১০১,৬৭৮	-	২৬৩,৫২০	৪১,২৫৯	৫,৮৪০	-	৪৭,০৯৯	২১৬,৪২১
ইজারাকৃত দালান	১১২,৫৩৮	৬,৮১২	-	১১৯,৩৫০	২৮,৯৬৯	৩,২৪০	-	৩২,২০৯	৮৭,১৪১
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডারস্ (স্টোরেসট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটরসহ)	১,৮৪১,৫৩১	৩২২,৪২৬	(৭৭,৭৮২)	২,০৮৬,১৭৫	১,২৯২,১২০	১০৭,৯৬০	(৭৬,৬৬৬)	১,৩২৩,৪১৪	৭৬২,৭৬১
মোটর গাড়ী	৫৭,৩৫৪	৯,৩৫৩	(৭,২৪১)	৫৯,৪৬৬	৪৫,৪৬৪	৪,৮৬২	(৬,০৬৯)	৪৪,২৫৭	১৫,২০৯
আসবাবপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম	৬৫,৭৫৭	৫,২২৫	(২,০৬৭)	৬৮,৯১৫	৪৮,৯৬৫	৪,৬৫০	(১,৯৫১)	৫১,৬৬৪	১৭,২৫১
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৩৮,৭০২	১১,২৮৪	(৪,৪৪৩)	৪৫,৫৪৩	২৪,৮৫৪	৪,৮১৬	(৪,৪১৮)	২৫,২৫২	২০,২৯১
	২,৩০৮,২৩৫	৪৬৪,১৬৮	(৯১,৫৩৩)	২,৬৮০,৮৭০	১,৪৮১,৬৩১	১৩১,৩৬৮	(৮৯,১০৪)	১,৫২৩,৮৯৫	১,১৫৬,৯৭৫
নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় (টীকা ৫.১)	২১৫,১৯৯	৩২৯,৬২৫	(৪৬৪,১৬৮)	৮০,৬৫৬	-	-	-	-	৮০,৬৫৬
সাব-টোটাল (ক)	**২,৫২৩,৪৩৪**	**৭৯৩,৭৯৩**	**(৫৫৫,৭০১)**	**২,৭৬১,৫২৬**	**১,৪৮১,৬৩১**	**১৩১,৩৬৮**	**(৮৯,১০৪)**	**১,৫২৩,৮৯৫**	**১,২৩৭,৬৩১**

২০১০

বিবরণ	ক্রয় মূল্য				অবচয় খরচ				
	১লা জানুয়ারী ২০১০ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০১০	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের অবচয় বাদে পূনঃমূল্যায়নের মূল্য
	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
লাখেরাজ ভূমি	২৯,৯৬৭	৫৪৪	-	৩০,৫১১	-	-	-	-	৩০,৫১১
লাখেরাজ দালান	১৫৭,৯১৩	৩,৯২৯	-	১৬১,৮৪২	৩৭,০১৬	৪,২৪৩	-	৪১,২৫৯	১২০,৫৮৩
ইজারাকৃত দালান	১০৭,৩০৩	৫,২৩৫	-	১১২,৫৩৮	২৬,১২২	২,৮৪৭	-	২৮,৯৬৯	৮৩,৫৬৯
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডারস্ (স্টোরেসট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটরসহ)	১,৮১০,৬৭০	৬৫,১৫৭	(৩৪,২৯৬)	১,৮৪১,৫৩১	১,২০৬,৭৪৪	১১২,৮৫০	(২৭,৪৭৪)	১,২৯২,১২০	৫৪৯,৪১১
মোটর গাড়ী	৫২,২০৩	৭,২৯৮	(২,১৪৭)	৫৭,৩৫৪	৪৩,২৪৬	৪,৩৬৫	(২,১৪৭)	৪৫,৪৬৪	১১,৮৯০
আসবাবপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম	৬৪,৩৭৩	৩,৬০৬	(২,২২২)	৬৫,৭৫৭	৪৬,৮৫০	৪,৩৩৭	(২,২২২)	৪৮,৯৬৫	১৬,৭৯২
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৪৭,৯৩৩	৬,২৭৪	(১৫,৫০৫)	৩৮,৭০২	৩৬,৮২৯	৩,৫৩০	(১৫,৫০৫)	২৪,৮৫৪	১৩,৮৪৮
	২,২৭০,৩৬২	৯২,০৪৩	(৫৪,১৭০)	২,৩০৮,২৩৫	১,৩৯৬,৮০৭	১৩২,১৭২	(৪৭,৩৪৮)	১,৪৮১,৬৩১	৮২৬,৬০৪
নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় (টীকা ৫.১)	৪৬,৮৩৪	২৬০,৪০৮	(৯২,০৪৩)	২১৫,১৯৯	-	-	-	-	২১৫,১৯৯
সাব-টোটাল (খ)	**২,৩১৭,১৯৬**	**৩৫২,৪৫১**	**(১৪৬,২১৩)**	**২,৫২৩,৪৩৪**	**১,৩৯৬,৮০৭**	**১৩২,১৭২**	**(৪৭,৩৪৮)**	**১,৪৮১,৬৩১**	**১,০৪১,৮০৩**

খ) পূনঃমূল্যায়ন

২০১১

বিবরণ	পূনঃমূল্যায়ন				অবচয় খরচ				
	১লা জানুয়ারী ২০১১ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০১১	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ এ মূল্য	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের অবচয় বাদে পূনঃমূল্যায়নের মূল্য
	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
লাখেরাজ ভূমি	১৪৭	-	-	১৪৭	-	-	-	-	১৪৭
লাখেরাজ দালান	১৭৬	-	-	১৭৬	১০০	১১	-	১১১	৬৫
ইজারাকৃত দালান	১৯,৮৫১	-	-	১৯,৮৫১	১৮,৩২৫	৫৩৬	-	১৮,৮৬১	৯৯০
সাব-টোটাল (গ)	**২০,১৭৪**	**-**	**-**	**২০,১৭৪**	**১৮,৪২৫**	**৫৪৭**	**-**	**১৮,৯৭২**	**১,২০২**

২০১০

বিবরণ	পূনঃমূল্যায়ন				অবচয় খরচ				
	১লা জানুয়ারী ২০১০ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০১০	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের অবচয় বাদে পূনঃমূল্যায়নের মূল্য
	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
লাখেরাজ ভূমি	১৪৭	-	-	১৪৭	-	-	-	-	১৪৭
লাখেরাজ দালান	১৭৬	-	-	১৭৬	৮৯	১১	-	১০০	৭৬
ইজারাকৃত দালান	১৯,৮৫১	-	-	১৯,৮৫১	১৭,৭৩৯	৫৮৬	-	১৮,৩২৫	১,৫২৬
সাব-টোটাল (ঘ)	**২০,১৭৪**	**-**	**-**	**২০,১৭৪**	**১৭,৮২৮**	**৫৯৭**	**-**	**১৮,৪২৫**	**১,৭৪৯**

সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম এবং পূনঃমূল্যায়ন মূল্যঃ

টাকা'০০০

৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ (ক+গ)	**২,৫৪৩,৬০৮**	**৭৯৩,৭৯৩**	**(৫৫৫,৭০১)**	**২,৭৮১,৭০০**	**১,৫০০,০৫৬**	**১৩১,৯১৫**	**(৮৯,১০৪)**	**১,৫৪২,৮৬৭**	**১,২৩৮,৮৩৪**
৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ (খ+ঘ)	২,৩৩৭,৩৭০	৩৫২,৪৫১	(১৪৬,২১৩)	২,৫৪৩,৬০৮	১,৪১৪,৬৩৫	১৩২,৭৬৯	(৪৭,৩৪৮)	১,৫০০,০৫৬	১,০৪৩,৫৫২

৫.১ নির্মাণাধীন ব্যয়ে মূলধন

	১লা জানুয়ারী এর উদ্বৃত্ত ২০১১	চলতি বছরের সংযোজন	সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম হস্তান্তরিত	৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত ২০১১	১লা জানুয়ারী এর উদ্বৃত্ত ২০১০	চলতি বছরের সংযোজন	সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম হস্তান্তরিত	৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত ২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
লাখেরাজ ভূমি, লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালান	৫৬,৫১৫	৬০,৮৩৪	(১১৫,৮৮০)	১,৪৬৯	৯১৩	৬৩,৮৭৭	(৮,২৭৫)	৫৬,৫১৫
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, সিলিন্ডারস্ এবং মোটর গাড়ী	১৫৮,৬৮৪	২৪৬,৩১৮	(৩৩১,৭৭৯)	৭৩,২২৩	৪৫,৯২১	১৮৬,৬৫১	(৭৩,৮৮৮)	১৫৮,৬৮৪
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	-	৯,০৭৪	(৫,২২৫)	৩,৮৪৯	-	৩,৬০৬	(৩,৬০৬)	-
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	-	১৩,৩৯৯	(১১,২৮৪)	২,১১৫	-	৬,২৭৪	(৬,২৭৪)	-
	২১৫,১৯৯	**৩২৯,৬২৫**	**(৪৬৪,১৬৮)**	**৮০,৬৫৬**	**৪৬,৮৩৪**	**২৬০,৪০৮**	**(৯২,০৪৩)**	**২১৫,১৯৯**

৫.২ এ বছরের অবচয় ব্যয়ের বরাদ্দ

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
বিক্রিত পণ্যের খরচ (টীকা ২১.১)	৯০,৪৩৫	৯৩,১৮৪
পরিচালনা ব্যয় (টীকা ২২)	৪১,৪৮০	৩৯,৫৮৫
	১৩১,৯১৫	**১৩২,৭৬৯**

৬. অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ

২০১১

	ক্রয় মূল্য				অ্যামোরটাইজেশন				
বিবরণ	১লা জানুয়ারী ২০১১ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০১১	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ এ মূল্য	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের অবচয় বাদে পুনঃমূল্যায়নের মূল্য
	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
ইআরপি সফ্টওয়্যার	৬,৯১৯	-	-	৬,৯১৯	৫,১৫৭	৩৬৫	-	৫,৫২২	১,৩৯৭
অন্যান্য সফ্টওয়্যারস্*	৮,৮৯২	৫২১	-	৯,৪১৩	৫,৮৮৮	১,২৪৬	-	৭,১৩৪	২,২৭৯
মোট	**১৫,৮১১**	**৫২১**	**-**	**১৬,৩৩২**	**১১,০৪৫**	**১,৬১১**	**-**	**১২,৬৫৬**	**৩,৬৭৬**

২০১০

	ক্রয় মূল্য				অ্যামোরটাইজেশন				
বিবরণ	১লা জানুয়ারী ২০১০ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০১০	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের অবচয় বাদে পুনঃমূল্যায়নের মূল্য
	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
ইআরপি সফ্টওয়্যার	৬,৯১৯	-	-	৬,৯১৯	৪,৭৯২	৩৬৫	-	৫,১৫৭	১,৭৬২
অন্যান্য সফ্টওয়্যারস্*	৮,৩৯৪	৪৯৮	-	৮,৮৯২	৪,৬৪৫	১,২৪৩	-	৫,৮৮৮	৩,০০৪
মোট	**১৫,৩১৩**	**৪৯৮**	**-**	**১৫,৮১১**	**৯,৪৩৭**	**১,৬০৮**	**-**	**১১,০৪৫**	**৪,৭৬৬**

* সার্ভার সফ্টওয়্যার এবং অন্যান্য এপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারস্ অন্যান্য সফ্টওয়্যারস্ এর অন্তর্ভূক্ত ।

৭. সাবসিডিয়ারী কোম্পানীতে বিনিয়োগ

এই হিসাবে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেডের ১৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০০/= টাকা করে কোম্পানীর নামে প্রতিয়মান হয়েছে। এই সাবসিডিয়ারী কোম্পানীটি ৩১শে ডিসেম্বর ২০১১ সমাপ্ত বছরের টাঃ ৩৬,৫৭৫ লোকসান করে (২০১০ঃ টাঃ ৪৯,০০০)।

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
৮. মজুদ সামগ্রী		
কাঁচামাল	৪৩৩,২০০	১৫৭,২৬২
উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ	১১৬,২৮৪	৭৭,৫৯০
চালান অধীন মালামাল	৩৫,৫৩২	৫৫,৪৮৬
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রপাতি	৭২,২৯৯	৭১,১৪০
	৬৫৭,৩১৫	**৩৬১,৪৭৮**

মজুদ সামগ্রী অসংখ্য আইটেমের এবং পরিমাপের বৈচিত্র্যময় এককসমূহ বিচারে আইটেমের বিপরীতে মজুদ সামগ্রীর পরিমান প্রকাশ করা দূরূহ ব্যাপার।

৯. বাণিজ্যিক দেনাদার		
ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য	৮১,৯৭২	৮১,৭০১
ছয় মাসের কম সময়ের জন্য	১২২,৭৫৭	১৩০,৬৩৯
	২০৪,৭২৯	২১২,৩৪০
সন্দেহজনক দেনা বাবদ বরাদ্দ (টীকা ৯.১)	(১৮,১৩৬)	(১২,২৩৭)
	১৮৬,৫৯৩	**২০০,১০৩**

৯.১ যেসব ক্ষেত্রে দেনা নির্ধারিত সময়সীমার পর ৯০ দিন বা ১৮০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করা হয়নি, কোম্পানীর নীতি অনুযায়ী সেগুলোর ক্ষেত্রে সন্দেহজনক দেনাবাবদ যথাক্রমে ৫০% ও ১০০% হারে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়। দেনা আদায়ের ব্যাপারে আগের সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ২০১১ সালে টাকা ৫,৮৯৯ হাজার অবমুক্ত করা হয়েছে।

১০. অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ		
কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩৯,০৫২	৪১,৪৪৮
সরবরাহকারীদেরকে প্রদত্ত অগ্রিম	৭,৪৯২	৭,৯৯২
রাজবারী এন্টারপ্রাইজকে ঋণ প্রদান	৫,২৩১	৫,২২৬
স্থায়ী আমানতের উপর সঞ্চিত সুদ	১৮,৯৫০	১৩,৬৪৫
জমা এবং আগাম পরিশোধ	২৯,১৩০	২২,৭২৪
চলতি হিসাবে মূল্য সংযোজন কর	৩৪,৬৩১	২৬,৬০৬
	১৩৪,৪৮৬	**১১৭,৬৪১**

এই অর্থসমূহ অঙ্গীকারবদ্ধ নয় এবং বিবেচিত মালামাল এই অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধসমূহের মধ্যে টাঃ ৯৭,৬৭৫ হাজার (২০১০ঃ টাঃ ৭৯,৪৬৭ হাজার) প্রতিবেদন তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে আদায়যোগ্য।

১১. নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ		
নগদ তহবিল	১,০৪৪	৮২৬
ব্যাংকে গচ্ছিত	২২৮,২৬২	২৭৩,৫৮৮
ব্যাংকে স্থায়ী গচ্ছিত	৫৫০,০০০	৮০০,০০০
	৭৭৯,৩০৬	**১,০৭৪,৪১৪**

স্থায়ী আমানতের মেয়াদকাল তিন মাস, কিংবা কম, নতুবা তার আগেও ম্যানেজম্যান্ট ইচ্ছে করলে ভাংতে পারেন।

১১.১ ক্রেডিট সুবিধাদি - ৩১শে ডিসেম্বর		
কোম্পানির ক্রেডিট সুবিধাদি		
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিঃ	৫৮০,০০০	৫৮০,০০০
সিটি ব্যাংক এন,এ	-	১২০,০০০
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোঃ লিঃ	৩৫০,০০০	১৫০,০০০
	৯৩০,০০০	**৮৫০,০০০**

১১ এ) কনসলিডেটেড নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ		
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	৭৭৯,৩০৬	১,০৭৪,৪১৪
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	(২)	(২)
	৭৭৯,৩০৪	**১,০৭৪,৪১২**

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
১২. শেয়ার মূলধন		
অনুমোদিতঃ		
প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে ২,০০,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার	২০০,০০০	২০০,০০০
ইস্যুকৃত, বিক্রয়কৃত এবং মূল্য পরিশোধিতঃ		
৩,৬১৬,৯০২টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ বাবদ ইস্যু	৩৬,১৬৯	৩৬,১৬৯
৯,৯৯,৪৯৮টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ অর্থ ছাড়া ইস্যু করা হয়েছে	৯,৯৯৫	৯,৯৯৫
১০,৬০১,৮৮০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে বোনাস হিসাবে ইস্যু করা হয়েছে	১০৬,০১৯	১০৬,০১৯
	১৫২,১৮৩	**১৫২,১৮৩**

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাবঃ		**শতকরা হার**		**টাকা'০০০**
	২০১১	২০১০	২০১১	২০১০
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৬০.০	৬০.০	৯১,৩১০	৯১,৩১০
বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি)	১৬.৪	১৬.১	২৫,০০৫	২৪,৫৭৫
বাংলাদেশ ডেভোলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল)	১.১	১.১	১,৭১৫	১,৭১৫
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি)	১.৪	১.৪	২,০৪৬	২,০৫৪
অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ	২১.১	২১.৪	৩২,১০৭	৩২,৫২৯
	১০০.০	**১০০.০**	**১৫২,১৮৩**	**১৫২,১৮৩**

হোল্ডিং অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের শ্রেণী বিভাগঃ		**হোল্ডারদের সংখ্যা**		**মোট শতকরা হোল্ডিংস**
হোল্ডিংস	২০১১	২০১০	২০১১	২০১০
৫০০ শেয়ারের কম	৮,১৩৫	৮,৯৪৮	৪.৫৩	৫.২৭
৫০০ থেকে ৫,০০০ শেয়ার	৫২৫	৮১০	৪.১১	৬.৪১
৫,০০১ থেকে ১০,০০০ শেয়ার	৪১	৪০	১.৮০	১.৮৩
১০,০০১ থেকে ২০,০০০ শেয়ার	২৭	২৮	২.৬১	২.৬৭
২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ শেয়ার	১২	১১	১.৮৯	১.৭৮
৩০,০০১ থেকে ৪০,০০০ শেয়ার	৬	৭	১.৩৬	১.৫৮
৪০,০০১ থেকে ৫০,০০০ শেয়ার	৬	২	১.৮৩	০.৬২
৫০,০০১ থেকে ১,০০,০০০ শেয়ার	৫	৬	২.১৯	২.৭৪
১,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০০ শেয়ার	৫	৪	১০.৮৬	৮.৩০
১০,০০,০০০ শেয়ারের উপরে	২	২	৬৮.৮২	৬৮.৮০
	৮,৭৬৪	**৯,৮৫৮**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

১৩. সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল		
প্রারম্ভিক স্থিতি	১,৮২৩,১৪১	১,৬৬৬,১৭৭
চলতি বছরের মুনাফা	৬৮১,৫১৫	৬৬৮,০৬৮
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(লোকসান)	২১,০৩২	(১৩,৪৬৬)
চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান	(১৫২,১৮৩)	(১১৭,১৮১)
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	(৩৮০,৪৫৭)	(৩৮০,৪৫৭)
	১,৯৯৩,০৪৮	**১,৮২৩,১৪১**

১৩ এ) কনসলিডেটেড সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল		
প্রারম্ভিক স্থিতি	১,৮২৩,৬৫৪	১,৬৬৬,৭৩৯
চলতি বছরের মুনাফা	৬৮১,৪৭৮	৬৬৮,০১৯
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(লোকসান)	২১,০৩২	(১৩,৪৬৬)
চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান	(১৫২,১৮৩)	(১১৭,১৮১)
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	(৩৮০,৪৫৭)	(৩৮০,৪৫৭)
	১,৯৯৩,৫২৪	**১,৮২৩,৬৫৪**

১৪. কর্মচারী কল্যান		
পেনশন তহবিল (টীকা ১৪.১)	-	২৭,৫৩৮
গ্র্যাচুইটি স্কীম (টীকা ১৪.২)	৮৫,৫৩৮	৮৬,৮৫৪
	৮৫,৫৩৮	**১১৪,৩৯২**

১৪.১ পেনশন তহবিল

বিদ্যমান পেনশন স্কীমের পরিবর্তে কোম্পানি একটি নতুন এমপ্লয়ি বেনিফিট এ্যারেঞ্জমেন্ট বা কর্মচারী কল্যান ব্যবস্থা চালু করেছে। এই নতুন ব্যবস্থা কর্মচারীদের জন্য একটি বাড়তি বোনাস। এই নতুন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল ম্যানেজমেন্ট স্টাফদের বার্ষিক ডিসপোজেবল আয় বৃদ্ধি করা। পেনশন স্কীমের বিদ্যমান সকল সদস্য নতুন বোনাস ব্যবস্থার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং পেনশন স্কীম অনুযায়ী তাদের পেনশন ব্যবস্থা পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করেছেন। পেনশন স্কীম ট্রাস্টি একচুয়ারিয়াল মূল্য নির্ধারণ সাপেক্ষে সদস্যদের জন্য পেনশন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোম্পানি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট প্ল্যানের আওতায় গ্র্যাচুইটি ফান্ড এবং রিটায়ারমেন্ট কন্ট্রিবিউশন প্ল্যানের আওতায় কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু রেখেছে।

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
নির্ধারিত সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত দায়িত্বের বর্তমান মূল্য	-	১৬১,২২০
*প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের সঠিক মূল্য	-	(১৩৩,৬৮২)
প্ল্যান-এ ঘাটতি	-	২৭,৫৩৮

*প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে ট্রেজারী বিল, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র (PSP) ইত্যাদিতে বিনিয়োগ এবং ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ।

১৪.১.১ নির্ধারিত সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত দায়িত্বের বর্তমান মূল্যের সঞ্চালন		
নির্ধারিত সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত দায়িত্ব - ১ জানুয়ারী	১৬১,২১৯	১৪৩,৪৮০
সুবিধাদি প্রদান বাবদ পরিশোধিত অর্থ	(১৪৪,১৩৪)	(১৬,৬০৩)
বর্তমান সেবাবাবদ ব্যয়	৩,০১৬	৮,২১৫
সুদবাবদ ব্যয়	৩,২১৭	১৩,০৬৭
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ে বীমা হিসাবঘটিত ক্ষতি	(২৩,৩১৯)	১৩,০৬০
নির্ধারিত সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত দায়িত্বের বর্তমান মূল্য- ৩১ ডিসেম্বর	-	১৬১,২১৯
১৪.১.২ প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের সঠিক মূল্যের সঞ্চালন		
প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের সঠিক মূল্য- ১ জানুয়ারী	১৩৩,৬৮২	১৩৪,০২৪
প্ল্যান-এ কোম্পানীর অবদান	১১,৪০০	৭,৯৩৯
সুবিধাদি প্রদান বাবদ পরিশোধিত অর্থ	(১৪৪,১৩৪)	(১৬,৬০৩)
প্ল্যান সম্পত্তিসমূহ হতে প্রত্যাশিত ফেরত	১,৩৩৭	৮,৩২২
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ে বীমা হিসাবঘটিত লাভ/(ক্ষতি)	(২,২৮৫)	-
প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের সঠিক মূল্য- ৩১ ডিসেম্বর	-	১৩৩,৬৮২
১৪.১.৩ লাভ বা লোকসানে স্বীকৃত ব্যয়		
বর্তমান সেবা প্রদান বাবদ ব্যয়	৩,০১৫	৮,২১৫
সুদবাবদ ব্যয়	৩,২১৭	১৩,০৬৭
প্ল্যান সম্পত্তিসমূহ হতে প্রত্যাশিত ফেরত	(১,৩৩৭)	(৮,৩২২)
	৪,৮৯৫	১২,৯৬০
১৪.১.৪ একচুয়ারিয়াল স্বীকৃত লাভ/(ক্ষতি) অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ে		
একচুয়ারিয়াল (লাভ)/ক্ষতি নির্ধারিত সুবিধাদি হতে	২৩,৩১৯	(১৩,৪৬৬)
প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের সঠিক মূল্য হতে একচুয়ারিয়াল ক্ষতি	(২,২৮৫)	-
	২১,০৩২	(১৩,৪৬৬)
১৪.১.৫ একচুয়ারিয়াল অনুমান		
বাট্টা হার -৩১শে ডিসেম্বর	৩১.৪২%	৬.০০%
প্ল্যান সম্পত্তিসমূহ হতে প্রত্যাশিত ফেরত	৫.০০%	৫.০০%
ভবিষ্যত বেতন বৃদ্ধি	৮.০০%	৮.০০%
ভবিষ্যত পেনশন বৃদ্ধি	২.৬০%	২.৫০%

আয়ুষ্কাল বা মর্টালিটি টেবিল এ(৪৯-৫২) এবং পিএ(৯০) চূড়ান্ত অনুযায়ী ভবিষৎ মর্টালিটি সম্পর্কিত আনুমানিক ধারনা করা হয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর ধরা হয়।

১৪.২ গ্র্যাচুইটি স্কীম		
১ জানুয়ারী-এর উদ্বৃত্ত	৮৬,৮৫৪	৭২,০৫০
এ বছরের বরাদ্দ	২৪,০৬১	২৩,০২৭
	১১০,৯১৫	**৯৫,০৭৭**
এ বছরের প্রদান	(২৫,৩৭৭)	(৮,২২৩)
৩১শে ডিসেম্বর-এর উদ্বৃত্ত	**৮৫,৫৩৮**	**৮৬,৮৫৪**

১৫. বিলম্বিত কর দায়সমূহ

বিলম্বিত কর সম্পত্তিসমূহ এবং দায়সমূহ দেশের আইনগত আবশ্যকতা (BAS-12:Income Taxes) অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত বিলম্বিত কর খরচ/আয় উপস্থাপন করা হয়েছে টীকা ২৬-এতে। নিম্নে আরোপযোগ্য বিলম্বিত কর সম্পত্তিসমূহ এবং দায়সমূহ দেয়া হলঃ

৩১শে ডিসেম্বর ২০১১	প্রতিবেদন তারখের পরিবাহী মূল্য টাকা'০০০	করের ভিত্তি টাকা'০০০	করযোগ্য/(বাদ যোগ্য) অস্থায়ী পার্থক্য টাকা'০০০
সম্পত্তিসমূহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	১,২৩৮,৮৩৪	৬৯৯,৭০৬	৫৩৯,১২৮
মজুদ সামগ্রী	৬৫৭,৩১৫	৭১৮,৯৯৮	(৬১,৬৮৩)
বাণিজ্যিক দেনাদারসমূহ	১৮৬,৫৯৩	২০৪,৭২৯	(১৮,১৩৬)
	২,০৮২,৭৪২	**১,৬২৩,৪৩৩**	**৪৫৯,৩০৯**
দায়সমূহ			
কর্মচারী কল্যান ঃ পেনশন তহবিল	-	১,৮৮৯	(১,৮৮৯)
কর্মচারী কল্যান ঃ গ্র্যাচুইটি স্কীম	৮৫,৫৩৮	-	৮৫,৫৩৮
	৮৫,৫৩৮	১,৮৮৯	৮৩,৬৪৯
নীট কর যোগ্য অস্থায়ী পার্থক্য			৩৭৫,৬৬০
কার্যকর করের হার			২৪.৭৫%
বিলম্বিত কর দায়সমূহ			৯২,৯৭৬
৩১শে ডিসেম্বর ২০১০-এ			
সম্পত্তিসমূহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	১,০৪৩,৫৫২	৬০৫,০৩২	৪৩৮,৫২০
মজুদ সামগ্রী	৩৬১,৪৭৮	৪৩৩,৯১২	(৭২,৪৩৪)
বাণিজ্যিক দেনাদারসমূহ	২০০,১০৩	২১২,৩৪০	(১২,২৩৭)
	১,৬০৫,১৩৩	**১,২৫১,২৮৪**	**৩৫৩,৮৪৯**
দায়সমূহ			
কর্মচারী কল্যান ঃ পেনশন তহবিল	২৭,৫৩৮	২২,৯২৩	৪,৬১৫
কর্মচারী কল্যান ঃ গ্র্যাচুইটি স্কীম	৮৬,৮৫৪	-	৮৬,৮৫৪
	১১৪,৩৯২	**২২,৯২৩**	**৯১,৪৬৯**
নীট কর যোগ্য অস্থায়ী পার্থক্য			২৬২,৩৮০
কার্যকর করের হার			২৪.৭৫%
বিলম্বিত কর দায়সমূহ			৬৪,৯৩৯

	২০১১ টাকা'০০০	**২০১০** টাকা'০০০
প্রারম্ভিক স্থিতি	৬৪,৯৩৯	৭১,০৭১
এ বছরের বরাদ্দ/(রিভারসাল)	(২৮,০৩৭)	(৬,১৩২)
	৯২,৯৭৬	**৬৪,৯৩৯**

১৬. অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে

সিলিন্ডার বাবদ জমা	**১৭৩,৩৬৪**	**১৬৫,৬৪৬**

গ্রাহকদের নিকট হতে সিলিন্ডার বাবদ সিকিউরিটি জমা একটি চলমান ধরনের দায়।

১৭. বাণিজ্যিক পাওনাদার

ভেন্ডরদেরকে প্রদান	**৬৮,৭৯০**	**৫৯,৩৬০**

বাণিজ্যিক পাওনাদাররা অরক্ষিত এবং এক মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
১৮. খরচ বাবদ পাওনাদার এবং দেয় খরচ		
বেতন, ভাতা ও অবসর সুবিধাদি	৩৯,৯৬৮	৪১,১৭২
কারিগরি সহায়তা ফি	৪৮,১৮৮	৪৫,৯০১
দেয় খরচ	৪৩,৭৬৯	৪৮,২৯৩
অন্যান্য পাওনাদার	২৮,৭৪০	২৩,৭১৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	৪৯,৪৯২	৪৭,৭১৬
	২১০,১৫৭	**২০৬,৮০১**
১৮. এ) কনসলিডেটেড খরচ বাবদ পাওনাদার এবং দেয় খরচ		
বেতন, ভাতা ও অবসর সুবিধাদি	৩৯,৯৬৮	৪১,১৭২
কারিগরি সহায়তা ফি	৪৮,১৮৮	৪৫,৯০১
দেয় খরচ	৪৩,৭৬৯	৪৮,২৯৩
অন্যান্য পাওনাদার	২৮,২৩৭	২৩,১৭৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	৪৯,৪৯২	৪৭,৭১৬
	২০৯,৬৫৪	**২০৬,২৬১**
১৯. বিবিধ পাওনাদার		
মুলধনী বিষয়	৯,৭৩০	-
গ্রাহক জমা এবং অগ্রিম	৫৫,৪৭৬	৪৫,১৯৫
অপরিশোধিত লভ্যাংশ	৪৬,১০১	৮,২৪৭
অন্যান্য জমা	৩,৮০৪	১,৭৯৫
	১১৫,১১১	**৫৫,২৩৭**
২০. কর বরাদ্দ		
প্রারম্ভিক স্থিতি	১৪০,১০১	১২৯,৬০৩
এ বছরের বরাদ্দ	২৩০,৫৮৪	২৪১,৩২০
	৩৭০,৬৮৫	**৩৭০,৯২৩**
এ বছরের প্রদান	(২৮১,৭৯৬)	(২৩০,৮২২)
সমাপনি স্থিতি	**৮৮,৮৮৯**	**১৪০,১০১**
২০. এ) কনসলিডেটেড কর বরাদ্দ		
প্রারম্ভিক স্থিতি	১৪০,১০৬	১২৯,৬০৮
এ বছরের বরাদ্দঃ		
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	২৩০,৫৮৪	২৪১,৩২০
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	-	৫
	২৩০,৫৮৪	২৪১,৩২৫
	৩৭০,৬৯০	৩৭০,৯৩৩
এ বছরের প্রদান	(২৮১,৭৯৬)	(২৩০,৮২৭)
সমাপনি স্থিতি	**৮৮,৮৯৪**	**১৪০,১০৬**

২১. রেভিনিউ

			২০১১		২০১০
পণ্য	একক	পরিমাণ	টাকা '০০০	পরিমাণ	টাকা '০০০
এ,এস, ইউ গ্যাসেস	'০০০এম^{৩}	১২,৩৫৮	৫০৬,৩৩৮	১৩,১৭০	৫০১,৬৩৬
ডিজলভ্ এসিটিলিন	'০০০এম^{৩}	৩৬০	১৭৮,৫১৯	৩৬৯	১৫৮,৩৩৮
ইলেকট্রোডস	এম টি	২০,৪০৩	২,৪৯৪,৩৮৪	১৮,৪১১	১,৯৭৭,১৪৮
অন্যান্য			৫৫০,৫১৩		৫৬২,২৫৩
			৩,৭২৯,৭৫৪		**৩,১৯৯,৩৭৫**

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
২১.১ কোম্পানীর পুরো ব্যবসায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যাহা নিম্নে দেয়া হলঃ		
বাল্ক গ্যাসেস	৩৩৮,৭৪৫	৩২২,৫৬২
প্যাকেজ গ্যাসেস এবং পণ্যসমুহ (PG&P)	৩,০৪৫,০৪৮	২,৫০০,৯১৩
হসপিটাল কেয়ার	৩৪৫,৯৬১	৩৭৫,৯০০
	৩,৭২৯,৭৫৪	**৩,১৯৯,৩৭৫**
পণ্য	৩,৫৬৪,৫৩৩	৩,০২৫,৭৫০
ভাড়া	৩৭,৯৪৭	৪০,২৫১
সেবাসমূহ	১২৭,২৭৪	১৩৩,৩৭৪
	৩,৭২৯,৭৫৪	**৩,১৯৯,৩৭৫**
২২. বিক্রিত পণ্যের খরচ		
প্রারম্ভিক মজুদ এ বছরে	৭০,৭০৭	৪৬,২০০
পণ্যের উৎপাদন খরচ (টীকা ২২.১)	২,২৩৫,০৬৮	১,৭৪৭,৭১৫
	২,৩০৫,৭৭৫	১,৭৯৩,৯১৫
উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ	(১৪২,১০৮)	(৭০,৭০৭)
উৎপাদন পণ্যের বিক্রয় খরচ	২,১৬৩,৬৬৭	১,৭২৩,২০৮
পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ	১১৬,১৩৯	১৩৪,৩২৩
	২,২৭৯,৮০৬	**১,৮৫৭,৫৩১**
২২.১ পণ্যের উৎপাদন খরচ		
উপাদান, মালামাল এবং মজুরীঃ		
কাঁচামাল এবং মোড়কজাত মালামাল (টীকা- ৩৮)	১,৮১৫,০১৭	১,৩৪০,৯২৮
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	৭৭,৬৭৩	৭৭,২০১
প্রত্যক্ষ মজুরী	৯৮,৬৩০	৮৫,২০৮
	১,৯৯১,৩২০	**১,৫০৩,৩৩৭**
উৎপাদন উপরি খরচঃ		
বেতন, মজুরী এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার	৪২,৮৮৮	৪৭,৩২৩
অবচয়	৯০,৪৩৫	৯৩,১৮৪
যন্ত্রপাতি মেরামত (টীকা- ২২.১.১)	৬৮,৪৭২	৬৫,৪৩৮
দালান মেরামত	২,৮০৩	২,৫০৩
রক্ষণাবেক্ষণ	১৮,৬৯১	১৯,৯৪৭
বীমা খরচ	১,৬৬৯	১,৪১০
ভাড়া, অভিকর এবং কর	৪৮৬	৫৪১
ভ্রমণ এবং যানবাহন খরচ	১,৪৪২	১,৩৭৭
প্রশিক্ষণ খরচ	৫২৫	৭৪২
যানবাহন চলাচল খরচ	৮,২৪৮	৫,০৪০
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স	৯৯৮	১,০৮৪
ছাপা, ডাক ও মনোহারী খরচ	২,৭১২	২,৩৫২
আইন ও পেশাদারী ফি	১৫৫	১৪৮
বিবিধ ফ্যাক্টরী খরচ	৪,২২৪	৩,২৮৯
	২৪৩,৭৪৮	২৪৪,৩৭৮
	২,২৩৫,০৬৮	**১,৭৪৭,৭১৫**

২২.১.১ যন্ত্রপাতিসমূহের মেরামত

যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ খরচ টাঃ ৬৮,৪৭২ হাজার যার মধ্যে টাঃ ৪০,৮৭৪ হাজার (২০১০ টাকা ৪৫,৪৮৩ হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়েছে।

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
২৩. পরিচালনা ব্যয়		
বেতন, মজুরী এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার	২৪৭,৭০১	২৪১,১৫৩
অবচয়	৪১,৪৮০	৩৯,৫৮৫
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	২,৮০৪	৪,৫৭১
দালান মেরামত	২,১৮৬	১,৮৬১
অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ	৫,৫৯৯	৫,৯৭২
বীমা	১,৩১৭	৭৪২
বিতরণ	৮০,৯১৪	৭১,৩৫৭
ভাড়া, অভিকর এবং কর	৮,৩৭৫	৬,১১৫
ভ্রমণ এবং যাতায়াত	৯,৬৩৪	৮,৫৯৬
প্রশিক্ষণ	১,৪৭৮	২,২৮৮
যানবাহন চলাচল	৩৭,৭৪৯	৩৩,৯৬০
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স	৭,৮১৫	৬,৫৫৩
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস	১০,৬৫৩	৩,৪৩৯
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ	৭,১৬৮	৭,৪৩৮
বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং চাঁদা	১,৭৭৭	১,৩৯৭
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন	১৯,৫৮০	৯,০১৮
সন্দেহজনক বাণিজ্যিক দেনাদার বরাদ্দ	৫,৮৯৯	(১৩,৯০৯)
বাণিজ্যিক দেনাদার মওকুফ	৪৫১	৪০৯
আইন এবং পেশাদারী খরচ	১,৬৩২	১,৪০৭
কারিগরি সহায়তা ফি	২৮,৩৩৬	৩০,৪৩৩
অডিটরদের পারিশ্রমিকঃ		
অডিট ফি	৫২৫	৫২৫
অন্যান্য ফি (কর, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল অডিট ফি)	৭৬৮	৭৮৮
ব্যাংক চার্জ	৪,৬০১	৫,০৫৭
আপ্যায়ন	৮৬০	৫৯২
ব্যবস্থাপনা মিটিং এবং কনফারেন্স খরচ	৫৬৫	৩৯৫
বিবিধ অফিস খরচ	১,৪৫৬	১,২৫২
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন (টীকা-৬)	১,৬১১	১,৬০৮
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	৪৯,৪৮১	৪৭,৫৩৯
	৫৮২,৪১৫	**৫২০,১৪১**

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
২৩. এ) কনসলিডেটেড পরিচালনা ব্যয়		
বেতন, মজুরী এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার	২৪৭,৭০১	২৪১,১৫৩
অবচয়	৪১,৪৮০	৩৯,৫৮৫
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	২,৮০৪	৪,৫৭১
দালান মেরামত	২,১৮৬	১,৮৬১
অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ	৫,৫৯৯	৫,৯৭২
বীমা	১,৩১৭	৭৪২
বিতরণ	৮০,৯১৪	৭১,৩৫৭
ভাড়া, অভিকর এবং কর	৮,৩৭৫	৬,১১৫
ভ্রমণ এবং যাতায়াত	৯,৬৩৪	৮,৫৯৬
প্রশিক্ষণ	১,৪৭৮	২,২৮৮
যানবাহন চলাচল	৩৭,৭৪৯	৩৩,৯৬০
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স	৭,৮১৫	৬,৫৫৩
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস	১০,৬৫৩	৩,৪৩৯
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ	৭,১৬৮	৭,৪৩৮
বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং চাঁদা	১,৭৭৭	১,৩৯৭
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন	১৯,৫৮০	৯,০১৯
সন্দেহজনক বাণিজ্যিক দেনাদার বরাদ্দ	৫,৮৯৯	(১৩,৯০৯)
বাণিজ্যিক দেনাদার মওকুফ	৪৫১	৪০৯
আইন এবং পেশাদারী খরচ	১,৬৩২	১,৪০৭
কারিগরি সহায়তা ফি	২৮,৩৩৬	৩০,৪৩৩
অডিটরদের পারিশ্রমিকঃ		
অডিট ফি	৫৩৫	৫৩৫
অন্যান্য ফি (কর, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল অডিট ফি)	৭৯৫	৮২২
ব্যাংক চার্জ	৪,৬০১	৫,০৫৭
আপ্যায়ন	৮৬০	৫৯২
ব্যবস্থাপনা মিটিং এবং কনফারেন্স খরচ	৫৬৫	৩৯৫
বিবিধ অফিস খরচ	১,৪৫৬	১,২৫২
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন (টীকা-৬)	১,৬১১	১,৬০৭
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	৪৯,৪৮১	৪৭,৫৩৯
	৫৮২,৪৫২	**৫২০,১৮৫**

২৪. অন্যান্য আয়		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা (টীকা ৩২)	৪,৪৫৬	২৪,৪২৪
বাদঃ অবচয় বাদে পূনঃমূল্যায়িত মূল্যঃ		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের খরচ	৯১,৫৩৪	৫৪,১৭০
বাদঃ সঞ্চিত অবচয়	৮৯,১০৫	৪৭,৩৪৮
	২,৪২৯	৬,৮২২
লাভ/(লোকসান) বিক্রয়ের উপর	**২,০২৭**	**১৭,৬০২**

২৫. সুদ বাবদ আয়, নীট		
সুদ বাবদ আয়	৭৬,৮৯৭	৬৫,৩৪৪
সুদ বাবদ ব্যয়	(৬,৩২১)	(১,৩৯৩)
	৭০,৫৭৬	**৬৩,৯৫১**

২০১১ সালের সুদ বাবদ আয় সঞ্চিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বছরের শেষে টাকা ১৮,৯৫০ হাজার (২০১০ঃ টাকা ১৩,৬৪৫ হাজার)।

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
২৬. কর বরাদ্দ		
চলতি কর বাবদ খরচ (টীকা ২০)	২৩০,৫৮৪	২৪১,৩২০
বিলম্বিত কর বাবদ আয়/(ব্যয়) (টীকা-১৫)	২৮,০৩৭	(৬,১৩২)
	২৫৮,৬২১	**২৩৫,১৮৮**
২৬. এ) কনসলিডেটেড কর বরাদ্দ		
চলতি কর বাবদ খরচ (টীকা ২০-এ)	২৩০,৫৮৪	২৪১,৩২৫
বিলম্বিত কর বাবদ আয়/(ব্যয়) (টীকা-১৫)	২৮,০৩৭	(৬,১৩২)
	২৫৮,৬২১	**২৩৫,১৯৩**

২৭. শেয়ারপ্রতি আয়

২৭.১ শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়

শেয়ারপ্রতি আয়ের হিসাব নিম্নে দেয়া হলোঃ		
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা'০০০)	৬৮১,৫১৫	৬৬৮,০৬৮
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)	১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS)- টাকা	৪৪.৭৮	৪৩.৯০

২৭.২ ডাইলিউটেড শেয়ারপ্রতি আয়
এ বছরের ডাইলিউশনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সুযোগ না থাকার প্রেক্ষিতে শেয়ারপ্রতি কোন ডাইলিউটেড আয় হিসাবের প্রয়োজন নেই।

২৭. এ) কনসলিডেটেড শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়

সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা'০০০)	৬৮১,৪৭৮	৬৬৮,০১৯
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)	১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS)- টাকা	৪৪.৭৮	৪৩.৯০

২৮. পরিচালকদের পারিশ্রমিক

ফি	৮৫	৯৫
বেতন এবং সুবিধা বাবদ	২৪,৯৬৫	২৬,৫৬৫
বাড়ি খরচ	১,৮৯০	২,৩২৫
ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা	৪১৩	৫১৯
অবসর সুবিধাদি	১৫,১৯৭	২,০৫১
	৪২,৫৫০	**৩১,৫৫৫**

বেতন, মজুরী এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার খরচের মধ্যে পরিচালকদের পারিশ্রমিক অন্তর্ভূক্ত আছে।

২৯. ক্ষমতা

প্রধান পণ্যসামগ্রী	মাপের একক	ক্ষমতা এ বছরের জন্য	উৎপাদন এ বছরের জন্য	মন্তব্য
এ,এস,ইউ, গ্যাস	'০০০এম^{৩}	১৬,৯০৮	১২,৭০০	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা।
ডিজলভ্ এসিটিলিন	'০০০এম^{৩}	১,১৫০	৩৬২	ঐ
ইলেকট্রোড	এম টি	২৩,১০০	২০,৩০৮	নীচের দ্রষ্টব্য*

*কোম্পানি ২০১১তে ইলেকট্রোড উৎপাদন-এর তৃতীয় লাইন শুরু করেছে যার উৎপাদন ক্ষমতা বছরে অতিরিক্ত ৭,৭০০ টনস।

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
৩০. আর্থিক দলিল		
৩০.১ জমার ঝুঁকি		
ক) জমার ঝুঁকি সংক্রান্ত পরিস্থিতি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহের পরিবাহী মূল্য সর্বোচ্চ জমার অনুকুল পরিস্থিতি তুলে ধরে। প্রতিবেদন তারিখের সর্বোচ্চ জমার ঝুঁকি সংক্রান্ত পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপঃ		
বাণিজ্যিক দেনাদার	২০৪,৭২৯	২১২,৩৪০
বাদঃ সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দ	(১৮,১৩৬)	(১২,২৩৭)
	১৮৬,৫৯৩	২০০,১০৩
ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ	৭৭৮,২৬২	১,০৭৩,৫৮৮
	৯৬৪,৮৫৫	**১,২৭৩,৬৯১**
প্রতিবেদন তারিখে পণ্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী বাণিজ্যিক দেনাদারের উপর সর্বোচ্চ জমার ঝুঁকি ছিল নিম্নরূপঃ		
গ্যাসেস	৫৩,৬৩০	৩৪,৬১৩
ওয়েল্ডিং	১০,২৪০	৬,৯৬৪
হসপিটাল কেয়ার	১৪০,৮৫৯	১৭০,৭৬৩
	২০৪,৭২৯	**২১২,৩৪০**
খ) বাণিজ্যিক দেনাদারের শ্রেণীবিণ্যাস		
প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে মোট বাণিজ্যিক দেনাদারের শ্রেণীবিণ্যাসঃ		
চালান ০-৩০ দিনের মধ্যে	৫৩,৬২৬	৪৬,১০২
চালান ৩১-৬০ দিনের মধ্যে	১৬,৫৪৬	২১,৫৩৩
চালান ৬১-৯০ দিনের মধ্যে	২১,৪৪৩	৩২,৫২১
চালান ৯১-১২০ দিনের মধ্যে	১৮,৬৭৭	১০,৭০৪
চালান ১২১-১৮০ দিনের মধ্যে	১২,৪৬৫	১৯,৮৭৭
চালান ১৮১-৩৬৫ দিনের মধ্যে	৪৮,৪০০	৬১,৭৫৫
চালান ৩৬৫ দিনের উর্ধে	৩৩,৫৭২	১৯,৮৪৮
	২০৪,৭২৯	**২১২,৩৪০**
আলোচ্য বছরে সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দের সঞ্চালন ছিল নিম্নরূপঃ		
প্রারম্ভিক স্থিতি	১২,২৩৭	২৬,১৪৬
এ বছরের খরচ/(অবমুক্ত)	৫,৮৯৯	(১৩,৯০৯)
সমাপনি স্থিতি	**১৮,১৩৬**	**১২,২৩৭**

৩০.২ লিকুইডিটি ঝুঁকি

নিম্নে আর্থিক দায়সমূহের চুক্তিভিত্তিক মেয়াদের পরিপূর্ণতাকে তুলে ধরা হলঃ

৩১শে ডিসেম্বর ২০১১	পরিবাহী মূল্য টাকা'০০০	চুক্তিভিত্তিক নগদ অর্থ প্রবাহ টাকা'০০০	৬ মাস বা তার কম টাকা'০০০	৬ হতে ১২ মাস টাকা'০০০	১ হতে ২ বছর টাকা'০০০	২ হতে ৫ বছর টাকা'০০০	৫ বছর এর উর্ধে টাকা'০০০
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহঃ							
বানিজ্যিক পাওনাদার	৬৮,৭৯০	৬৮,৭৯০	৬৮,৭৯০	-	-	-	-
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	২১০,১৫৭	২১০,১৫৭	১৬৩,৪৩৩	১৬,২৯৮	৩০,৪২৬	-	-
বিবিধ পাওনাদার	১১৫,১১১	১১৫,১১১	১১৫,১১১	-	-	-	-
উৎপন্ন হয়েছে এমন আর্থিক দায়সমূহ	-	-	-	-	-	-	-
	৩৯৪,০৫৮	**৩৯৪,০৫৮**	**৩৪৭,৩৩৪**	**১৬,২৯৮**	**৩০,৪২৬**	-	-
৩১শে ডিসেম্বর ২০১০							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহঃ							
বানিজ্যিক পাওনাদার	৫৯,৩৬০	৫৯,৩৬০	৫৯,৩৬০	-	-	-	-
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং দেয় খরচ	২০৬,৮০১	২০৬,৮০১	১৮৩,২৫৩	২৩,৫৪৮	-	-	-
বিবিধ পাওনাদার	৫৫,২৩৭	৫৫,২৩৭	৫৫,২৩৭	-	-	-	-
উৎপন্ন হয়েছে এমন আর্থিক দায়সমূহ	-	-	-	-	-	-	-
	৩২১,৩৯৮	**৩২১,৩৯৮**	**২৯৭,৮৫০**	**২৩,৫৪৮**	-	-	-

৩০.৩ মার্কেট ঝুঁকি

ক) মুদ্রা ঝুঁকি

বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় বা অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি। নিম্নে বর্নিত মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহের ক্ষেত্রে ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকিঃ

(i) মুদ্রা ঝুঁকি বিষয়ক হিসাব

	৩১শে ডিসেম্বর ২০১১				৩১শে ডিসেম্বর ২০১০			
	টাকা '০০০	'০০০ US$	'০০০ GBP	'০০০ EUR	টাকা '০০০	'০০০ US$	'০০০ GBP	'০০০ EUR
সম্পত্তিসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্যিক দেনাদার	৩,৭৩৫	৫৫	-	-	৪,৫৮১	৬৪	-	-
	৩,৭৩৫	৫৫	-	-	৪,৫৮১	৬৪	-	-
দায়সমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্যিক পাওনাদার	(২২,৭৪০)	(২৭৬)	-	-	(১৩,০৫৭)	(১৩২)	(১২)	(২৫)
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	(৬৫,৪৯৭)	-	(৩৭৫)	(১৬১)	(৬,০৪৬)	-	-	(৬২)
	(৮৮,২৩৭)	(২৭৬)	(৩৭৫)	(১৬১)	(১৯,১০৪)	(১৩২)	(১২)	(৮৭)
নীট এক্সপোজার বা ঝুঁকির হিসাব	(৮৪,৫০২)	(২২১)	(৩৭৫)	(১৬১)	(১৪,৫২২)	(৬৮)	(১২)	(৮৭)

নিম্নে এ বছরের প্রয়োগকৃত মুদ্রার বিনিময় হার দেয়া হল ঃ

বিনিময় হার	৩১ ডিসেম্বর ২০১১	৩১ ডিসেম্বর ২০১০
	টাকা	টাকা
ইউ এস ডলার (ইউএস ডলার)	৮২.৫০	৭০.৭৯
গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড (জিবিপি)	১২৮.৩৪	১০৮.৩২
ইউরো (ইউআর)	১০৭.৫৩	৯৬.৬৭

(ii) বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ের হিসাব নির্ধারনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার পরিবর্তনের সুক্ষ্মতা বিশ্লেষণ

বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত ৫০টি মৌলিক পয়েন্টে পরিবর্তন আনা হলে কোম্পানির ইকুইটি এবং মুনাফা বা ক্ষতি বৃদ্ধি/(হ্রাস) ঘটতো যা নিম্নের হিসাবে প্রতিভাত হয়। এই বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে অন্যান্য সকল পরিবর্তনশীল নিয়ামক, বিশেষত সুদের হার অপরিবর্তিত থাকে।

	লাভ বা লোকসান		ইকুইটি	
	৫০ বিপি বৃদ্ধি	৫০ বিপি হ্রাস	৫০ বিপি বৃদ্ধি	৫০ বিপি হ্রাস
২০১১	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
ব্যয়সমূহের মূদ্রা মূল্য- ইউএসডি	(১১৪)	১১৪	(১১৪)	১১৪
ব্যয়সমূহের মূদ্রা মূল্য-জিবিপি	(২৪১)	২৪১	(২৪১)	২৪১
ব্যয়সমূহের মূদ্রা মূল্য- ইউরো	(৮৭)	৮৭	(৮৭)	৮৭
বিনিময় হার পরিবর্তনের সুক্ষ্মতা	(৪৪২)	৪৪২	(৪৪২)	৪৪২

	লাভ বা লোকসান		ইকুইটি	
	৫০ বিপি বৃদ্ধি	৫০ বিপি হ্রাস	৫০ বিপি বৃদ্ধি	৫০ বিপি হ্রাস
২০১০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
ব্যয়সমূহের মূদ্রা মূল্য- ইউএসডি	(২৩)	২৩	(২৩)	২৩
ব্যয়সমূহের মূদ্রা মূল্য-জিবিপি	(২৫)	২৫	(২৫)	২৫
ব্যয়সমূহের মূদ্রা মূল্য- ইউরো	(৩০)	৩০	(৩০)	৩০
বিনিময় হার পরিবর্তনের সুক্ষ্মতা	(৭৮)	৭৮	(৭৮)	৭৮

খ) সুদের হারের ঝুঁকি
৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির সুদ নির্ধারণী আর্থিক দলিলাদি সুদ হারের ধরন ছিলঃ

	পরিবাহী মূল্য	
	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
নির্ধারিত হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ		
ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ	৭৭৮,২৬২	১,০৭৩,৫৮৮
আর্থিক দায়সমূহ	-	-
চলতি হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ	-	-
আর্থিক দায়সমূহ	-	-

গ) হিসাবের শ্রেনিবিণ্যাস এবং ন্যায্য মূল্য
আর্থিক অবস্থার বিষয়ক বিবরনিতে আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের যে ন্যায্য মূল্য পরিবাহীর মূল্যের সাথেএকত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে তা হলোঃ

	২০১১		২০১০	
	পরিবাহী মূল্য	ন্যায্য মূল্য	পরিবাহী মূল্য	ন্যায্য মূল্য
	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০
লাভ বা লোকসানের ভিত্তিতে সম্পত্তিসমূহের ন্যায্য মূল্য	-	-	-	-
সম্পত্তিসমূহের মেয়াদ পরিপূর্ণতা				
নির্ধারিত জমাসমূহ	৫৫০,০০০	৫৫০,০০০	৮০০,০০০	৮০০,০০০
ঋণসমূহ এবং প্রাপ্য অংশ				
বাণিজ্যিক দেনাদার, নীট	১৮৬,৫৯৩	১৮৬,৫৯৩	২০০,১০৩	২০০,১০৩
ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ (নির্ধারিত জমাসমূহ বাদে)	২২৮,২৬২	২২৮,২৬২	২৭৩,৫৮৮	২৭৩,৫৮৮
আর্থিক সম্পত্তিসমূহের বিক্রয় সহজলভ্যতা	-	-	-	-
লাভ বা লোকসানের ভিত্তিতে				
দায়সমূহের ন্যায্য মূল্য	-	-	-	-
এ্যামোরটাইজড খরচসমূহের দায়সমূহ				
বাণিজ্যিক পাওনাদার	৬৮,৭৯০	প্রযোজ্য নহে*	৫৯,৩৬০	প্রযোজ্য নহে*
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	২১০,১৫৭	প্রযোজ্য নহে*	২০৬,৮০১	প্রযোজ্য নহে*
বিবিধ পাওনাদার	১১৫,১১১	প্রযোজ্য নহে*	৫৫,২৩৭	প্রযোজ্য নহে*
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৭৩,৩৬৪	প্রযোজ্য নহে*	১৬৫,৬৪৬	প্রযোজ্য নহে*

* BFRS ৭ঃ আর্থিক দলিলাদিঃ ডিসক্লোজার অনুযায়ি সঠিক মূল্য নির্ণয়ের প্রয়োজন নেই। যাহোক, ঐসব দলিলের পরিবাহী মূল্যের সাথে সঠিক মূল্যের তেমন কোন পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা নেই।

৩১. মূলধনী ব্যয়ের জন্য অঙ্গীকার				
চুক্তিবদ্ধ কিন্তু হিসাবে প্রতীয়মান হয় নাই		৯৭,৮৭২		১২৭,২৬২

৩২. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের মুনাফার তালিকা

বিবরণ	মুল্য	সঞ্চিত অবচয়	অবচয় বাদে পূনঃমূল্যায়নের মূল্য	বিক্রয় মুল্য	বিক্রয় পদ্ধতি	ক্রেতা
	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০	টাকা'০০০		
প্ল্যান্ট ও মেশিনারী	৭৪,৩৩৯	৭৪,৩৩৯	-	১,৮০২	টেন্ডার	বিভিন্ন
মোটর গাড়ীঃ						
মোটর সাইকেল	৫৮১	৫৫৫	২৬	১৭১	নীতিমালা অনুযায়ী	বিভিন্ন
গাড়ী	৬,৬৬০	৫,৫১৪	১,১৪৬	১,১৪৬	নীতিমালা অনুযায়ী	বিভিন্ন
	৭,২৪১	৬,০৬৯	১,১৭২	১,৩১৭		
আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও অফিস ইকুইপমেন্টঃ						
বিক্রয়কৃত	২,৪১৩	২,২৮৩	১৩০	২০৯	টেন্ডার	বিভিন্ন পার্টী
স্ক্র্যাপ্ড	৪,০৯৭	৪,০৮৬	১১	-	অস্বীকৃতি	প্রযোজ্য নহে
	৬,৫১০	৬,৩৬৯	১৪১	২০৯		
সিলিন্ডারসঃ						
বিক্রয়কৃত	৪৯৩	৩০৬	১৮৭	১,১২৮	গ্রাহকদের নিকট হতে নীতিমালা অনুযায়ী আদায় করা	বিভিন্ন ক্রেতা
বাতিলকৃত	২,৯৫১	২,০২২	৯২৯	-	গ্রাহকদের নিকট হতে নীতিমালা অনুযায়ী আদায় করা	বিভিন্ন ক্রেতা
	৩,৪৪৪	২,৩২৮	১,১১৬	১,১২৮		
২০১১	৯১,৫৩৪	৮৯,১০৫	২,৪২৯	৪,৪৫৬		
২০১০	৫৪,১৭০	৪৭,৩৪৮	৬,৮২২	২৪,৪২৪		

৩৩. কর্মচারীর সংখ্যা

যে সকল কর্মচারী সারা বছর নিযুক্ত ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ৩৯৪ এবং তারা প্রত্যেকে বছরে সর্বমোট টাঃ ৩৬ হাজার বা ততোধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করে (২০১০ঃ ৩৮৬)।

৩৪. বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ

	২০১১		২০১০	
	'০০০ GBP	টাকা' ০০০	'০০০ GBP	টাকা' ০০০
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ,কে-কে কারিগরি সহায়তা ফি	১৭০	২০,১১৮	-	-
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ,কে-কে লভ্যাংশ প্রদান	২,৩২৫	২৫৮,৮৬৩	২,৫১৪	২৬৮,৭২৫

দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড একজন অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডার। উক্ত কোম্পানী ৯,১৩০,৯৬৮ টি সাধারণ শেয়ারের অধিকারী। ২০১১ সালের লভ্যাংশ বাবদ দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে ২০১১ সালে GBP ১,৬৬২ হাজার অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করা হয়।

৩৫. বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহন

গ্রাহকের / ভেন্ডরের নাম	গ্রহনের ধরন	২০১১		২০১০	
		'০০০ US$	টাকা' ০০০	'০০০ US$	টাকা' ০০০
ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	২১৫.০০	১৬,৩৭২	২৫০	১৭,২২২
মেঘনা এলয়টেক লিঃ	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	১৬০.০০	১২,১৩৫	১৫৬	১০,৭৫১
আনন্দ শিপইয়ার্ড লিঃ	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	-	-	৯২	৬,৩১৬
ইসাব (ESAB) ইন্ডিয়া লিমিটেড	বিক্রয় কমিশন	৮.৫০	৬৪৩	-	-
উয়িটম্যান কোঃ	বিক্রয় কমিশন	১.২৮	৯২	-	-
জি ই হেল্থ কেয়ার ইন্ডিয়া	বিক্রয় কমিশন	০.৩৮	২৭	-	-
জোচুংওয়ে মেডিকেল কর্পোঃ	বিক্রয় কমিশন	১.৩৮	১০৪	-	-
লিংকন ইলেকট্রিক কোঃ লিঃ	বিক্রয় কমিশন	-	-	৫	৩৭৫
স্টেরিস কর্পোরেশন	বিক্রয় কমিশন	-	-	১৬	১,১২৫
মোট		**৩৮৬.৫৪**	**২৯,৩৭৩**	**৫১৯**	**৩৫,৭৮৯**

	২০১১	২০১০
	টাকা'০০০	টাকা'০০০
৩৬. সি আই এফ ভিত্তিতে আমদানী মূল্য		
কাঁচামাল	১,৯৫৫,৪৯২	১,১৬৫,৭৯১
খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য মেশিনপত্র	৪৪,৪৬৬	১৩৫,৫০৭
মূলধনী মালামাল	২৬৩,৬৫৫	৭৩,০৪৬
	২,২৬৩,৬১৩	১,৩৭৪,৩৪৪

৩৭. ব্যাংক গ্যারান্টি এবং অঙ্গীকার প্রদান

৩৭.১ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান আপত্তিকর ভ্যাট ও বিভিন্ন পক্ষকে		
তৃতীয় পক্ষদেরকে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান, শিপিং গ্যারান্টিস, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র এবং আপত্তিকর ভ্যাট	**৪৮,০৮১**	**৩৩,৪২৬**
৩৭.২ বকেয়া লেটারস অব ক্রেডিট	**৩৮৩,২১৬**	**৪৭৫,৬০০**

৩৮. কাঁচামাল এবং মোড়কজাত মালামাল ব্যবহৃত

	প্রারম্ভিক মজুদ		ক্রয়		সমাপনী মজুদ		ব্যবহার		
	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	পরিমান	মূল্য	ব্যবহারের
বিবরণ	এম টি	টাকা' ০০০	এম টি	টাকা' ০০০	এম টি	টাকা' ০০০	এম টি	টাকা' ০০০	শতকরা পরিমাণ
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	২৮০	১৮,২৭২	১,২৯৭	৯২,৮১৫	২৫৩	১৮,৮৬৫	১,৩২৪	৯২,২২২	৫.০৮
ওয়্যার	৮০৬	৪৯,৬২৮	১৭,৬১০	১,২৭৬,৪৪২	২,০৫০	১৫৩,৫৩৮	১৬,৩৬৬	১,১৭২,৫৩২	৬৪.৬০
ব্লেনডেড পাউডার	৫৯১	৫৮,৪১৯	৫,৮৭৮	৬০৪,০১১	১,৮৫৩	২১৮,২২৬	৪,৬১৬	৪৪৪,২০৪	২৪.৪৭
অন্যান্য*	-	৩০,৯৪৩	-	১১৭,৬৮৭	-	৪২,৫৭১	-	১০৬,০৫৯	৫.৮৪
২০১১	-	**১৫৭,২৬২**	-	**২,০৯০,৯৫৫**	-	**৪৩৩,২০০**	-	**১,৮১৫,০১৭**	**১০০.০০**
২০১০	-	১১৭,৭৩৯	-	১,৩৮০,৪৫১	-	১৫৭,২৬২	-	১,৩৪০,৯২৮	১০০.০০

*অন্যান্য গুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় বাজার ও বিদেশ হতে ক্রীত বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, লুবরিকেন্ট এবং প্যাকিং সরঞ্জামাদি ।

৩৯. সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে লেনদেন

(i) কোম্পানী স্বাভাবিক ব্যবসায়িক নিয়ম মোতাবেক অনুযায়ী গ্রুপ কোম্পানী গুলো হতে নিম্নলিখিত মালামাল এবং সেবাসমূহ ক্রয় করেছে ।

	এ বছরের লেনদেন		**সমাপনী স্থিতি**	
	২০১১	**২০১০**	**২০১১**	**২০১০**
	টাকা' '০০০	টাকা' '০০০	টাকা' '০০০	টাকা' '০০০
বিশেষ গ্যাস, স্পেয়ারস্ এবং সিলিন্ডারস্	৬৭,৮৪১	৫২,৬৭৫	(১৩,৯৭০)	(১০,৬৫৬)
কারিগরি সেবাসমূহ	৩৫,৯০৩	২৬,০৭৯	(৬৫,৪৯৭)	(৪৫,৯০১)
	১০৩,৭৪৪	**৭৮,৭৫৪**	**(৭৯,৪৬৭)**	**(৫৬,৫৫৭)**
(ii) এ বছরে কোম্পানী নিম্নের যাবতীয় লেনদেনগুলি পরিচালক জনাব লতিফুর রহমান-এর কোম্পানীর সহিত সম্পন্ন করেছে ।				
ট্রান্সকম গ্রুপ অব কোম্পানীজ-এর নিকট বিক্রয়	১০,৪৯৪	৮,০৭৯	৮৭৪	(৯০৩)
(iii) বিওসি গ্রুপ লিমিটেড -কে লভ্যাংশ প্রদান	২৮৭,৬২৫	২৯৮,৫৮৩	-	-
(iv) মূল ব্যবস্থাপনা কর্মচারীবৃন্দ				
পরিচালকদের পারিশ্রমিক	৪২,৫৫০	৩১,৫৫৫	-	-

২০১১ সালের লভ্যাংশ বাবদ দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে ২০৫,৪৪৭ হাজার টাকা অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করা হয় ।

৪০. প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

২০১২ সালের ০৮ই মার্চ তারিখে পরিচালকমন্ডলীর অনুষ্ঠিত সভাতে ২০১১ সমাপ্ত বছরের জন্য ইস্যুকৃত প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১০.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ বাবদ ১৫২,১৮৩ হাজার টাকা সুপারিশ করেছেন ।

কোম্পানীর অবস্থানসমূহ

রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়

কর্পোরেট অফিস, ২৮৫ তেজগাঁও শি/এ,
ঢাকা-১২০৮
টেলিফোন +৮৮.০২.৮৮৭০৩২২-২৭
ফ্যাক্স +৮৮.০২.৮৮৭০৩২৯/৮৮৭০৩৩৬

ফ্যাক্টরী

তেজগাঁও
২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
টেলিফোন +৮৮.০২.৮৮৭০৩৪১-৪৪
ফ্যাক্স +৮৮.০২.৮৮৭০৩৫৭

রূপগঞ্জ
ডাকঘর-ধুপতারা, থানা- রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল +৮৮.০১১৯৯৮৫১৭২৫/০১৭১১৫৬৩৩১৭

শীতলপুর
শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
টেলিফোন +৮৮.০৩১.২৭৮০২০৫
মোবাইল +৮৮.০১১৯৯৭০৩১৪০

বগুড়া এলপিজি প্ল্যান্ট
ধানকুন্ডি, শেরপুর, বগুড়া
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩১৪৫৪৫৮

বিক্রয় কেন্দ্র

তেজগাঁও
২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
টেলিফোন +৮৮.০২.৮৮৭০৩৪১-৪৪
ফ্যাক্স +৮৮.০২.৮৮৭০৩৫৭
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫২

পোস্তগোলা
ডাকঘর-ফরিদাবাদ, পোস্তগোলা, ঢাকা-১২০৪
টেলিফোন +৮৮.০২.৭৪৪১৩২০
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৭৩

টিপু সুলতান রোড
৫৭-৫৮, টিপু সুলতান রোড, থানা-সুত্রাপুর, ঢাকা
টেলিফোন +৮৮.০২.৭১৬৩৭৬৮
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৫

টঙ্গী
২৪১ টঙ্গী শিল্প এলাকা, মিলগেট, গাজীপুর
টেলিফোন +৮৮.০২.৯৮১২৪০২
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৪

নারায়ণগঞ্জ
৭২ সিরাজউদ্দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ
টেলিফোন +৮৮.০২.৭৬৩২৯৪২
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৬

ময়মনসিংহ
২৮/১ খ, কে সি রায় রোড, ময়মনসিংহ
টেলিফোন +৮৮.০৯১.৫২৫৫৮
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৭

নোয়াখালী
কন্ট্রাক্টর মসজিদ (মাইজদী রোড) আলীপুর
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
টেলিফোন +৮৮.০৩২১.৫২০২৩
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬০

খুলনা
অফ্ রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড, লবন চোরা, খুলনা
টেলিফোন +৮৮.০৪১.৭২১২০৬/৭২৩০৭৬
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৩

বরিশাল
হোল্ডিং-৭৬৪১, আলেকান্দা, কোতওয়ালী, বরিশাল
টেলিফোন +৮৮.০৪৩১.২১৭৩১৯০
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৫

রাজশাহী
ইসলামপুর (দেবিসিংপারা) নাটোর রোড
ভদ্রা, রাজশাহী
টেলিফোন +৮৮.০৭২১.৭৫০২৪২
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৮

শীতলপুর
সীতাকুন্ড, শীতলপুর, চট্টগ্রাম
টেলিফোন +৮৮.০৩১.২৭৮০২০৫
মোবাইল +৮৮.০১১৯৯৭০৩১৪০

সাগরিকা
৬৮/ভি, সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী
ডাকঘর-কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম
টেলিফোন +৮৮.০৩১.৭৫২১২২/৭৫২৭৭৬/৭৫০৮৩৯
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৫৮/০১৭১৩০৯৯৬৫৯

কুমিল্লা
শ্রীমান্তপুর, চান্দপুর রোড, আহমেদ নগর, কুমিল্লা
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬১

সিলেট
নিশাত প্লাজা শপিং কমপেক্স, মমিনখোলা, সিলেট
টেলিফোন +৮৮.০৮২১.৮৪১৬৮১
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬২

যশোর
সেন্ট্রাল রোড, ঘোপ, যশোর
টেলিফোন +৮৮.০৪২১.৬৮৫৯৬/৬৬৪২৬
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৭২

বগুড়া
চারমাথা, রংপুর রোড, নিশিনদারা, বগুড়া
টেলিফোন +৮৮.০৫১.৬৪৩২৭
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৬

রংপুর
সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল, আর, কে রোড, গণেশপুর, রংপুর
টেলিফোন +৮৮.০৫২১.৬৩৬০৮
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৭

ফরিদপুর
কাশেম সুপার মার্কেট, পশ্চিম গোয়ালচামট
যশোর রোড, ফরিদপুর
টেলিফোন +৮৮.০৬৩১.৬৫৩৪৫
মোবাইল +৮৮.০১৭১৩০৯৯৬৬৪

লিন্ডে বাংলাদেশের সাইটস্

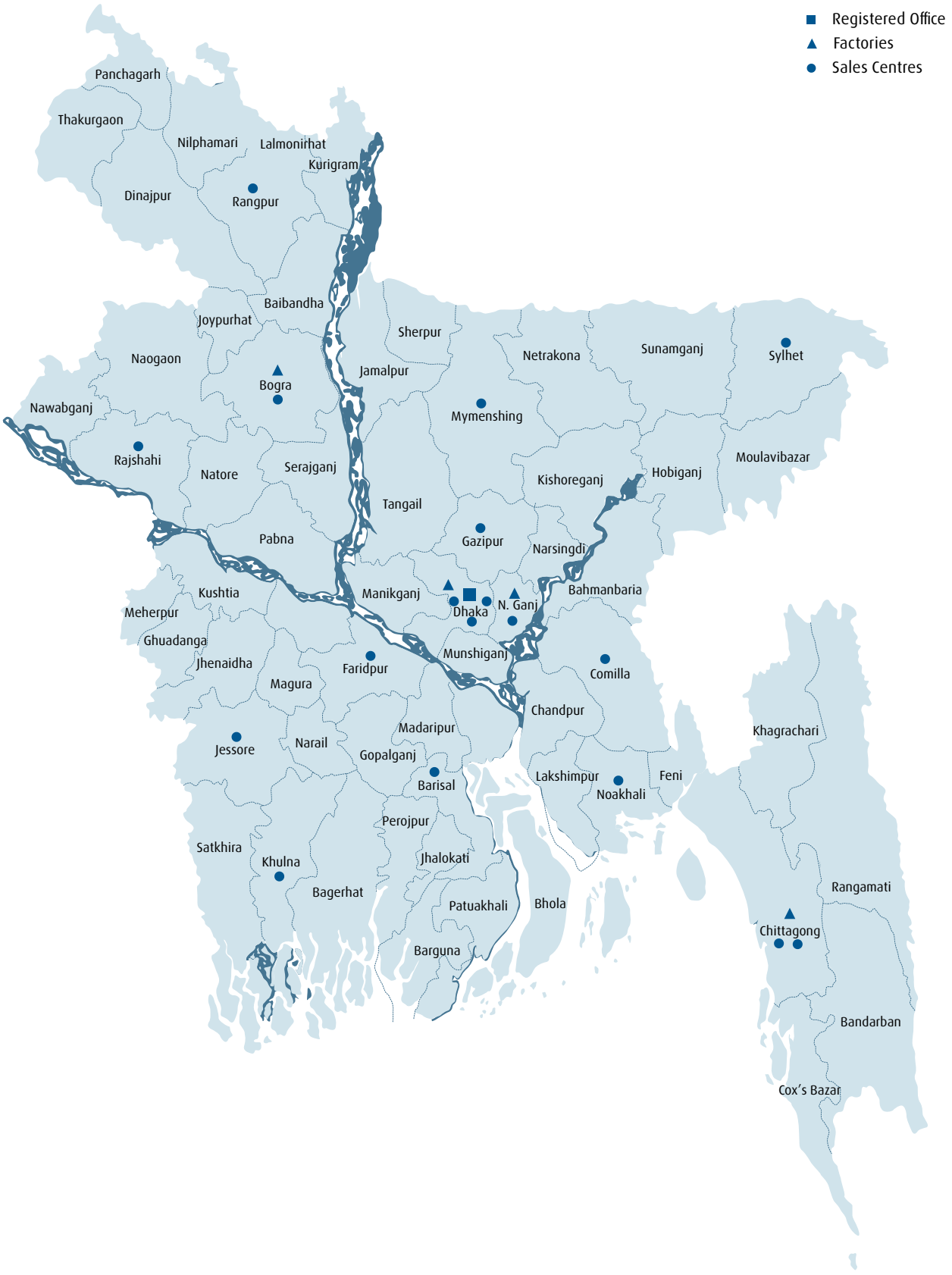

কোম্পানীর পণ্যসামগ্রী ও সেবাসমূহ

শিল্প গ্যাসেস

- কমপ্রেস্‌ড অক্সিজেন
- তরল অক্সিজেন
- কমপ্রেস্‌ড নাইট্রোজেন
- তরল নাইট্রোজেন
- ডিজলভ্‌ এ্যাসিটিলিন
- কার্বন ডাই-অক্সাইড
- ড্রাই আইস
- আরগন
- ল্যাম্প গ্যাস
- এল পি জি
- রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস (ফ্রিয়ন এবং সুভা)
- হাইড্রোজেন
- ফায়ার সাপ্রেসন সিস্টেম
- কমপ্রেস্‌ড হিলিয়াম
- তরল হিলিয়াম
- সালফার-হেক্সাফ্লুরাইড
- সালফার ডাই-অক্সাইড
- বিশেষ গ্যাস ও গ্যাস মিশ্রণ
- অনুরোধক্রমে যে কোন গ্যাস

ওয়েল্ডিং গ্যাসেস ও যন্ত্র

- মাইল্ড স্টীল ইলেকট্রোড্‌স
- লো হাইড্রোজেন/লো এ্যালয় ইলেকট্রোড্‌স
- কাস্ট আয়রণ ইলেকট্রোড্‌স
- হার্ড সার্ফিসিং ইলেকট্রোড্‌স
- স্টেইনলেস স্টীল ইলেকট্রোড্‌স
- আর্ক ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
- গ্যাস ওয়েল্ডিং রড ও ফ্লাক্স
- গ্যাস ওয়েল্ডিং এবং কাটিং সাজ-সরঞ্জাম
- মিগ ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
- টিগ ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
- প্লাজমা কাটিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
- ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ এবং সার্ভিস
- ওয়েল্ডিং যন্ত্র মেরামত
- ওয়েল্ডিং টেষ্টিং ও সার্ভিস

মেডিক্যাল গ্যাসেস ও যন্ত্র

- মেডিক্যাল অক্সিজেন
- নাইট্রাস অক্সাইড
- এন্টোনক্স
- স্টেরিলাইজিং গ্যাস
- মেডিক্যাল গ্যাস সিলিন্ডার
- এ্যানেসথেশিয়া মেশিন
- এ্যানেসথেশিয়া ভেন্টিলেটর
- আই সি ইউ/ সি সি ইউ মনিটরিং সিস্টেম
- আই সি ইউ/ সি সি ইউ ভেন্টিলেটর
- পাল্‌স অক্সিমিটার
- ইনফ্যান্ট ওয়ার্মার
- ফটোথেরাপি ইউনিট
- ইনফ্যান্ট ইনকিউবেটর
- ও টি টেবিল
- ও টি লাইট
- অটোক্লেভ/ ষ্টেরিলাইজার
- গাইনিকোলজিক্যাল টেবিল
- হিউমিডিফায়ার
- অক্সিজেন কনসেনট্রেটর
- রিসাসসিটেটর
- সেন্ট্রাল স্টেরিলাইজিং এ্যান্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট (সিএসএসডি)
- অনুরোধক্রমে যে কোন মেডিক্যাল যন্ত্র

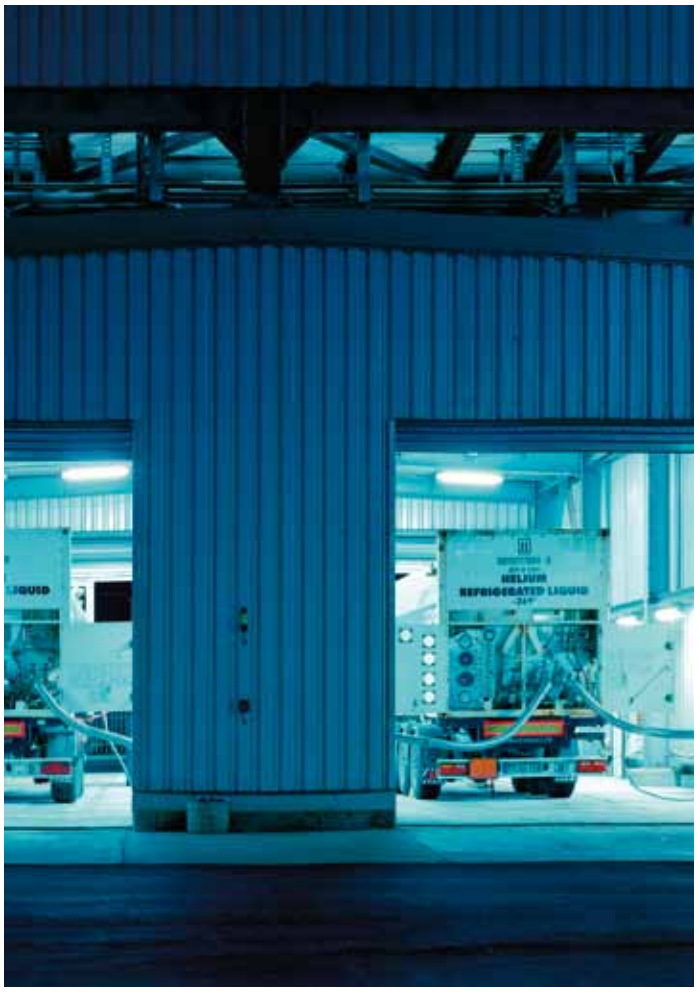
HELIUM
REFRIGERATED LIQUID

Linde
Linde
Linde
Linde

Notes